জেলেখা

বা

যমের ফেরৎ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

(বর্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা নিবাসী)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

এস, কে, শীল এণ্ড এইচ্, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শীল-প্রেস।

৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

জেলেখা

বা

যমের ফের

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মক্কেলের আব্দার।

"মহাশয়! একটা কথা শুনিবেন কি? আপনি না একজন ডিটেক্‌টিভ?"

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মল্লিকপুরের সদর রাস্তা দিয়া একটী লোক আপন মনে গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বলগৌর, চক্ষু আয়ত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। পশ্চাৎ হইতে একটী লোক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! একটা কথা শুনিবেন কি? আপনি না একজন ডিটেক্‌টিভ?"

পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যক্তিকেও দেখিতে সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তিনিও যুবা পুরুষ। দৃষ্টি কিছু চঞ্চল। তিনি অগ্রগামী ব্যক্তির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, উক্ত প্রশ্ন করিলেন।

অগ্রগামী ব্যক্তি মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত পিস্তলে হাত দিলেন। তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। তাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য কত খুনে, ডাকাত প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কত চক্রান্তের সৃষ্টি করিতেছে,—সেইজন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকেও সতর্ক থাকিতে হয়। কে শত্রু, কে মিত্র সহজে বোঝা যায় না। তিনি আত্মরক্ষার্থ পিস্তলে হস্তার্পণ করিয়া, আগন্তুকের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ, আপনার কি প্রয়োজন?"

২য়। বলিতেছি। আপনারই নাম কি প্রতাপ বাবু?

১ম। হাঁ।

২য়। লোকের নিকট আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। জটিল বিষয়ের মীমাংসায়, গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে আপনার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা!

১ম। আমি যে লাইনে কার্য্য করি, তাহাতে ও সকল গুণ কতকটা থাকা অসম্ভব নয়।

২য়। আপনি আশ্রিতের রক্ষক—বিপন্নের সহায়।

১ম। আমাকে আপনার কি প্রয়োজন? আপনার বক্তব্য বলিতে পারেন।

২য়। প্রথমতঃ আপনাকে সত্যবদ্ধ হইতে হইবে। প্রতিজ্ঞা

করিতে হইবে, আমার নিকট যাহা শুনিবেন, অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

১ম। অসম্ভব! এরূপে প্রকারান্তরে আমি কোন পাপ-কর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইতে পারি। অন্যায় কর্ম্ম গোপন করা, অত্যাচারীদিগকে ন্যায়-শাসনের হস্ত হইতে মুক্তি দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে। পাপ রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্যই আমি সরকার হইতে নিযুক্ত।

২য়। মহাশয়! ঐরূপ লোকই আমি চাই। যাহাতে পাপী সংসারের চক্ষে ধূলি দিয়া, পুলিসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে না পারে, আমারও অভিপ্রায় তাই। জটিল বিষয়ের মীমাংসায় আপনি সিদ্ধহস্ত এবং ধর্ম্মভীরু জানিয়াই, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার দ্বারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

১ম। আপনার কথা সত্য হইলে, আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারি।

২য়। আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না। এই মাত্র স্বীকার করিতে হইবে, যাবৎ এ বিষয়ের শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না পারিবেন, তাবৎ এ কথা যেন অপরের কর্ণে না উঠে।

১ম। আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। যে কোন গুপ্ত বিষয় আমায় বলিতে পারেন। কখনও উহা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না।

প্রতাপচাঁদ বাবু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞ ডিটেকটিভ। পুলিস-লাইনে বহুদিন কার্য্য করিয়া, প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-

ছেন। মক্কেলের এরূপ আব্দার তাঁহার নিকট আজ এই নূতন নয়। অনেক সময়েই অনেকে গোয়েন্দাগণকে মোকদ্দমার বিষয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন।

২য়। আমার সঙ্গে আসুন।

১ম। প্রথমতঃ শুনিতে চাই আমায় কি করিতে হইবে।

২য়। আপনার কি ভয় হইতেছে ?

১ম। না।

২য়। তবে আসিতে দোষ কি ?

১ম। দোষ কিছুই নাই কিংবা আমার ভয়েরও কোন কারণ নাই। তথাপি আপনি আমায় যে কার্য্যের ভার দিতে লইয়া যাইতেছেন, তাহার বিষয় অগ্রে কিছু শুনিতে ক্ষতি কি ?

২য়। ক্ষতি কিছুই নাই। যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, সকল বিষয়ই শুনিতে পাইবেন। আর আপনাকে সকল কথা বলিবার জন্যই ত লইয়া যাইতেছি। আমি আপনাকে অগ্রিম পাঁচ শত টাকা দিতেছি এবং কার্য্য শেষ হইলে, আপনাকে আরও দুই হাজার টাকা দিব।

১ম। আমি টাকা অগ্রিম গ্রহণ করি না।

২য়। কেন ?

১ম। আমি বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাইতে ভালবাসি না। অনেক অপরাধী এই প্রকারে অনেক পুলিসকর্ম্মচারীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। রূপচাঁদের চাকচিক্যে অনেকের ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মলিন হইয়া, চাপা পড়িয়া যায়।

দুই জনেই পথিপার্শ্বস্থ একটী গ্যাসালোকের নীচে দণ্ডায়-

মান। প্রতাপ বাবুর স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার এই কথায় অপরিচিতের মুখমণ্ডল যেন কিছু অপ্রসন্ন হইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে, আপনি টাকা অগ্রিম লইবেন না?"

প্রতাপ। না।

অপরিচিত। আমাকে আপনার বিশ্বাস কি? শেষে যদি না দিই।

হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, "সে বিষয় ভাবিবার আপনার কোন আবশ্যক নাই। কাহাকে বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে হইবে, সে বিষয় আমরা ভাল জানি।

অপরিচিত। তাহা হইলে, আপনি আমার এ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেছেন না?

প্রতাপ। কে বলিল করিব না?

অপরিচিত। তবে আমার সহিত আমার বাড়ীতে আসুন।

প্রতাপ। চলুন।

অপরিচিত। আপনাকে আর একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। যদিও রাত্রিকাল—তথাপি এ বেশে যাওয়া হইবে না—কেহ আপনাকে চিনিতে পারে—একটা ছদ্মবেশের যোগাড় করিতে পারিলে, ভাল হয়।

প্রতাপ। তাহা হইলে, আপনার অভিপ্রায়, আমি ছদ্ম-বেশে বা গোপনে আপনার সঙ্গে যাই—কেমন?

অপরিচিত। হাঁ—আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

প্রতাপ। ও কে! এ দিকে কে আসিতেছে না?

অপরিচিত পশ্চাৎ ফিরিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিলেন কিন্তু

কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যতদূর দৃষ্টি চলে, মনোযোগের সহিত দেখিলেন, কিন্তু কোন লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। মুখ ফিরাইয়া প্রতাপ বাবুর দিকে চাহিলেন কিন্তু একি! বিস্ময়ে তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। যেন কোন যাদুবিদ্যাবলে প্রতাপ বাবু তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে অপর এক ব্যক্তি—সম্পূর্ণ নূতন একটী লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিস্ময়বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ কি যাদুমন্ত্র না কোন ভৌতিক কাণ্ড!"

প্রতাপ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আপনার ইচ্ছা আমি ছদ্মবেশে আপনার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইব?"

অপরিচিত। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আপনার কণ্ঠস্বরের কোনরূপ বিকৃতি করিলে, আপনাকে চেনা আমার অসাধ্য হইত।

প্রতাপ। আবশ্যক হইলে, আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারি। সকল সরঞ্জম আমাদের নিকটেই থাকে।

অপরিচিত। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আমার জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। হয় আপনি যাদুবিদ্যায় দক্ষ—কোন ঐন্দ্রজালিক, নয় কোন পিশাচসিদ্ধ লোক! আসুন।

অপরিচিত অগ্রে, প্রতাপ বাবু তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন! পথে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। প্রতাপ বাবুর হৃদয়ে কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই। অদ্য রাত্রির ঘটনা যে, সহজ বা সামান্য ঘটনা নয়, অপরিচিতের সহিত কথোপকথনে তাহা তাঁহার বেশ উপলব্ধি হইয়াছিল।

অপরিচিত যুবক একটী প্রকাণ্ড বাটীর সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইলেন এবং পকেট হইতে একটী চাবির তাড়া বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, আর একবার ডিটেকটিভ বাবুকে কহিলেন, "স্মরণ থাকে যেন, কি সত্য করিয়াছেন !"

প্রতাপ। সকল কথাই আমার স্মরণ আছে।

অপ। কোন রহস্যময় গুপ্তকাণ্ডের অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে লইয়া আসিলাম। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া কিন্তু এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। ব্যাপার বড় গুরুতর—ঘটনা বড়ই রহস্যপূর্ণ। কুহেলিকার ঘনঘটায় সত্যের আলোক আচ্ছন্ন। দৃশ্য বড়ই হৃদয়বিদারক। আপনার দ্বারা এই শোকাবহ ঘটনার উপায় হইবে বলিয়াই, আপনার সাহায্যপ্রত্যাশী।

প্রতাপ। আমিও এরূপ সাহায্যদানে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত।

উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রহস্যময় মৃত্যুকক্ষ।

অপরিচিত প্রতাপবাবুকে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া, একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। প্রতাপ বাবু আসন গ্রহণ করিলে, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি," বলিয়া অপরিচিত গমনোদ্যত হইলেন। প্রতাপ বাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "কথায় কথায় আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কি নাম আপনার ?"

অপরিচিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমার নাম ইয়াকুব আলি।"

প্রতাপ। এ বাটী—

ইয়াকুব। আমার।

প্রতাপ। যাইতে পারেন।

ইয়াকুব আলি চলিয়া গেলেন। কক্ষমধ্যে দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছিল। তিনি সেই আলোক সাহায্যে গৃহের আসবাব সমুদায় দেখিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানা গৃহটী দ্বিতলের উপর। সিঁড়ি হইতে উঠিয়াই একটী প্রকাণ্ড দালান। দালানের বামদিকে ঐ বৈঠকখানা, দক্ষিণদিকে অপরাপর গৃহ এবং অন্তপুরে যাইবার পথ। বৈঠকখানায় অনেকগুলি দ্বার। তন্মধ্যে দুইটী দালানের দিকে এবং একটী পার্শ্বের দিকে। সে দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে যাওয়া যায় এবং ঐ দ্বার দিয়াই ইয়াকুব আলি প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ বাবু ইয়াকুব আলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছেন আর ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সহসা দালানের দরজায় এক রমণী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। দালানে পৃথক আলোক ছিল না, কক্ষান্তর্গত আলোকের ছটা দ্বারপথে বাহির হইয়া, দালানের পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি কথঞ্চিৎ অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল মাত্র।

রমণীর শীর্ণ মলিন মুখ সেই আধা-আলো, আধা-অন্ধকারের মধ্যে বড়ই বিকট দেখাইতেছিল। প্রতাপ বাবু স্থির দৃষ্টিতে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রমণী দ্বারপার্শ্বে অন্ধকারের

মধ্যে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে কাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র রমণীর মলিন মুখ আরও মলিন এবং দৃষ্টি ভীতিব্যঞ্জক ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমণী পুনরায় হস্তসঙ্কেতে তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইল। প্রতাপবাবু ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া, রমণীর পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে তাঁহার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। রমণী সেখানি তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া, ছায়া-মূর্ত্তির মত নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে পার্শ্বের কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, ইয়াকুব গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

ইয়াকুব কহিলেন, "আসুন।"

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতাপবাবু গৃহস্বামীর অনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার উপর কোন্ কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইবে—কোন্ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে তাঁহাকে সেখানে আনা হইয়াছে, তাহা এখনও তিনি অবগত হইতে পারেন নাই, অথচ প্রথম হইতে তাঁহার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছে, ইয়াকুব বড় সহজ লোক নয়—সে একজন ক্রূরপ্রকৃতি, পাকা বদমায়েস।

এই প্রকার সংস্কার লইয়া, প্রতাপবাবু তাঁহার নিয়োগকারী ইয়াকুব আলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীরবে চলিতে লাগিলেন। কয়েকটী দালান এবং কক্ষ পার হইয়া, ইয়াকুব একটী কক্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "এই কক্ষের মধ্যে যে দৃশ্য দেখিবেন, যেন দেখিয়া বিচলিত হইবেন না!"

ডিটেক্টিভ বাবু কিছু উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিকার জন্মে না।"

যুবক কক্ষের দ্বার মুক্ত করিলেন। ঘরের মধ্যে একটী আলোক জ্বলিতেছিল। মুক্তদ্বারপথে ফুল্ল কুসুমের সুরভি আসিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর রেশমি বস্ত্রাবৃত কে একজন শায়িত। শয্যার উপর বিবিধ কুসুম বিকীর্ণ,—তাহারই কোমল গন্ধে কক্ষ আমোদিত।

প্রতাপ বাবু মুক্তদ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইয়াকুব শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া, হস্তসঙ্কেতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। প্রতাপবাবু নিকটবর্ত্তী হইলে, ইয়াকুব শায়িত ব্যক্তির মুখাবরণ খুলিয়া দিলেন। শয্যাপার্শ্বে বিকীর্ণ, ফুল্লকুসুমবৎ কোমলকান্তি কোন ষোড়শী কামিনীর কমনীয় মুখ একখানি ডিটেক্টিভ বাবুর নেত্রসম্মুখে শোভিত হইল। প্রতাপ বাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, মৃত্যুর কঠোর করস্পর্শে সুন্দরীর ফুল্লেন্দীবরতুল্য নয়নপদ্ম চিরদিনের মত নিমীলিত। প্রাবৃটের নিবিড় কাদম্বিনীসন্নিভ প্রচুর কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে, দ্বিতীয়ার নবোদিত শশিকলার মত ক্ষুদ্র ললাটফলকখানিকে বেড়িয়া, শৈবালাচ্ছাদিত কমলদলের ন্যায়, যুবতীর সুষুপ্তিশান্ত মুখখানির শোভা বৃদ্ধি করিয়া, শয্যাস্তরণের উপর লুটাইতেছিল। সে মুখ দেখিলে, মনে হয় না যে, কোন অপঘাতে যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। যেন ঘোর সুষুপ্তিজালে অভিভূত হইয়া, ষোড়শী ফুল্লশতদলবৎ শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়া আছে। কপোল-যুগলে এখনও যেন জীবিতাবস্থার লাবণ্যচ্ছটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে প্রতাপবাবু শিহরিয়া উঠিলেন।

ইয়াকুব মৃত যুবতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতাপ বাবু মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে রোদন যে স্বাভাবিক নয়, সে অশ্রুপ্রবাহে যে হৃদয়ের মর্ম্মকাতরতা নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন, "কপটরোদনে প্রতাপচাঁদের হৃদয় প্রবঞ্চিত হয় না।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "মৃত যুবতীকে দেখিলাম! এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে?"

ইয়াকুব। আপনাকে এই রহস্যময় মৃত্যুর মর্ম্মোদঘাটন করিতে হইবে।

প্রতাপ। ব্যাপারখানা কি খোলাসা করিয়া বলুন?

ইয়াকুব। কিসের শব্দ হইল না? বাহিরে বুঝি কে দাঁড়াইয়া আছে!

ইয়াকুব আলি দ্রুতপদে দ্বারাভিমুখে ছুটিলেন। ইত্যবসরে প্রতাপবাবু যুবতীর ললাটস্পর্শ করিলেন। তুষারশীতল। ইয়াকুব ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "কৈ কাহাকেও ত দেখিতে পাইলাম না—আপনি কি কোন শব্দ শুনিতে পান নাই?"

প্রতাপ। না।

ইয়াকুব। বোধ হয় আমার মনের ভুল। এখন বলুন, আপনি এ কাজটা হাতে লইবেন কি না?

প্রতাপ। লইব। আমায় কি করিতে হইবে?

ইয়াকুব। ইহার হত্যাকারীগণের সন্ধান করিতে হইবে?

প্রতাপ। হত্যাকারীগণের!

ইয়াকুব। হাঁ।

প্রতাপ। লাস দেখিয়া ত বোধ হইতেছে না, কোন অপঘাতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে!

ইয়াকুব। বিষপ্রয়োগে ইহাকে খুন করা হইয়াছে।

প্রতাপ। তাহা হইলে, সেই বিষ প্রয়োগকারী কে, আপনার মনে একটা সন্দেহও হইয়াছে?

ইয়াকুব। নিশ্চয়!

প্রতাপ। যাহা যাহা জানেন,আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন?

ইয়াকুব। সকল বিষয় জানিতেই আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছি।

প্রতাপ। উত্তম। বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে, বলিলেন না?

ইয়াকুব। হাঁ।

প্রতাপ। কিরূপে জানিলেন? শবপরীক্ষা করা হইয়াছে কি?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। তবে কিরূপে জানিলেন,বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে?

ইয়াকুব। মৃত্যুসময়ে আমি ইহার নিকটে ছিলাম। বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর কথা নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছে।

প্রতাপ। কাহাকেও কি সন্দেহ করিয়াছিল?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। কি প্রকারে বিষ প্রযুক্ত হইয়াছিল?

ইয়াকুব। তাহা জানিতে পারে নাই।

প্রতাপ। আশ্চর্য্য ঘটনা! বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু কে যে সেই হত্যাকারী তাহা সন্দেহও করিতে পারে নাই।

ইয়াকুব। সন্দেহ করিলেও, সে সন্দেহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না।

প্রতাপ। কেন?

ইয়াকুব। সে কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

প্রতাপ। শীঘ্র শব পরীক্ষা করা উচিত।

ইয়াকুব। যতক্ষণ না হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যাই-তেছে, ততক্ষণ শব পরীক্ষা করা হইবে না। লাশ কবরস্থ করিলেও, এক বৎসরের পরেও, দেহের মধ্যে বিষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে।

প্রতাপ। সত্য কিন্তু পরীক্ষা হইলে, আমরা অবধারিত বুঝিতে পারিতাম যে, বিষপ্রয়োগেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইয়াকুব। বিষপ্রয়োগে যে মৃত্যু হইয়াছে, আমার নিকট তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে, তাহার দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য তখন শব পরীক্ষা করিলেই চলিবে। যদি হত্যাকারী ধরা না পড়ে, বৃথা লোক হাসাইবার আবশ্যক কি?

আলি সাহেবের কথার যৌক্তিকতা দেখিয়া, প্রতাপ বাবু নিরস্ত হইলেন। কহিলেন, "কাহাকে আপনার সন্দেহ হয়?"

ইয়াকুব আমার সে সন্দেহ মাত্র। আমি আমার সে সন্দেহের বিষয় আপাততঃ আপনার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আপনাকে কতকগুলি সূত্র ধরাইয়া দিতেছি। সেই সূত্র ধরিয়া বুঝুন—আপনার সন্দেহ কোথায় দাঁড়ায়। নচেৎ আমি যদি আমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করি,—আপনার মনোযোগ সেই এক দিকেই আকৃষ্ট হইবে। অন্য দিক সব ফাঁক পড়িয়া যাইবে।

প্রতাপ বাবু দেখিলেন, লোকটার এ কথাগুলিও যুক্তি-পূর্ণ। তিনি তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং চাতুর্য্য দর্শনে মনে

মনে সন্তুষ্ট হইয়া, প্রকাশ্যে কহিলেন, "বলুন, কোন্ সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইব।"

ইয়াকুব। আসুন।

প্রতাপ বাবু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং আর একটী দালান পার হইয়া, একটী সুসজ্জিত বিস্তৃত কক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। গৃহের আসবাব এবং সাজ-সজ্জা দেখিয়া, প্রতাপ বাবু অনুমান করিলেন, এই কক্ষটীই মৃত যুবতীর শয়নকক্ষ। এই খানেই সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইয়াকুব আলির কথাবার্ত্তা এবং ভাবভঙ্গি দেখিয়া, প্রতাপ বাবুর পূর্ব্ব সংস্কারের যেন অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড ঘটিবার সময়, এখানে কে কে ছিল?"

ইয়াকুব। দুইজন মাত্র।

প্রতাপ। কে তাহারা?

ইয়াকুব। আমি এবং জেলেখার ধাত্রী ফুলবিবি।

প্রতাপ। জেলেখা কে?

ইয়াকুব। ও ঘরে যাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিলেন।

প্রতাপ। ফুলবিবির উপর কি কোন সন্দেহ হয়?

ইয়াকুব। সে বিচারের ভার আপনার উপর।

প্রতাপ। আপনি সন্দেহ করেন কি না?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। উত্তম। আপনি যাইতে পারেন।

ইয়াকুব। আমি বৈঠকখানায় রহিলাম। আপনার অনুসন্ধান শেষ হইলে, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইয়াকুব আলি প্রস্থান করিলেন, প্রতাপ বাবু কক্ষের দ্বার রোধ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া, গৃহের প্রত্যেক বস্তু অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমেই মৃত সুন্দরীর একখানি ফটোচিত্র পাইলেন, ভবিষ্যতে আবশ্যক হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি সেখানি পকেটের মধ্যে ফেলিলেন। কক্ষের মধ্যে অপরাপর যাহা দেখিলেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। অকাট্য প্রমাণ। মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বুদ্ধির বাহাদুরি আছে! দেখা যাউক, আমিই কতখানি বোকা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনরায় মৃত্যুকক্ষে।

যে কক্ষে সুন্দরীর মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে, অন্ততঃ দুই পাঁচ মিনিটের জন্যও একবার সে কক্ষে একা প্রবেশ করিবার জন্য প্রতাপ বাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর, এক অতি সাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়া, আপাততঃ তখনকার মত সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া, নীচে আসিলেন।

ইয়াকুব তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। কহিলেন, "কি মহাশয়! কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন কি?"

প্রতাপ। হাঁ।

ইয়াকুব। কাহাকে আপনার সন্দেহ হয়?

প্রতাপ। বলিতেছি। প্রথমতঃ বলুন, আজিম উদ্দিন কে?

ইয়াকুব। জেলেখার মামাত ভাই।

প্রতাপ। আপনি তাহার খুড়তত ভাই ?

ইয়াকুব। হাঁ।

প্রতাপ। জেলেখার মৃত্যুর পর, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আপনারই পাইবার কথা ?

ইয়াকুব। আমি তাহার উত্তরাধিকারী সত্য কিন্তু আমার জেঠা মহাশয়—জেলেখার পিতার উইল অনুসারে সমস্ত সত্ব আজিম উদ্দিনে বর্ত্তিতেছে।

প্রতাপ। কেন ?

ইয়াকুব। বাল্যকাল হইতেই জেলেখা এবং আজিম উদ্দিনের মধ্যে খুব ভালবাসা জন্মে। তাহাদের সেই বাল্য ভালবাসা বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ প্রণয়ে পরিণত হয়। জেলেখার পিতাও আজিম উদ্দিনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। জেলেখা এবং আজিম উদ্দিনের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার দেখিয়া, তিনি উভয়ের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু না হইলে, এতদিন বিবাহ হইয়া যাইত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া গিয়াছেন। স্নেহের পাত্র আজিম উদ্দিনকে ভাবী জামাতা স্থির নিশ্চয় করিয়া, কন্যার মৃত্যুর পর যাহাতে সমস্ত বিষয় তাহার হস্তগত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপ। বুঝিলাম। কক্ষমধ্যে কাগজপত্রে ঐরূপ অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি।

ইয়াকুব। যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহার সাহায্যে আজিম উদ্দিনকে কি গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় না ?

প্রতাপ। না।

ইয়াকুব। কেন যাইবে না? জেলেখার মৃত্যুতে তাহার স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে।

প্রতাপ। আরও একজনের আছে।

ইয়াকুব। কাহার?

প্রতাপ। আপনার।

ইয়াকুবের মুখ শুকাইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে আরক্তনেত্রে কর্কশস্বরে কহিলেন, "আমার! কোন্ সাহসে এ কথা আপনার মুখ দিয়া বাহির হইল? সাবধান! হত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য আমি আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছি। আমার বাড়ীতে আসিয়া, আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করি নাই।"

প্রতাপ। আমি স্ব ইচ্ছায় এখানে আসি নাই।

ইয়াকুব। উত্তম। এখন আমার গোটাদুই কথা শুনিবেন?

প্রতাপ। বলুন।

ইয়াকুব। জেলেখা পীড়িত হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আজিম উদ্দিন জেলেখাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আসিবার সময় একটী বাতাপি লেবু সঙ্গে আনিয়াছিল।

প্রতাপ। তাহার পর?

ইয়াকুব। লেবু খাইবার অল্পক্ষণ পরেই, জেলেখা পীড়িত হইয়া পড়ে। সেই পীড়াতেই তাহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপ। হাঁ—এ একটা অভিযোগ করিবার গুরুতর কারণ বটে। কিন্তু আজিম উদ্দিনের জেলেখাকে লেবু দিয়া প্রস্থান করিবার পর এবং জেলেখা পীড়িত হইবার পূর্ব্বে—

এই সময়ের মধ্যে সে কক্ষে আর কি কেহ প্রবেশ করে নাই ?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। আপনি ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন ?

ইয়াকুব। খুব পারিব।

প্রতাপ। কবর কখন হইবে ?

ইয়াকুব। কাল বৈকালে।

প্রতাপ। তাহা হইলে, শব পরীক্ষা করাইবেন না ?

ইয়াকুব। না—যে পর্য্যন্ত না হত্যাকারী ধৃত হয়।

প্রতাপ। তাহা হইলে, এ মোকদ্দমার তদন্তের ভার আমার উপরই দিলেন ?

ইয়াকুব। নিশ্চয়।

প্রতাপ বাবু এই সময়ে আর একবার তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সমাধি হইয়া যাউক, তাহার পূর্ব্বে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।"

যে উদ্দেশ্যে প্রতাপ বাবু ঐ কথা বলিলেন, তাহার ফল ফলিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই কথায় ইয়াকুবের চোখে মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটা আনন্দের ছটা ভাসিয়া গেল।

প্রতাপ। আপনার এ সন্দেহের কথা আর কাহাকেও বলিয়াছেন ?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। বিষপ্রয়োগে যে মৃত্যু হইয়াছে, আর কেহ সন্দেহ করিয়াছে ?

ইয়াকুব। না। আর কাহাকেও বলি না। জানিবার মধ্যে আপনি আর আমি।

প্রতাপ। ভাল, ঘুণাক্ষরে আর কাহাকেও জানিতে দিবেন না। সমাধির পরেই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

অপরাপর আর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর, প্রতাপ বাবু বিদায় হইলেন। রাত্রি শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রতাপ বাবুর প্রস্থানের অব্যবহিত পরে, ইয়াকুব আলিও বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। অনতিদূরে ছায়ার মধ্যে একজন লোক লুকাইয়া ছিল, ইয়াকুব চলিয়া যাইবার পর, ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, আলি সাহেবের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া, তৎসাহায্যে দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশকারী ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ।

প্রতাপবাবু অত্যল্প সময়ের মধ্যে মৃত সুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পকেটে ক্ষুদ্র লণ্ঠন ছিল, তাহার আলোকে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিকই এ সুকুমার দেহ হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে। বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আজিম উদ্দিন অথবা ইয়াকুব আলি—যে পাষণ্ড—এই কুসুমকোরকের জীবনবৃন্ত ছেদন করিয়াছে, কখনই আমার প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবে না।"

তিনি যেমন নীরবে, গোপনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোপনেই বাটী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমাধি সময়ে।

পরদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে জেলেখার সমাধি উপলক্ষে বহু আত্মীয়-কুটুম্ব তাহাদের বাড়ীতে সমবেত হইল। মৃতদেহ ঘরের ভিতর হইতে দালানে বাহির করা হইয়াছে। সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, সকলে জন্মের শোধ একবার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিয়া লইতেছে।

মৃতদেহের পার্শ্বে এক সুন্দর যুবক অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পার্শ্বে একবৃদ্ধ—তাঁহার সহিত যে, অপর কাহারও বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে, তাহা বোঝা যাইতেছে না, অথচ তিনি সকলেরই সহিত মিশিতেছেন।

মৃতদেহের মুখাবরণ উন্মুক্ত হইলে, ধাত্রী ফুলবিবি স্নেহবশে জন্মশোধ একটী চুম্বন করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্ববর্ত্তী সেই যুবক বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া, মৃতযুবতীর ললাট চুম্বন করিলেন। এতক্ষণ যত্নসহকারে তিনি যে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর তাহা রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ। হইতে এমনি একটা যন্ত্রণার মর্ম্মভেদী রব নির্গত হইল, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিল, তাঁহার হৃদয়মধ্যে কি ভয়ঙ্কর দুঃখের দাবদাহ জ্বলিতেছে।

তাঁহার পর ইয়াকুব আলি, যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, মস্তক অবনত করিয়া, যেমন বিদায় চুম্বন দিতে যাইবেন, অমনি সেই পূর্ব্বোক্ত যুবক তাঁহার স্কন্ধে একটী হস্তার্পণ করিয়া, তাঁহার কানের নিকট মুখ লইয়া কহিলেন, "খবরদার!

খুনে! ঘাতুক! তোর ও পাপকলুষিত ওষ্ঠাধরে যদি ও পবিত্র ললাট স্পর্শ করিস, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোর ভবলীলা শেষ করিয়া দিব।"

ইয়াকুব আলি শিহরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাকে ও কথা বলিতে তোর সাহস হয়?"

যুবক কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সেই বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "তরুণ যুবক! এ বিবাদের ক্ষেত্র নয়!" তাহার পর ইয়াকুব আলির হাত ধরিয়া, সে স্থান হইতে সরাইয়া দিলেন। ইয়াকুবও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন সত্য কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, মৃদুস্বরে কি দুই চারিটী কথা বলিবামাত্র, তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এদিকে শবস্কন্ধে অপরাপর আত্মীয়েরা সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একখানি জুড়িগাড়ী উপস্থিত ছিল। ইয়াকুব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, সেই সুন্দর যুবকও তাহতে উঠিবার জন্য তাহার পাদানিতে যেমন পদস্থাপন করিয়াছেন, অমনি সেই বৃদ্ধ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "ও গাড়ীতে নয়!"

যুবক ফিরিয়া দেখিলেন, সেই বৃদ্ধ। মুহূর্ত্তের জন্য চারি-চক্ষু এক হইল। বৃদ্ধ কহিলেন, "ও কাজ কি করিতে আছে?"

যুবক কহিল, "কোন্ কাজ?"

বৃদ্ধ মুখে কোন উত্তর করিলেন না। যে হস্তে যুবকের হস্ত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, কৌশলে সেই হাত সরাইতে সরাইতে, ক্রমশঃ যুবকের জামার মধ্যে লইয়া গেলেন। বস্ত্রাভ্যন্তরে

গুলিভরা একটা দো-নলা পিস্তল। যুবক বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয় ?"

বৃদ্ধ। সে সংবাদে তোমার কোন ফল নাই। কিন্তু আজিম উদ্দিন অমন কাজ করিও না। অপেক্ষা কর, তোমার সময় আসিবে।

যুবক। ও লোকটা ঘাতুক—খুনে!

বৃদ্ধ। শীঘ্রই তাহার পাপের ফল ভুগিবে। কিন্তু তুমি যে উপায় স্থির করিয়াছ, তাহা প্রশস্ত নয়। এস আমার সহিত।

বৃদ্ধের চক্ষে কেমন একটা তেজ, কেমন একটা দীপ্তি বিভাসিত হইতেছিল, সে চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, যুবক আজিম উদ্দিন, তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহস করিল না। কহিল, "বলুন আপনি কে ?"

বৃদ্ধ, তাঁহার হস্তে একটুকরা কাগজ দিয়া, ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

আজিম উদ্দিন একটু তফাতে গিয়া পড়িয়া দেখিলেন,

"ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ রায়।

অপরাপর সকলে সমাধিক্ষেত্রে চলিয়া গেল। প্রতাপবাবু আজিম উদ্দিনের সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমনি কুলবিবি ছুটিয়া আসিয়া, প্রতাপবাবুকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমি আজই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

প্রতাপ। কোথায় ?

কুলবিবি। আপনার বাড়ীতে।

প্রতাপ। চেন ?

কুলবিবি। ঠিকানা জানি, খুজিয়া লইব।

প্রতাপ। কখন্?

ফুলবিবি। ঠিক রাত্রি বারটার সময়।

ফুলবিবির প্রস্থানের পর আজিম উদ্দিনের সহিত অনেকক্ষণ কি পরামর্শ হইল! তাহার পর উভয়েই বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রতাপবাবু রাত্রি ঠিক বারটা বাজিবামাত্র উপর হইতে নীচের বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। অমনি কে একজন বাহির দ্বারে করাঘাত করিল।

প্রতাপবাবু স্বয়ং দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দেখিলেন ফুলবিবি দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। সে রুদ্ধস্বরে কহিল, "আসুন—আসুন শীঘ্র! আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করিবার নাই!"

প্রতাপবাবু তাহার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি? হইয়াছে কি?"

রমণী পুনরায় কাতরকণ্ঠে কহিল, "আসুন শীঘ্র! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না!"

প্রতাপ। কোথায় যাইব?

ফুলবিবি। গোরস্থানে।

প্রতাপ। কেন?

কাঁদিয়া ফুলবিবি কহিল, "মহাশয়! বিলম্ব করিলে, সব নষ্ট হইবে। এখনও আমরা তাহাদের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র নষ্ট করিতে পারিব—এখনও উপস্থিত হইতে পারিলে, আমরা জেলেখাঁকে বাঁচাইতে পারিব!"

প্রতাপ। বলিতেছ কি? বাঁচাইতে পারিব কি?

ফুল। জেলেখা মরে নাই—তাহাকে জীবন্ত সমাহিত করা হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমাধি ক্ষেত্রে।

ফুলবিবির কথা শুনিয়া প্রতাপবাবু, বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। একবার তাঁহারও মনে ঐরূপ একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সেই জন্য চোরের মত মৃত যুবতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার শব পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার পর, তাঁহার সে সন্দেহ ভিত্তিহীন বোধ হওয়াতে, হৃদয় হইতে অপনীত করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে ধাত্রীর মুখে পুনরায় ঐ কথা শুনিয়া, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। সহসা তাহার কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছ। ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া, আমি তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া, গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।"

ধাত্রী পুনরায় কাতরস্বরে কহিল, "মহাশয়! বিবেচনা করিবার আর সময় নাই। পাষণ্ডেরা ঔষধ দ্বারা জেলেখাকে ঐরূপ মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে, পুনরায় জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিবে—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাকে কবর হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে, বাস্তবিকই সে মরিয়া যাইবে। আসুন—আসুন—আর বিলম্ব করিবেন না।"

কুলবিবির গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইল। হতভাগিনী নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া, প্রতাপবাবুর হাত ধরিয়া, তাঁহাকে শ্মশানাভিমুখে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

বাধা দিয়া প্রতাপবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এরূপ সন্দেহের কারণ কি?"

ফুলবিবি। সন্দেহ নয় মহাশয়! সন্দেহ নয়! আমি স্বচক্ষে ঐ বিষ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি।

রমণী কি পাগল? প্রতাপবাবু তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। রমণীর অশ্রুসিক্ত যুগলাক্ষি উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে কিন্তু তাহাতে উন্মাদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্বচক্ষে বিষ দিতে দেখিয়াছ?"

ফুলবিবি। হাঁ দেখিয়াছি।

প্রতাপ। কখন?

ফুলবিবি। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য আজিম উদ্দিনকে যখন অভিযুক্ত করিবার সকল ষড়যন্ত্র ঠিক হইল।

প্রতাপবাবু চমকিয়া উঠিলেন। জেলেখার কক্ষে অনুসন্ধান করিবার সময়, সেখানে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল, এই হত্যাভিযোগ অপর একজন নির্দ্দোষীর স্কন্ধে আরোপিত করিবার জন্য ধরাবাহিক শৃঙ্খলার সহিত একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে ফুলবিবির কথায় তাঁহার সেই সন্দেহ মনোমধ্যে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি কহিলেন, "চল, আমি তোমার সহিত যাইব।"

ফুলবিবি। আসুন, শীঘ্র।

প্রতাপ। কোথায় যাইতে হইবে জান ?

ফুলবিবি। জানি। সহরের প্রান্তসীমায়। তাহাদের পারিবারিক সমাধিস্থলে, তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে।

এই সময়ে রাস্তা দিয়া, একখানা গাড়ী যাইতেছিল। উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়োয়ান প্রতাপ বাবুর নির্দ্দেশমত দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

অবসর পাইয়া, ডিটেক্‌টিভ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিষ দিতে দেখিয়াছ ?"

ফুলবিবি। দেখিয়াছি।

প্রতাপ। তুমি নিষেধ কর নাই কেন ?

ফুলবিবি। তাহা হইলে, আমাকে সে তৎক্ষণাৎ খুন করিত।

প্রতাপ। পুলিসে সংবাদ দাও নাই কেন ?

ফুলবিবি। তাহা হইলে, সত্য সত্যই তাহাকে হত্যা করিত।

প্রতাপ। ইয়াকুব—লোকটা কেমন ?

ফুলবিবি। সাক্ষাৎ শয়তান। তাহার মত হৃদয়হীন, নির্ম্মম পিশাচ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই !

প্রতাপ। তবে জেলেখাকে একেবারে হত্যা করিল না কেন ? ঔষধ ব্যবহারে ওরূপ নির্জ্জীব করিয়া রাখিবার কারণ কি ?

ফুলবিবি। প্রবল অর্থলালসার পরেই, তাহার ভালবাসা। সে জেলেখাকে ভালবাসে। কিন্তু তাহার ভালবাসা অপেক্ষা

অর্থলালসা বলবতী। অর্থের জন্য—তাহার বিপুল ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য সে, জেলেখাকে এরূপে বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বিশেষ বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকিলে, হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না।

প্রতাপ। সকলই বুঝিলাম, কিন্তু লাশ কবর দিবার পূর্ব্বে, তুমি এ ঘটনা অপরের নিকট প্রকাশ কর নাই কেন?

ফুলবিবি। আমার মতলব ছিল,—আমি তাহাকে তাহার নিজের জালেই জড়ীভূত করিব। জেলেখাকে চিরদিনের মত তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিব।

প্রতাপ। সময় থাকিতে অপর কাহাকে বলিলেও ত, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত?

ফুলবিবি। আমি আপনাকে প্রথম রাত্রেই সকল কথা বলিবার জন্য গিয়াছিলাম কিন্তু অবসর পাই নাই। আমাকে সদা সর্ব্বদা এমনই চোখে চোখে রাখিয়া দিয়াছিল যে, আমার হাত পা পর্য্যন্ত নাড়িবার শক্তি ছিল না। একটু এ দিক ও দিক হইলেই, আমাকে খুন করিয়া ফেলিত।

প্রতাপ। সাধ্য কি—তোমায় রক্ষা করিবারও লোক ছিল।

ফুলবিবি। কেহই আমাকে সেই শয়তান এবং তাহার সহচরের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা করিতে পারিত না।

প্রতাপ। তাহার সহচর?

ফুলবিবি। হাঁ—সে লোকটা আরও ভয়ঙ্কর। সে আরও নির্ম্মম, আরও পিশাচপ্রকৃতি।

প্রতাপ। কে সে?

ফুলবিবি। বাবর আলি।

প্রতাপ। তুমি বলিলে না—সুযোগ পাইলে, সে দিন রাত্রেই আমাকে সকল ঘটনা বলিতে!

ফুলবিবি। হাঁ।

প্রতাপ। আমি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, তুমি কি করিয়া জানিয়াছিলে?

ফুলবিবি। ইয়াকুব এবং বাবর আলি একটা ঘরে বসিয়া পরামর্শ আঁটিতেছিল। আমি দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহাদের এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সকল বিষয় শুনি।

এই সময়ে গাড়ী নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইল। প্রতাপ বাবু গাড়ী থামাইয়া, ফুলবিবির সহিত উহা হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং পদব্রজে সমাধিস্থানের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। নীরব নিস্তব্ধ নিশীথ। মেঘাবৃত চন্দ্রমার ম্লানরশ্মি সেই সমাধিক্ষেত্রে পড়িয়া, আরও পরিম্লান এবং শোকাবহ দৃশ্যের অভিনয় করিতেছিল। এ বড় লোকের সমাধিস্থান—সাধারণ সমাধিক্ষেত্র অপেক্ষা, এখানে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণ দরিদ্র মুসলমানেরা মাটী খুঁড়িয়া—গর্ত্ত করিয়া—তাহার মধ্যে আত্মীয়-বন্ধুকে সমাহিত করিয়া চলিয়া আসে। এ বড় লোকের সমাধিক্ষেত্র—এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত খিলান করা সমাধিস্থান প্রস্তুত থাকে,—খিলান খুলিয়া বা তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তাহার মধ্যে শবদেহ রক্ষিত হয়। এইরূপ একটী খিলান করা সমাধিকক্ষে, জেলেখার শব

সমাহিত করিয়া, রাখিয়া আসা হইয়াছে। প্রতাপ বাবু ফুল-বিবির সহিত তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। সভয়ে সঙ্গীর বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া, ফুলবিবি মৃদুস্বরে কহিল,—"ও কে?"

প্রতাপবাবু নির্দ্দিষ্টদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই কে একজন একটা সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে নতমুখে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি ফুলবিবিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পিস্তলহস্তে অতি সাবধানে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকটা যেমন ছিল, তেমনি রহিল। প্রতাপ বাবু আরও অগ্রসর হইলেন, একটা শব্দ করিলেন, তথাপি লোকটা নড়িল না বা উঠিয়া দাঁড়াইল না। তিনি সন্দেহে সন্দেহে—আরও অগ্রসর হইলেন এবং দক্ষিণহস্তে পিস্তলটী দৃঢ়মুষ্টিতে সাবধানে ধরিয়া, লোকটার স্কন্ধে বামহস্ত স্থাপন করিলেন। এতক্ষণে তাহার নীরবতার কারণ বুঝিলেন। নড়িবে বা উঠিয়া দাঁড়াইবে কে? যে দাঁড়াইত—সে চলিয়া গিয়াছে। হস্ত-সঙ্কেতে ফুলবিবিকে আহ্বান করিলেন। সে নিকটবর্ত্তী হইলে কহিলেন, "আরও একটা খুন! তুমি ইহাকে চেন?"

এই বলিয়া, পকেট হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া, তাহার রশ্মি মৃতের মুখের উপর ধরিলেন। ফুলবিবি শিহরিয়া কহিল, "চিনি।"

প্রতাপ। কে?

ফুলবিবি। ইহার নাম জহর দত্ত। কেনারাম উকিলের মুহুরি!

প্রতাপ। ইয়াকুব আলির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জান?

ফুলবিবি। থাকিতে পারে। কেনারাম জেলেখার পিতার উকিল—সেই তাঁহার উইল লিখিয়া দেয়।

ফুলবিবি দেখিল, রক্তপ্রবাহে জহর দত্তের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে—সম্মুখে খানিকটা স্থানের জমি টাটকা রক্তে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে কহিল, "এ কাজ আর কাহারও নয়—এ সেই পিশাচ বাবর আলির কাজ।"

ডিটেক্টিভ বাবু হত্যাকারীকে অভিযুক্ত করিবার প্রমাণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। বাধা দিয়া, ফুলবিবি কহিল, "এখানে আর বিলম্ব করিবেন না—যাহার দেহে এখনও জীবন আছে, তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন।"

প্রতাপ বাবু ফুলবিবির সহিত জেলেখার সমাধিকক্ষের সম্মুখে পুনরায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সমাধি মধ্যে।

কবরের দ্বার বা উপরের অংশ কেমন যেন বিশৃঙ্খল—কেমন যেন অপরিষ্কার—যেন কে বা কাহারা ব্যস্ততার সহিত বন্ধ করিয়া গিয়াছে দেখিয়া, প্রতাপ বাবু বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "ভাল বোধ হইতেছে না। বোধ হয়—আমাদের আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়াছে।"

রমণী নিতান্ত কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিতেছেন?" প্রতাপবাবু আর কোন কথা না বলিয়া, একটী যন্ত্রের সাহায্যে কবরের উপরকার মাটী সরাইতে

লাগিলেন। অল্পায়াসেই সে কার্য্য সমাধা হইল। ডিটেক্টিভ বাবুর হস্তের আলোক কবরমধ্যে বিকীর্ণ হইবামাত্র, ফুলবিবি কতক আশ্বাসে, কতক আনন্দে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "না—না—আমাদের আসিতে তেমন বিলম্ব হয় নাই।"

প্রতাপ বাবু কোন কথা কহিলেন না, কেবল মাথা নাড়িলেন। ফুলবিবি তাড়াতাড়ি কবরমধ্যবর্ত্তিনী সুন্দরীর মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া সভয়ে সরিয়া আসিল। প্রতাপ বাবুও বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। রমণী কহিল, "কি দেখিলেন? কৈ জীবিতের কোন লক্ষণ ত দেখিতে পাইতেছি না! তবে বোধ হয়—জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিবার পর, কবরের মধ্যে রুদ্ধ বাতাসে সত্য সত্যই মরিয়া গিয়াছে।"

প্রতাপ। নিশ্চয় বলিতে পার এই জেলেখার দেহ?

ফুলবিবি। তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে।

প্রতাপ। কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যে কি প্রকারে এত বিবর্ণ হইল?

ফুল। বিষে শরীরের বর্ণ এইরূপ হইয়া থাকিবে অথবা জীবন সঞ্চারের পর ভয়ে মৃত্যু ঘটিয়াছে—মরিবার সময় রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল,—সেই জন্য বর্ণ ওরূপ বিবর্ণ হইয়াছে।

প্রতাপ। না তাহা নহে। এ চার পাঁচ দিনের মড়া!

ফুলবিবি। অসম্ভব! আমি জেলেখাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, আমি তাহার মৃতদেহ দেখিয়া চিনিতে পারিব না? না, তাহা কখনই নয়। নিশ্চয় ইহা জলেখার মৃতদেহ।

প্রতাপ বাবু কবরের মুখ বন্ধ করিয়া কহিলেন, "চল

আমাদের এখানে উপস্থিত আর কোন প্রয়োজন নাই।”

সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে আসিয়া, সহসা প্রতাপ বাবু ফুলবিবিকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুনরায় জহর দত্তের মৃতদেহ যেখানে পড়িয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আলোক লইয়া, লাশটা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পাঠক যথাসময়ে তাঁহার এই অনুসন্ধানের ফল বিবৃত হইবেন।

বাহিরে গাড়ীখানা তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া, উভয়ে বাটীর দিকে ফিরিলেন। ফুলবিবি প্রাণের আবেগে কত কথাই বলিল। প্রতাপ বাবু সকলই শুনিলেন কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, কোন কথার উত্তর দিলেন না। এক একবার রমণীর এক একটা কথাতে, তাহারও উপর তাঁহার কেমন একটা সন্দেহ হইতে লাগিল। ফুলবিবিও কি তবে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে? কে জানে!

অবশেষে ফুলবিবি জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সহিত আবার কখন্ দেখা করিব?”

প্রতাপ। যখনই আবশ্যক বোধ করিবে।

ফুলবিবি। ইয়াকুব আলিকে কি অভিযুক্ত করিবেন না? এমন একটা খুন করিয়া কি সে অব্যাহতি পাইবে?

প্রতাপ। এখনও সে সময় আইসে নাই।

ফুলবিবি। যদি আপনি তাহাকে শীঘ্র গ্রেপ্তার না করেন, আমি সদর থানায় উপস্থিত হইয়া, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব।

প্রতাপ। আমার মুখের কোন উত্তর না পাইলে, সে ...জ করিও না।

ফুলবিবি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "আপনি হয় আমাকে সাহায্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করুন, নচেৎ আমি ষড়যন্ত্রের কোন কথা চাপিয়া রাখিব না।

প্রতাপ। কেন।

ফুলবিবি। আমার জীবন নিরাপদ নয়।

প্রতাপ। কাল রাত্রি ঠিক ঐ সময়ে আমার বাড়ীতে আসিও, কি কর্ত্তব্য স্থির করিব।

এখনও ফুলবিবিকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি কিছু গোলযোগে পড়িলেন। ইয়াকুব আলির বিরুদ্ধে এখনও এমন কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাহার দ্বারা তাহাকে অভিযুক্ত করা চলে।

তখনকার মত ফুলবিবিকে বিদায় দিয়া, প্রতাপ বাবু বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া, পুনরায় তদন্তে বাহির হইলেন কিন্তু কোন দিকে কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাত্রি বারটার সময়, ফুলবিবি পুনরায় প্রতাপ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। গত কল্যকার মত, আজও তাহার ভাব উদ্বেগপূর্ণ এবং ব্যস্ত, ত্রস্ত।

প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি?"

ফুলবিবি। আজ আর একবার গোরস্থানে যাইতে হইবে।

প্রতাপ। কেন?

ফুলবিবি। আমি আর একবার ভাল করিয়া দেখিব, সে শব জেলেখার কি না।

প্রতাপ। কেন, কাল ত তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিলে, ইহাই জেলেখার মৃতদেহ।

ফুলবিবি। আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। আমার ভুল হইলেও, হইতে পারে। আমি ইয়াকুব এবং বাবর আলিকে আজ যে পরামর্শ করিতে শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে।

প্রতাপ। কেন, কি শুনিয়াছ?

ফুলবিবি। তাহারা যে ঘরে বসিয়াছিল, আমি তাহার জানালার কাছে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

প্রতাপ। তাহার পর?

ফুলবিবি। তাহারা আপনার বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছিল।

প্রতাপ। আমার বিষয় লইয়া। কেন?

ফুলবিবি। বাবর আলি বলিতেছিল, আপনাকে এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ভাল হয় নাই।

প্রতাপ। তাহাতে কি হইয়াছে? লাশটা সনাক্ত করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ আছে?

ফুলবিবি। বলিতেছি। আজিম উদ্দিনকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করিতেছিল।

প্রতাপ। আজিম উদ্দিন কোথা?

ফুলবিবি। কাল সন্ধ্যার পর হইতে তাহাকে আর দেখি নাই।

প্রতাপ। জেলেখা মরে নাই, বাঁচিয়া আছে—এ কথা কি সে জানে?

ফুলবিবি। জানে। শবদেহটা যাহাতে পরীক্ষা হয়, সে তাহার চেষ্টায় ঘুরিতেছে। ইহারা কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই জন্য বাবর আলি, আজিম উদ্দিনকে খুন করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু বাধা দিয়া ইয়াকুব কহিল, 'তাহার যাহা খুসী করুক। জেলেখার মা বাঁচিয়া থাকিলেও, চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া, সন্দেহ করিতে পারিত না। তদ্ভিন্ন এখন ত আর উহা চিনিবারই জো নাই।'—এই কথা শুনিয়া অবধি, আমার মনে বড় একটা খটকা লাগিয়া গিয়াছে। চলুন, আজ আর একবার কবরটা দেখিয়া আসি, আজি আমি কখনই প্রতারিত হইব না।

এই সময়ে বাহিরে কে করাঘাত করিল। প্রতাপবাবু ফুলবিবিকে কক্ষান্তরে সরিয়া যাইতে বলিলেন। ফুলবিবি প্রস্থান করিলে, তিনি সদর দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। আজিম উদ্দিন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

আজিম উদ্দিন বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনিই কালিকার সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ?"

হাসিয়া প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন; "এখন কি আবশ্যক বলুন?"

আজিম। আপনি বোধ হয়, পূর্ব্বেই এ তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছেন?

প্রতাপ। কোন্ তদন্তে?

আজিম। জেলেখার হত্যাকারীর অনুসন্ধানে।

প্রতাপ। গোপন করিবার কোন কারণ নাই, হইয়াছি।

আজিম। সে নিজেই হত্যাকারী।

প্রতাপ। প্রথমাবধি আমারও বিশ্বাস তাই কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনায় আমার সে মতের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আজিম। ওঃ! বুঝিয়াছি। আপনি শয়তানের চাতুরিতে ভুলিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে তাহার কাজ ছাড়িয়া দিন—আমার কাজে নিযুক্ত হউন। আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব।

প্রতাপ। আমি আপনার কাজই করিতেছি।

আজিম। আমার কাজ! বলেন কি?

প্রতাপ। হাঁ। শীঘ্রই সেই ধূর্ত্ত বদমায়েসকে তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

আজিম। আমাদের তাহা হইলে, এখন প্রথম কর্ত্তব্য, দেহটা পরীক্ষা করান।

প্রতাপ। কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শীঘ্রই আমি একটা আশ্চর্য্য রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিব। আপনাকে কিন্তু আমার একটা কথা শুনিতে হইবে।

আজিম। বলুন!

প্রতাপ। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমার উপর সকল বিষয়ের ভার দিন। আর দ্বিতীয়তঃ আপনি প্রকাশ্যে বাহির হইবেন না।

আজিম। কেন?

প্রতাপ। শত্রুরা আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে।

আজিম। আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করি।

প্রতাপ। অন্ততঃ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আপনি গোপনে

থাকিবেন, তাহার পর আমার নিকট হইতে যাহা শুনিবেন, সম্ভবতঃ তাহাতেই আপনার মতপরিবর্ত্তন ঘটিবে। আপাততঃ কোন বিষয় আপনাকে বলিতে পারিব না—আর আমার এখন সময়ও নাই।

আজিম উদ্দিন স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ বাবু ফুলবিবিকে লইয়া, পুনরায় সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় যন্ত্রসাহায্যে কবরদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ফুলবিবি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল, "বাস্তবিকই কাল আমার মহা ভুল হইয়াছিল,—এ আমার জেলেখার লাস নয়!"

প্রতাপ বাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, "নয়! এ জেলেখার লাস নয়?"

ফুলবিবি। না, কখনই নয়!

প্রতাপ। কাল বলিয়াছিলে, হাঁ এই বটে,—আজ কিরূপে জানিলে, এ দেহ জেলেখার নয়?

ফুলবিবি। জেলেখার শরীরে কতকগুলি চিহ্ন ছিল, মৃত্যুর পরেও, বাড়ীতে আমি সে সকল লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ণবিকৃতি ঘটিলেও, অন্ততঃ তাহার দুই একটী দেখিতে পাইতাম। উঃ! কি ভয়ঙ্কর প্রতারণা! কি পৈশাচিক ষড়যন্ত্র! হায়! সত্য সত্যই যদি জেলেখা মরিত,—তবে বোধ হয়, ভাল হইত!

প্রতাপ। কেন?

ফুলবিবি। কেন! বাছা আমার বাঁচিয়া থাকিয়াও,

জগতের নিকট, আত্মীয়-স্বজনের নিকট মরিয়া থাকিবে। পাষণ্ড কোন্ অজ্ঞাত নির্ব্বান্ধব পুরীতে তাহাকে রাখিয়া দিয়া, হায় কত অসহ্য যন্ত্রণাই না দিবে! আহা সে সরলা কুমারী—কতদিন আর তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে! শেষে সমুদয় ধনসম্পত্তির সহিত তাহার জঘন্য ভোগবিলাসের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে

ফুলবিবির গণ্ড বহিয়া, দরবিগলিত ধারা ঝড়িতে লাগিল। প্রতাপ বাবু সে করুণ রোদনে মর্ম্মাহত হইয়া, দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "কখনই না!"

ফুলবিবি। মহাশয়! আপনি তাহাদের মত ধূর্ত্ত, বদমায়েস, পাষণ্ডের কি করিবেন! তাহারা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক আপনি এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। প্রতাপচাঁদ রায়কেও তাহারা এখনও ভাল করিয়া চিনে নাই! নিশ্চিন্ত থাক ফুলবিবি! আমি নিশ্চয়ই তাহাকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিব!

ফুলবিবি। যদিও পারেন, আমি আর বাছাকে দেখিতে পাইব না। জহর দত্তের মত আমাকেও তাহারা খুন করিবে।

প্রতাপ। তুমি দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে গিয়া, বাস কর না কেন?

ফুলবিবি। না, তাহা হইবে না। আমি ঐ বাড়ীতেই বাস করিয়া, তাহাদের কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিব—গুপ্তচরের মত আপনাকে সাহায্য করিব।

প্রতাপ। তুমি খুব সাহসিকা—জেলেখাকে খুব ভালও বাস।

ফুলবিবি। ভালবাসি! তাহা আর বলিতে? অতি শৈশবে

তাহার মা মারা যায়—আমিই তাহাকে মা'র মত আদর-যত্ন করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার জীবন দিয়াও যদি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি,—কুণ্ঠিত হইব না।

প্রতাপবাবু তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "কেহ তোমার জীবন লইতে সাহস করিবে না। অতি সত্বরেই তুমি জেলেখাকে দেখিতে পাইবে।"

রমণী অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সে দিনের মত বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জীবন পণ।

পরদিবস প্রাতঃকালে আজিম উদ্দিন প্রতাপ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অপরাপর দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর আজিম উদ্দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তদন্তে কি কতদূর জানিতে পারিলেন? আমার প্রাণ আর ধৈর্য্য মানিতেছে না। শীঘ্রই পরীক্ষাটা করান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

প্রতাপ। কেন?

আজিম। তাহা হইলে, বিষ প্রয়োগে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে যে কেহ খুন করিয়াছে, আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিব।

প্রতাপ। ইহা অপেক্ষা অন্য সহজ উপায়ে এবং বেশী গোলযোগ না করিয়াও, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব।

আজিম। বেশী দিন বিলম্ব হইলে বিষপ্রয়োগ প্রমাণ করা কঠিন হইবে।

প্রতাপ। না, এক বৎসর পরেও মৃতদেহের মধ্যে বিষ-প্রয়োগের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে।

আজিম উদ্দিন কিছু অধীর হইয়া কহিলেন, "তথাপি আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন আপনি বিলম্ব করিতে চাহিতেছেন!"

ডিটেক্‌টিভ বাবু যুবকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি অত উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমার উপর সকল বিষয় নির্ভর করুন। শীঘ্রই জেলেখার সাক্ষাৎ পাইবেন!"

আজিম উদ্দিন বসিয়াছিলেন। সবেগে উঠিয়া, প্রতাপ বাবুর হাত ধরিয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন?"

প্রতাপ। শীঘ্রই জেলেখার সাক্ষাৎ পাইবেন।

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, হতাশস্বরে আজিম উদ্দিন কহিলেন, "অসম্ভব! মড়া কি কখন বাঁচে? আপনি কি আমার সহিত উপহাস করিতেছেন?"

প্রতাপ। না, সত্য কথাই বলিতেছি।

আজিম। ও এতক্ষণে বুঝিয়াছি। হয় আপনি ইয়াকুব আলির পক্ষসমর্থনকারী সহচর, নয় আমার দুরবস্থা দেখিয়াও আপনার দয়ার সঞ্চার হয় নাই, তাই বিদ্রুপ করিতে সাহস করিতেছেন।

প্রতাপ। আমি দুয়ের একটীও নহি।

আজিম। তবে শবব্যবচ্ছেদ করিতে এত বিরোধী কেন?

প্রতাপ। আমরা খুব ধীরভাবে কার্য্য করিব। বেশী উতলা হইলে, শত্রুপক্ষ আমাদের গতি বিধি জানিতে পারিয়া, সাবধান হইবে। যুবক! তোমার জেলেখা মরে নাই—আমার

কথায় বিশ্বাস কর, আমার উপর নির্ভর কর, আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া, তোমার করে সমর্পণ করিব।

আজিম উদ্দিনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সহসা মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "বলুন—বলুন—সত্য করিয়া বলুন? আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমি যে স্বচক্ষে তাহার মৃত দেহ দেখিয়াছি! সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, যখন চিরদিনের মত তাহার ললাট চুম্বন করিলাম, সে যে তুষারশীতল দেখিয়াছি! আপনি বলিতেছেন কি?"

প্রতাপ। বাবর আলিকে জান?

আজিম। নাম শুনিয়াছি, কখনও তাহাকে দেখি নাই।

প্রতাপ। নানা প্রকার দ্রব্যগুণে এবং রসায়ন বিদ্যায় তাহার খুব অভিজ্ঞতা আছে। এ কাজ সেই পাষণ্ডের। ঔষধের সাহায্যে কিছু সময়ের জন্য মানবের জীবনী-শক্তিকে নিস্পন্দ করিয়া রাখিবার তাহার ক্ষমতা আছে। যখন আমরা জেলেখাকে মৃত ভাবিয়াছি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মৃত্যু হয় নাই। জীবনীশক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল মাত্র।

আজিম। কিন্তু তাহাকে কবরে মাটী চাপা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছে—আপনার কথামত নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে তাহার দেহে পুনরায় জীবনসঞ্চার হইলেও, এতক্ষণ মাটীর মধ্যে রুদ্ধ বাতাসে যে, সে মরিয়া গিয়াছে।

প্রতাপ। হাঁ এতক্ষণ থাকিলে মরিয়া যাইত বটে কিন্তু সমাহিত করিবার অল্পক্ষণ পরেই, তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আজিম। স্থানান্তরিত করা হইয়াছে! বলুন বলুন তবে জেলেখা এখন কোথায়?

প্রতাপ। সেইটুকু এখন আমায় খুজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আজিম। কিন্তু আপনি এ সকল সংবাদ পাইলেন কোথায়?

হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, "কেন, আমি কি একজন গোয়েন্দা নই!"

আজিম। কবরের মধ্যে যে জেলেখার লাস নাই কিরূপে জানিলেন?

প্রতাপ। কবরের মধ্যে যে লাস আছে, তাহা অপরের। সে লাসে বিষের অস্তিত্বও বর্ত্তমান আছে। আমি দুইবার নিশীথ রাত্রিতে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

আজিম। তাহাদের উদ্দেশ্য কি?

প্রতাপ। জেলেখার যে মৃত্যু হইয়াছে, তোমারই দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবে, তাহার পর সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ করিবে।

আজিম। তাহারা উইল জাল করিয়া, এই কাণ্ড করিতেছে। কিন্তু জেলেখার মৃত্যু যদি প্রমাণ হয়—তবে তাহার জন্য দায়ী হইবে কে? বিষয়সম্পত্তি ভোগ করা তাহাদের অদৃষ্টে আর ঘটিয়া উঠিবে না।

প্রতাপ। কিন্তু তাহারা তোমাকেই প্রকৃত অপরাধী সপ্রমাণ করিবার জন্য সকল রকম যোগাড়যন্ত্র করিয়া, রাখিয়াছে।

আজিম উদ্দিন শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "বলেন কি!

তাহারা খুন করিয়া অব্যাহতি পাইবে, আর আমাকে আসামী সাজাইয়া, ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইবে ?"

প্রতাপ। এই প্রকারই তাহাদের অভিপ্রায় এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। তোমাকে আসামী সাব্যস্ত করিবার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগের সংগ্রহ করিতে তাহারা ক্রটী করে নাই। মনে করিয়াছিল এ বেটা কিছু বুঝিতে পারিবে না, ইহারই দ্বারা ঠিক কার্য্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু এখন ভাবিতেছে, কি কুকাজই করিয়াছি।

আজিম। তাহা হইলে, আপনি যে, তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে ?

প্রতাপ। নিশ্চয়। সেই জন্য সে কল্পনা ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে।

আজিম। কোন্ পথ ?

প্রতাপ। প্রথমে মনে ভাবিয়াছিল, তোমাকে আসামী সাজাইয়া, ইহলোক হইতে সরাইতে পারিলেই, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিন্তু এক্ষণে সে পথে অন্তরায় উপস্থিত দেখিয়া, তোমাকে খুন করিবার জন্য ঘুরিতেছে।

আজিম। তাহা ঘুরুক কিন্তু জেলেখাকে তাহাদের না মারিয়া ফেলিবার কারণ কি ?

প্রতাপ। ভালবাসা—ইয়াকুব তাহার রূপে মুগ্ধ। এই প্রকার ষড়যন্ত্রে তাহার উভয়বিধ উদ্দেশ্যই সফল হইবে ভাবিয়াছিল। সুন্দরী জেলেখা এবং তাহার অতুল সম্পত্তি দুইই—করগত করিতে মনস্থ করিয়াছিল।

আজিম উদ্দিনের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। কহিলেন

"আমি এখনই গিয়া, তাহার গলা ধরিয়া, সকল তথ্য বাহির করিয়া লইব। অথবা আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করুন না কেন? তাহার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ ত সংগ্রহ করিয়াছেন।"

প্রতাপ। সত্য কিন্তু আমরা যাহা জানিয়াছি, সেগুলি সবই যে, প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব, তাহার কিছু স্থিরতা নাই।

আজিম। আমরা কি জেলেখাকে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে পারি না।

মৃদু হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, "তুমি তরুণ যুবক মাত্র—আইন-আদালত সম্বন্ধে তোমার এখনও তেমন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। আমরা যাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব, তাহারই জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে পারিব। জেলেখা যে, জীবিত আছে, আমরা এখনও তাহা প্রমাণ করিতে পারিব না। যে সামান্য প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা আদালতে টিকিবে না। মিথ্যা জাল সাক্ষীর দ্বারা তাহারা আমাদের প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে। জাল সাক্ষীর ত অভাব নাই!

যুবক নীরব হইল। অবশেষে হতাশভরে বলিয়া উঠিল, "তবে এখন উপায়! কি উপায়ে পাষণ্ডের কর হইতে তাহার উদ্ধার হইবে?"

প্রতাপ। আমার উপর সমস্ত নির্ভর কর। কোন চিন্তা নাই।

আজিম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলে?

প্রতাপ। না, তাহা পারিবে না। বার ঘণ্টার মধ্যে

এমনি এক মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিব যে, তাহার জ্বালায় তাহাকে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে—তোমার জীবন লইতে শত্রুর ছুরিকা প্রতি-নিয়ত উদ্যত রহিয়াছে।

আজিম। আমিও সর্ব্বদা অস্ত্র লইয়া ঘুরিতেছি।

প্রতাপ। উত্তম কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। শত্রুর গুপ্তাস্ত্রের নিকট মানুষের সাহস বা বীরত্ব—কোন কার্য্যকারী হয় না! যাহারা তোমার শত্রু—তাহারা খুনে, ঘাতুক—স্মরণ রাখিবে।

আজিম। আমি আপনার কথার অবাধ্য হইব না কিন্তু কখন্ আবার আপনার নিকট সংবাদ পাইব?

প্রতাপ। কাল প্রাতঃকালে। আমি যে, মিথ্যা কথার লোক নহি—তাহা তুমি বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে। আমি আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই কার্য্য করিতেছি। এ লাইনে থাকিয়া, প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছি। সেই প্রতিপত্তির দোহাই দিয়া বলিতেছি, সুস্থ, অক্ষত দেহে অবিলম্বে জেলেখাকে উদ্ধার করিয়া, তোমার করে সমর্পণ করিব। আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ।

আজিম উদ্দিন কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া, সে দিনের মত বিদায় হইলেন। এ দিকে তিনিও বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং বরাবর হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন।

সমাধিক্ষেত্রে যে লোকটীর লাস পাওয়া গিয়াছিল, এ দুই দিনের মধ্যে কেহ তাহার লাস লইয়া যায় নাই অথবা তাহাকে সনাক্ত করিতেও আইসে নাই।

প্রতাপ বাবু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া, সেই লাসটী

পরীক্ষা করিয়া, বাটী ফিরিলেন। সমস্ত দিবস অলসভাবেই কাটিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, তাঁহার পরিচ্ছদ বা বেশাগারে প্রবেশ করিলেন। দুই ঘণ্টার পরে, যখন সে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে, কে বলিবে, ইনি সেই প্রতাপ বাবু!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শয়তানের ভাই।

প্রতাপ বাবু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, বরাবর হাঁসপাতালের অভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে, একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, "কি হে জহর বাবু! এ দিকে কোথায়?"

তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, বা তাঁহার এ ভ্রম সংশোধন করিয়া কহিলেন না, "মহাশয়! কাহাকে জহর বাবু বলিতেছেন—আমি ত জহর নই?" তিনি অম্লানবদনে কহিলেন, "এই দিকে একটু দরকার আছে—যাইতেছি।"

পাঠক! এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, ব্যাপারখানা কি? প্রতাপ বাবু নিহত জহর দত্তের আকৃতি ধরিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে হাঁসপাতালে গিয়া, জহর দত্তের লাসটা পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, বৈকালে ছদ্মবেশাগারে বসিয়া বসিয়া, অপূর্ব্ব কৌশলে মৃত ব্যক্তির

অনুরূপ আকৃতি ধরিবার জন্য, বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে বেশ—সে নকল রূপ—কতদূর অবিকল হইয়াছে, পরীক্ষা করিবার জন্য, পুনরায় হাঁসপাতালের অভিমুখে চলিতেছেন। পথে জহর দত্তের পরিচিত কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—জহর দত্ত যে খুন হইয়াছে, তাহা সে জানিত না,—তাঁহাকেই জহর ভাবিয়া, সম্বোধন করিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম বিফল হয় নাই। কিন্তু এখনও একটা প্রধান অন্তরায় আছে—তাহার কণ্ঠস্বরের নকল করা। মৃত ব্যক্তির মুখের গঠন, ওষ্ঠাধরের অবস্থিতি, চিবুকাস্থি এবং কপোলপ্রদেশ বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহার আনুমানিক কণ্ঠস্বরের নকল করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাঁসপাতালের ফটক বন্ধ হইয়াছে। জহরবেশী প্রতাপ বাবু আসিয়া, ফটকের কড়া ধরিয়া নাড়িলেন। দ্বাররক্ষক আসিয়া, ফটক খুলিয়া দিল। প্রতাপ বাবু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখের উপর আলোকরশ্মি পড়িবামাত্র, রক্ষক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর, আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার?"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "গোরস্থানে যে লাসটা পাওয়া গিয়াছে, একবার দেখিব।"

এতক্ষণে রক্ষকের মনে কতকটা ভরসা হইল। কহিল, "আসুন! কিন্তু——"

রক্ষী চাপিয়া গেল। তাহার ধারণা জন্মিয়াছে, যে লাসটা পাওয়া গিয়াছে, সে নিশ্চয় ইহার যমজ সহোদর—যদিও

তাহা না হয়—ইহার সহোদর ভাইত বটেই। সেই জন্ত অপ্রিয় সংবাদটা না দিয়া, অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। প্রতাপ বাবু লাসটা দেখিয়া, মাথা নাড়িলেন। প্রহরী আশ্চর্য্য হইল। সে ভাবিয়াছিল, লাসটা দেখিয়া, লোকটা না জানি, কতই কাঁদাকাটা করিবে কিন্তু তাহা না করিয়া, লোকটা মাথা নাড়িল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি আপনার ভাই ?"

প্রতাপ বাবু পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, আমার কেহ নয়।"

প্রহরী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি! চেনেন না ? আমি দেখিতেছি, আপনার যমজ ভাই !"

প্রতাপ। তুমি দেখিলে কি হইবে, ও আমার কেহ নয়।

প্রহরী। নিশ্চয় তোমার ভাই! ওঃ বুঝিয়াছি !

প্রতাপ। কি বুঝিয়াছ ?

প্রহরী। বাঙ্গালীজাত এমনি অপদার্থ—দাহ করিতে খরচ হইবে বলিয়া, এখন তুমি সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছ না। তাহা হইবে না—এখনই পুলিস-সার্জ্জন আসিবেন—তুমি তাঁহার নিকট ইহার কৈফিয়ৎ না দিয়া, যাইতে পারিবে না।

প্রতাপ। এও ত বড় বিপদ! ও আমার কেহ নয়।

প্রহরী। তবে তুমি কি করিতে আসিয়াছিলে ?

প্রতাপ। লোকের মুখে উহার সহিত আমার সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া, দেখিতে আসিয়াছিলাম।

এই বলিয়া, প্রতাপ বাবু দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রক্ষক দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সে প্রতাপ বাবুর

পরিচিত। তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, সহজ স্বরে কহিলেন, "রাম সিং! আমায় চিনিতে পারিলে না?"

রাম সিং অবাক! প্রতাপ বাবু ছদ্মবেশ সামান্য অপসারিত করিবামাত্র, সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "রাম! রাম! এ কি! ডিটেক্টিভ বাবু!"

প্রতাপ। এবার চিনিতে পারিয়াছ?

রাম। ব্যাপারখানা কি? লাসটা কি চিনিতে পারিয়াছেন?

প্রতাপ। কতকটা।

রাম। খুন?

প্রতাপ। হুঁ—কিন্তু আমি যে এখানে এরূপভাবে আসিয়াছিলাম, কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এখন ত বুঝিতে পারিয়াছ, আমি উহার ভাই নই?

হাসিয়া প্রহরী কহিল, "পারিয়াছি—উহার না হইলেও, শয়তানের বটে! এমন অবিকল মানুষ নকল আর কখনও দেখি নাই! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

প্রতাপ। কেহ ধরিতে পারিবে না?

রাম। সাধ্য কি! উহার মা কি স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিলেও, চিনিতে পারিবে না।

হাসিতে হাসিতে, প্রতাপ বাবু তথা হইতে বিদায় হইলেন। এই বেশে এখনও তাঁহাকে দুইটী স্থানে দেখা করিতে হইবে। সে বড় শক্ত স্থান!

নবম পরিচ্ছেদ।

কেনারাম উকিল।

সহরের পশ্চিমাংশে খালের ধারে, কেনারাম উকিলের আবাস বাটী। সন্ধ্যার পর, উকিল বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া, সংবাদ-পত্র পড়িতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপ বাবু বরাবর গিয়া কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। উকিল বাবু নিবিষ্টমনে কাগজ পড়িতেছিলেন, তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কিয়ৎ পরে সহসা মুখ তুলিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। হাতের কাগজ বিছানায় পড়িল, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর, বিকৃতস্বরে কহিলেন, "তুমি ? জহর দত্ত ?"

প্রতাপ। কেন, আমায় এখানে দেখিয়া কি কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছ ?

কেনারাম। আমি শুনিয়াছিলাম, তুমি মরিয়াছ ?

প্রতাপ। মরিয়াছি! আমি মরিলে কি তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না ?

কেনারাম। যদি তুমি মরিতে—তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? আর তোমার জন্য কেনই বা আমি দুঃখ করিব ? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি ?

প্রতাপ। এতদিন বিশ্বাসের সহিত তোমার কাছে কাজ করিলাম। আমার মৃত্যুতে তোমার চোখ দিয়া, দুই ফোঁটা জলও বাহির হইবে না ?

কেনারাম। কাজ করিয়াছ—মাহিনা লইয়াছ। কাহারও জন্য আমার চোখে জল পড়ে না।

প্রতাপ। আমি যে মরিয়াছি, হঠাৎ এ চিন্তাটা মাথায় ঢুকিল কি প্রকারে?

কেনারাম। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আজ কয়েক দিন তোমাকে আফিসে দেখি নাই।

প্রতাপ। কিসে আমার মৃত্যু হইয়াছিল?

কেনারাম। অত আমি শুনি নাই।

প্রতাপ। তাহারা ত বড় মজার লোক! আমি মরিয়াছি, শুদ্ধ তাই বলিয়া গেল, কি প্রকারে মরিলাম, সে সংবাদটা আর দিতে পারিল না। আচ্ছা, আমার মৃত্যুতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই—আনন্দ হইয়াছে কি?

কেনারাম। তাহাই বা হইবে কেন?

প্রতাপ। অনেক কারণ আছে। আমি তোমার অনেক গুপ্তকথা জানি।

কেনারাম আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "দেখ, সাবধান! তুমি পূর্ব্বেও আমায় শাসাইয়াছিলে,—ফের যদি ও রকম ভাবে কথাবার্ত্তা কও—এবার নিশ্চয় মরিবে।"

প্রতাপ। আমি তোমাকে আর ভয় করি না। তুমি বড় মিথ্যাবাদী—কি প্রকারে আমার মৃত্যু হইয়াছে, তুমি জানিয়াও—অস্বীকার করিলে।

কেনারাম। খবরদার জহর দত্ত! আমি যে, সহজ লোক নই—তাহা তুমি ভালরূপই জান। আমাকে ভয় দেখাইয়া বা অপমান করিয়া, কখনই তুমি পার পাইবে না।

প্রতাপ। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তোমাকে আর আমি

ভয় করি না। এতদিন আমি তোমার দাসানুদাস ছিলাম, এইবার তোমাকে, আমার কথায় উঠিতে বসিতে হইবে!

কেনারাম বাবুর ক্রোধের সীমা এবার সপ্তমে চড়িল। কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "দেখ্, জহুরে! পুনঃ পুনঃ তোকে নিষেধ করিতেছি, আমায় ঘাঁটাস না! আমার মুখের সাম্‌নে অমন কথা বোল্‌তে তোর সাহস হয়?"

এই কথা বলিতে বলিতে, উকিল বাবু টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া, কি বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রতাপ বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "খবরদার কেনারাম বাবু! যাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছ—তাহার পূর্ব্বে এদিকে একবার চাহিয়া দেখ।"

কেনারাম বাবু দেখিলেন, তাঁহার জহরের হাতে পিস্তল—পিস্তল তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত। তিনি সভয়ে ড্রেয়ারের মধ্য হইতে হাত সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "খুনে! ঘাতুক। তুই আমায় খুন করিতে আসিয়াছিস্? তুই আমার শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্?"

প্রতাপ। হাঁ। তোমার নিযুক্ত গুণ্ডারা আমায় খুন করিতে পারে নাই!

কেনারাম। তবে হাঁসপাতালে পড়িয়া, সে লাস কাহার?

হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন," ইয়াকুব আলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

সহসা কেনারাম বাবু বিচলিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "দেখ, জহর! ভাল কথায় শোন। তোমায় আমায় বিবাদে কোন ফল নাই। তোমার

সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিব। কাল আসিও, কত টাকা পাইলে, তুমি এ সব সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষ থাকিবে, বিবেচনা করিয়া দেখিব। বুঝিয়াছ, কাল আসিও।"

প্রতাপ। কখন্। কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?

কেনারাম। আমার এই বৈঠকখানাতেই দেখা পাইবে। রাত্রি নয়টার সময় আসিও।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, জহর দত্ত বা প্রতাপ বাবু বিদায় হইলেন। যাইবার সময় অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে গেলেন, "আমি যে মরি নাই,—আমার পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও খুন করিয়াছে,—ইহাই এখন কেনারামের বিশ্বাস। কিন্তু কাল আসিলে, সে কার্য্য সমাধা করিবে। উত্তম!"

* * * * *

ইয়াকুব আলি এবং তাঁহার ইয়ার বা দোস্ত বাবর এই সময়ে একটী কক্ষের মধ্যে বসিয়া, নানারূপ শলা-পরামর্শ আঁটিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, বলিতে পারি না। এক্ষণে বাবর আলি কহিল, "আমার কিন্তু ভাল বোধ হইতেছে না। তোমার বুদ্ধির দোষেই সব মাটী হইবে!"

ইয়াকুব। আমার বুদ্ধির দোষ কি? তোমার মৎলবই বা খাটিল কৈ?

বাবর। খাটিত। তুমি আমার কথা শুনিলে কৈ! জেলেখাকে যদি যমালয় হইতে ফেরৎ না আনা হইত, আজিম উদ্দিনকে যদি সেখানে পাঠান হইত, দেখিতে আমার মৎলব হাঁসিল

হইত কি না। যে একবার মরিয়াছে, সে কিছু আর উঠিয়া আসিয়া, সাক্ষ্য দিত না।

ইয়াকুব। আমি একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছি— নচেৎ দেখিতে, বিনা বিঘ্ন বাধায় সকল কাজ নিষ্পন্ন হইয়া যাইত।

বাবর। কি তুমি ভুল করিয়াছ?

ইয়াকুব। ঐ লোকটাকে—ঐ গোয়েন্দা বেটাকে আমাদের চক্রান্তের মধ্যে আনিয়া, ভাল হয় নাই। ও বেটা যে, এ রকম পাজী, তাহা কি জানিতাম! বেটা বড় ধড়িবাজ। উহাকে যে, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিলাম না,—নহিলে ভাবনা কি! যে মৎলব আঁটিয়াছিলাম, বিষয়কে বিষয় পাইতাম, জেলেখা আমার হইত—আজিম উদ্দিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিত।

বাবর। এ দিকে আর এক মস্কিল। গোয়েন্দা বেটার সহিত ফুলবিবি গোরস্থানে গিয়াছিল।

ইয়াকুব আলির মুখখানা আরও মলিন হইল। কহিলেন, "তাহা হইলে, বিপদের কথা বটে। সেই একমাত্র কেবল লাস সনাক্ত করিতে পারে।"

বাবর। তাহা হইলে, প্রতাপচাঁদ রায়ও এতক্ষণ জানিতে পারিয়াছে যে, জেলেখা মরে নাই।

উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নীরব। সহসা ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে ত, জহর দত্তের লাস তাহারা সে দিন সেখানে দেখিয়া আসিয়াছে?"

বাবর। মনে কর, দেখিয়া আসিয়াছে,—তাহাতে আমাদের কি?

ইয়াকুব। ফুলবিবি তাহাকে চেনে।

বাবর। চিনিলেই বা—তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি?

ইয়াকুব। ক্ষতি আছে বৈ কি। প্রতাপ চাঁদের মত গোয়েন্দা, তাহা হইলে, কোথায় খুনীর সন্ধান করিতে হইবে, এতক্ষণ অনুমান করিয়া লইয়াছে।

বাবর আলি শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া, লোকের ধারণা জন্মিয়াছে।"

ইয়াকুব। অন্যে বিশ্বাস করিতে পারে কিন্তু প্রতাপচাঁদ করিবে না।

এই সময়ে বাহিরে কিসের শব্দ হইল। উভয়েই কাণ খাড়া করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রায় পাঁচমিনিট গত হইল কিন্তু আর কোনরূপ শব্দ না পাইয়া, তাহারা পুনরায় বসিল।

বাবর কহিল, "আজ রাত্রেই আমাদিগকে যাহা হয় একটা স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে। আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার নাই।"

ইয়াকুব। তুমি কি করিতে বল?

বাবর। আর চারজনকে বুঝিয়াছ—তাহা হইলে, আমরা নিরাপদ হইতে পারিব।

বাবর আলির চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে?"

বাবর। প্রথম প্রতাপচাঁদ, দ্বিতীয় আজিম উদ্দিন। তৃতীয় ফুল বিবি। চতুর্থ——

বাবর থামিয়া গেল। সন্দেহে সন্দেহে ইয়াকুব কহিল, "চতুর্থ কে?"

বাবর। জেলেখা!

ইয়াকুব। কখনও না। প্রাণ থাকিতে, তাহা পারিব না।

বাবর। পারিতেই হইবে। তাহার মৃত্যু ভিন্ন আমাদের ফাঁসি বা জেল অনিবার্য্য। তাহাকে সেই লাসটার স্থানে কবর দিতে হইবে।

ইয়াকুব। অন্য উপায় দেখ।

বাবর। অন্য উপায় নাই। তাহাকে খুন করিতে না পারিলে এতটা বিষয়, সবই নষ্ট হইবে। প্রতাপচাঁদকে যদিও ঘাল করিতে না পারি, অপর কয়টাকে সরাইতে পারিলে, সে আমাদের কি করিবে, তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিব।

ইয়াকুব। আগে আজিম উদ্দিনকে সাবার কর,—তাহার পর, যাহা হয় হইবে।

বাবর কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে সহসা কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র, তাহাদের মত পিশাচের হৃদয়ও কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহাকে তাহারা স্বহস্তে গোরস্থানে হত্যা করিয়া আসিয়াছে,—এ যে, সেই জহর দত্ত!

ভীত, চকিত পাষণ্ডদ্বয়কে আরও ভীত, কম্পিত করিয়া, দ্বার প্রান্তবর্ত্তী মূর্ত্তি কহিল, "আমাকে দেখিয়া কি ভয় পাইয়াছ?"

ভয়ে বাবর আলির বাক্‌রোধ হইল। ইয়াকুব কোন প্রকারে কহিল, "কে তুমি?"

প্রতাপ। আমায় তোমরা খুব চেন।

ইয়। দূর হও এখান হইতে! আমরা তোমায় চিনি না!

প্রতাপ। খুব চেন। আমি তোমাদের সব জানিতে পারিয়াছি।

এ মূর্ত্তি রক্তমাংসধারী মানবের কি কোন ছায়া দেহীর পরীক্ষা করিবার জন্য ইয়াকুব একটা পিস্তল বাহির করিয়া, মূর্ত্তির মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধরিল এবং কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "শীঘ্র দূর হও, নচেৎ আমি গুলি করিব।"

মূর্ত্তি হাসিল। কোন কথা কহিল না।

বাবর আলি, ইয়াকুবের হাত ধরিয়া কহিল, "অমন কাজ করিও না!"

ইয়াকুব সত্য সত্যই গুলি করিতে উদ্যত হইল। বাবর আলি বহুকষ্টে তাহার হস্ত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, সে মূর্ত্তি আর সেখানে নাই,—অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ইয়াকুব কহিল, "তুমি নিতান্ত বোকা! নিতান্ত কাপুরুষ! তোমার জন্যই লোকটা পলাইয়া গেল!"

বাবর। উহার গায়ে কি গুলি লাগিত! ভূতের গায়ে কি গুলি লাগে?

ইয়াকুব। তুমি একটা মস্ত ভুল করিয়াছ। আমি ভূত কুত বিশ্বাস করি না। ও নিশ্চয় সেই জহর দত্ত।

বাবর। বল কি?

ইয়াকুব। নিশ্চয়। ও বেটা আমাদের প্রধান শত্রু। তোমার জন্যই ও পলাইতে পারিল।

বাবর। তাহা যদি হয়, এখনও বাটীর বাহির হইতে পারে নাই।

বাবর আলি উঠিয়া দাঁড়াইল। ইয়াকুব কহিল, "দেখি-

তেছ কি? শীঘ্র সাবার করিয়া ফেল। ও থাকিতে আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। সব ফাঁসাইয়া দিবে।”

বাবর আলি সবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। মুহূর্ত্ত পরে দালানে ঝটাপটির শব্দ পাইয়া, ইয়াকুবও একটা আলোক লইয়া, কক্ষ হইতে বাহির হইল।

ইয়াকুব বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুইজন ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন অপরকে ভূশায়িত করিয়া, তাহার বক্ষের উপর বসিয়াছে এবং সজোড়ে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। পতিত ব্যক্তির মুখমণ্ডল নখখিন্ন হইয়া রুধিররঞ্জিত হইয়াছে,—তাহার চক্ষের তারা কপালে উঠিয়াছে—শ্বাসরুদ্ধ হওয়াতে, তাহার জীবনলীলা প্রায় শেষ হইয়া, আসিয়াছে। ইয়াকুব চিনিল, পতিত পরাভূত ব্যক্তি তাহার সহচর, প্রাণের দোস্ত বাবর আলি। তথাপি সে তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া গেল না। তাহার চোখে মুখে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সহচর হইলে কি হয়,—সে তাহার অনেক গুপ্তকথা, ষড়যন্ত্রের অনেক বিষয় জ্ঞাত আছে—এ প্রকারে যদি মরে ক্ষতি কি! দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। মনে করিল ও সেই জহরদত্ত। ভালই হইতেছে। একজন খুন হইবে, আর একজন ফাঁসি যাইবে। আপনা হইতে অতি সহজে দুইটা দুইটা প্রধান শত্রু নিপাত হইবে। ইহা অপেক্ষা আর কি সুখের বিষয় হইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া ইয়াকুব আলি সহচরের উদ্ধারার্থ হস্ত প্রসারিত করিল না।

কিন্তু এই ঘটনাটী কার্য্যে পরিণত হইতে অর্দ্ধ মিনিট

সময়ও লাগিল না। ইতিমধ্যে আলোকের ছটা পতিত ব্যক্তির মুখের উপর পড়িবা মাত্র, অপর সবিস্ময়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া কহিল, "এ কি বাবর আলি!"

ইয়াকুব আলিও সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "উকিল বাবু! এ কি! ব্যাপারখানা কি?"

কেনারাম বাবু কহিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে এরূপ ঘটিয়াছে।"

উঠিয়া, গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাবর কহিল, "তাই বটে—না চিনিতে পারিয়াই হইয়াছে।"

ইয়াকুব। সমস্তই যেন আমার গোলকধাঁধার মত বোধ হইতেছে।

কেনারাম। আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলাম। অন্ধকারে দালানের মধ্যে আসিয়াছি, আর কে একজন আমার উপর লাফাইয়া পড়িল।

ক্ষতস্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বাবর কহিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম, জহর দত্ত পলাইতেছে!"

সকলে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। কেনারাম কহিলেন, "আমি একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাই!"

তাঁহার মনে একটা বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছে। চক্রান্তকারীরা বড় সহজ লোক নহে। তাঁহার মুহুরিকে হত্যা করিয়া, তাঁহাকেও এইবার হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছে। এ আক্রমণ ভ্রান্তিবশতঃ হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত। তাই তিনি উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাই!"

বাবর কহিল, "আমি আপনাকে প্রেতাত্মা মনে করিয়াছিলাম।

কেনারাম। কাহার প্রেতাত্মা?

বাবর। জহর দত্তের।

কেনারাম সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কুপিতস্বরে কহিলেন, "খবরদার খুনে! ঘাতুক! আমার সহিত বাক্‌-চাতুরি! লোকে কি কখনও প্রেতাত্মা—ছায়ার শরীর যাহার—তাহাকে ছুরি মারিতে যায়?"

ইয়াকুব আলি মধ্যস্থ হইয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বুঝাইয়া দিল। তখন কেনারাম কহিলেন, "বল কি! এখানেও আসিয়াছিল?"

ইয়াকুব। হাঁ।

কেনারাম। কতক্ষণ পূর্ব্বে?

ইয়াকুব। এখনও পাঁচ মিনিট গত হয় নাই।

কেনারাম। তোমরা কি তাহাকে ভূত ভাবিয়াছিলে?

বাবর। প্রথমতঃ তাই মনে করিয়াছিলাম। তাহার পর অন্ধকারে যখন জড়াইয়া ধরিলাম, তখন মনে করিলাম, না—ভূত নয়, মানুষ।

কেনারাম। আর একটু বিলম্ব হইলেই, ভূতের রাজ্যে যাইতে হইত।

ইয়াকুব। নিশ্চয়ই। আমি সময়ে সাহায্য না করিলে, বাবর আলিও এতক্ষণ পঞ্চত্ব পাইত।

বাবর আলি একটু হাসিল। সে হাসি বিদ্রূপ এবং চাতুরিপূর্ণ।

কেনারাম কহিলেন, "জহর দত্ত আমারও ওখানে গিয়াছিল।"

ইয়াকুব। কখন্?

কেনারাম। সন্ধ্যার পর। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? তবে কি সে মরে নাই?

ইয়াকুব। যাহাকে তুমি গোরস্থানে পাঠাইয়াছিলে, সে মরিয়াছে?

কেনারাম। আমি জহর দত্তকেই পাঠাইয়াছিলাম।

ইয়াকুব। সে যদি নিজে না গিয়া, অপর কাহাকেও পাঠাইয়া থাকে?

কেনারাম। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, সমস্ত বিষয়টা কেমন রহস্যময়—কেমন গোলমেলে বোধ হইতেছে।

ইয়াকুব। আমার বিশ্বাস, জহর দত্ত মরে নাই।

কেনারাম। আমারও বিশ্বাস তাহাই।

ইয়াকুব। বাবর বাধা দিল, নচেৎ আজ নিশ্চয়ই মরিত।

কেনারাম। ও রকম ভয়ঙ্কর লোককে একদণ্ড রাখাও নিরাপদ নয়। শীঘ্র ইহার একটা প্রতিকার করিয়া ফেল।

ইয়াকুব। কিন্তু ব্যাপারটা কি, কাল প্রত্যূষে একবার হাঁসপাতালে গিয়া, দেখিয়া আসিলেই, নয়ন-মনের বিবাদভঞ্জন হইবে।

সেই পরামর্শই ঠিক হইল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে কেনারাম এবং ইয়াকুব আলি একত্র হইয়া, হাঁসপাতালে চলিলেন। বাবর আলি যাইতে সাহস করিল না। স্বহস্তে যাহার বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুবিভীষিকাপূর্ণ

মুখের দিকে চাহিতে হইবে ভাবিয়া, তাহার অন্তরাত্মা আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া আসিলে, তাঁহারা হাঁস-পাতালের বেওয়ারিস লাসটা দেখিতে পাইতেন না। কারণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহ তাহার দাবী-দাওয়া না করাতে, কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী খরচে তাহার সৎকারের হুকুম দিয়াছেন। তাহাকে দাহস্থানে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে, ইয়াকুব আলি ও কেনারাম উকিল তথায় উপস্থিত হইলেন। লাসটার মুখের দিকে চাহিতেই—উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া, উত্তমরূপে দেখিয়া, উভয়ে হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া, ইয়াকুব কহিল, "নিশ্চয়ই ইহা জহর দত্তের লাস!"

কেনারাম। কিছুমাত্র ভুল নাই। কাল যদি আমি স্বচক্ষে সে মূর্ত্তি না দেখিতাম, তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

ইয়াকুব। তুমি কি ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?-

কেনারাম। খুব করি। করি বলিয়াই, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার তত ভয় হইতেছে না!

ইয়াকুব। কেন?

কেনারাম। বলিতেছি;—ছায়াদেহী সময়ে সময়ে আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে পারে কিন্তু কোন আদালতে গিয়া, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে না!

ইয়াকুব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি আমরা এই ভূতটাকে

ধরিয়া, উহার ঘাড় মটকাইয়া না দিই, ও আদালতে হাজির হইবে!

কেনারাম। তুমি তাহা হইলে, অন্যরূপ সন্দেহ কর?

ইয়াকুব। করি। তোমার এ ভূতটা জহর দত্তের নকল।

কেনরাম। তাহাই যেন হইল কিন্তু ভিতরকার অত খবর পাইল কোথায়? যাহাই হউক, আজ রাত্রে এ সমস্যার মীমাংসা হইবে।

ইয়াকুব। কেমন করিয়া হইবে?

কেনারাম। ভূতটা আমার সহিত আজ আবার দেখা করিতে আসিবে।

ইয়াকুব। তুমি ভূতকে ভয় কর না?

কেনারাম। এ পৃথিবীতে আমি কেবল শক্ত, সাহসী সাক্ষীকে ভয় করি। ভূত সাক্ষ্য দিতে পারে না—এবং তাহার দ্বারা শারীরিক কোন অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই।

ইয়াকুব। আমার বিশ্বাস, এ ভূত ছায়াদেহী নয়—আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহধারী।

কেনারাম। যাহাই হউক, রাত্রি নয়টার পর, আজ সব জানিতে পারিব। কিন্তু আটটার মধ্যে তুমি বাবর আলিকে আমার ওখানে পাঠাইতে চাও।

ইয়াকুব। তাহার দ্বারা আর কোন কাজ হইবে না। তাহার হৃদয়ে আর সে সাহস নাই। আমি যাইব।

কেনারাম। না, তুমি যাইলে হইবে না।

ইয়াকুবের উপর আর তাঁহার সে রকম বিশ্বাস নাই। গতরাত্রিতে যখন তাঁহার সহিত বাবর আলির ধাস্তাধস্তি হয়,

ইয়াকুব আলি আলোক লইয়া উপস্থিত হইলেও, ছাড়াইয়া দেয় নাই। সেই হইতে তাহার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে।

ইয়াকুব। কিন্তু একা তোমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নয়।

কেনারাম। একা কেন? আমিও প্রস্তুত হইয়া থাকিব।

ইয়াকুব। যদি সে ভূত না হয়, নিশ্চয় সেও সতর্ক হইয়া, তবে তোমার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবে।

কেনারাম। করুক। ভূতই হউক আর মানুষই হউক, আমি উভয়েরই জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব।

উভয় বন্ধুতে তখনকার মত বিদায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

জেলেখার মৃত্যুর পর হইতে, ইয়াকুব আলি বাটীর পুরাতন দাস-দাসী যাহা ছিল, সব ছাড়াইয়া দিয়াছে। কেবল ধাত্রী ফুলবিবি আছে। বাবর আলি আর একটী স্ত্রীলোককে আনিয়া দিয়াছে, সেই পাচিকার কার্য্য করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জেলেখার পৈত্রিক বাটী—প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড। ঐ বাটীর এক মহল আজি কয়েক মাস হইতে, একেবারে তালাবদ্ধ। উহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। প্রতাপ বাবুর ধারণা, ইয়াকুব আলি ঐ নিষিদ্ধ

মহলের কোন একটী কক্ষে জেলেখাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনি একবার ঐ অংশটা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ফুলবিবির মুখে শুনিয়াছেন, ঐ মহলে প্রবেশ করিবার সাধারণ পথ ভিন্ন, পাঠাগারের মধ্যে একটী গুপ্তদ্বারও আছে। সে দ্বার অন্যের অজ্ঞাত। ফুলবিবি আজি কয়েকদিন হইতে সেই গুপ্তপথে প্রবেশ করিবার চেষ্টায় আছে কিন্তু কোন প্রকার সুযোগ ঘটিতেছে না। ইয়াকুব বা বাবর আলির মধ্যে একজন না একজন সর্ব্বদা সেই পাঠাগারে অবস্থান করিতেছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর, ইয়াকুব আলি কোথায় প্রস্থান করিবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বাবর আলিও বাটী হইতে বাহির হইল। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে, অতি সন্তর্পণে অপর এক ব্যক্তি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ইতস্ততঃ সতর্কদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে, পাঠাগারের দিকে অগ্রসর হইল। আগন্তুক ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ প্রতাপচাঁদ রায়।

আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতীত। ফুলবিবি অন্দর মহল হইতে বাহির হইয়া দেখিল, ইয়াকুব এবং বাবর দুইজনই বাটীর বাহির হইয়াছে। এরূপ সুযোগ প্রায় ঘটে না। সেও পাঠাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ইতস্ততঃ গুপ্তপথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই কক্ষের মধ্যে গুপ্তপথ আছে, এই মাত্র তাহার জানা ছিল কিন্তু সাধারণের অলক্ষিত সে পথ কোথায় অবস্থিত, তাহা তাহার জানা ছিল না। প্রত্যেক ছবি সরাইয়া, দেওয়ালের প্রত্যেক স্থান টিপিয়া, সে পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও তাহার

অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল না। এইরূপ বিফলপ্রয়াসে আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত। কোথা দিয়া সময় চলিয়া গেল, যে কার্য্যে সে প্রবৃত্ত, তাহা কত বিপদজনক—সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্যমাত্র রহিল না। স্নেহবতী ফুলবিবি প্রাণপণ যত্নে ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। সহসা একস্থানে তাহার করতলে বায়ুপ্রবাহের মৃদু সঞ্চরণ অনুভূত হইল। ঐকান্তিক আনন্দে তাহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। উৎকট আনন্দে বিভোরা, আত্মজীবনের প্রতি মায়া-মমতাহীনা ফুলবিবি এই সময়ে যদি পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া, একবার দ্বারের দিকে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে, দেখিতে পাইত, পৈশাচিক আনন্দে প্রদীপ্ত দুইটী চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

বাবর আলি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পাঠাগারের দ্বার মুক্ত। তখন সহসা তাহার মনে পড়িল, তাহারই ভ্রমবশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে! তখন সে সাবধানে দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া, যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ফুলবিবি কি উদ্দেশ্যে সে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, বেশ বুঝিতে পারিল। সে ইচ্ছা করিলে, তাহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিত কিন্তু তাহা দিল না। ভাবিল, জনমানবশূন্য সেই অংশে একবার প্রবেশ করিলে, আর তাহাকে বাহির হইতে হইবে না। পাপিষ্ঠ বস্ত্রের মধ্য হইতে মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বাসদৃশ একখানা শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া, সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা একটা স্থানে করস্পর্শ হইবামাত্র, দেওয়ালের খানিকটা অংশ সরিয়া গেল এবং একটী ক্ষুদ্র দ্বার বাহির

হইল। পরদুঃখকাতরা, স্নেহপ্রবণহৃদয়া ফুলবিবি সানন্দে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। দ্বারের পরেই, উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ফুলবিবি বরাবর উপরে উঠিয়া গেল। সহসা একটা দেওয়ালে মুহূর্ত্তের জন্য একটা আলোকের ছটা দেখিয়া, সে স্তম্ভিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইল। চপলা চমকের মত, সে আলোকরশ্মি নিমিষের জন্য প্রকাশ পাইল—পরমুহূর্ত্তে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। একটা কক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ফুলবিবি নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার যেন বোধ হইল, কিসের একটা শব্দ সে শুনিতে পাইয়াছে। এ মহলে সে যে, একা আসে নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে যদি কেহ এখানে দেখিতে পায়—তাহার পরিণাম যে কি, তাহা তাহার অজ্ঞাত নাই।

সেই অন্ধকার কক্ষের মধ্যে প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করিল। আর কাহারও শব্দ পাইল না। অতি ধীরে ধীরে ডাকিল, "জেলেখা!"

কোন উত্তর আসিল না। সাহসে ভর করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে এবার ডাকিল, "জেলেখা—জেলেখা!"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে, অতি মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হইল, "এঁ্যা—কে ওখানে?"

আহ্লাদে ফুলবিবির অন্তর নাচিয়া উঠিল। সহর্ষে কহিল, "জেলেখা! মা আমার—কোথা তুমি?"

পূর্ব্ববৎ সেইরূপ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কে? ধাই মা! তুমি?"

আনন্দবিভোরা ফুলবিবি কহিল, "হাঁ—মা! কোথা তুই!"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর হইল, "এই যে, পাশের ঘরে।"

ফুলবিবি পার্শ্বের অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বিগলিতাশ্রুলোচনে স্নেহার্দ্রবচনে কহিল, "আহা! বাছা আমার! এই অন্ধকারে তুই পড়িয়া আছিস্!"

জেলেখা কথা কহিল না। ফুলবিবি অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া, হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পুনরায় কহিল, "আমার ভাগ্য বড় ভাল, তাই তোকে আবার দেখিতে পাইলাম।"

এই সময়ে, কাহার হাত ধাত্রীর স্কন্ধের উপর পড়িল। অমনি সর্পগর্জ্জনবৎ স্বরে কে তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "আমারও ভাগ্য ভাল, তাই এমন সুন্দর স্থানে তোমার দেখা পাইলাম।"

ফুলবিবি চমকিয়া উঠিল। এ ত জেলেখার কণ্ঠস্বর নয়। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তথাপি কহিল, "একি! খোদা রক্ষা কর! কে তুই?"

সে ব্যক্তি ফুলবিবির হাতখান চাপিয়া ধরিয়া, পূর্ব্ববৎস্বরে কহিল, "তোর যম! বাবর আলি।"

ফুলবিবির বাক্‌রোধ হইল। বাবর আলি কহিল, "খবরদার—চীৎকার করিলেই, এখনি জাহান্নবে পাঠাইব।"

ফুলবিবি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমার হাত ছাড়।"

বাবর। ছাড়িতেছি। আগে বল্, এখানে তুই কি করিতে আসিয়াছিস্?

ফুলবিবি। জেলেখাকে খুঁজিতে।

বাবর। জেলেখা এখানে কোথায়? দরকার হয়, গোর-স্থানে যা।

ফুলবিবি। জেলেখা মরে নাই!

বাবর। কে তোকে এ কথা বলিল? তুই কি পাগল হইয়াছিস্?

ফুলবিবি। না। আমায় ছাড়।

বাবর। ছাড়িতে পারি—যদি আমার কথার ঠিক উত্তর দিস্

ফুলবিবি। কি কথা?

বাবর। অপর কাহার নিকট এবং কতদূর এ সকল কথা তুই প্রকাশ করিয়াছিস্?

ফুলবিবি। তাহা বলিব না।

বাবর। তাহার ফল কি জানিস্?

ফুলবিবি। জানি,—মৃত্যু! তাহাতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু এক বর্ণও প্রকাশ করিব না।

পাষণ্ড বাবর আলি অসহায়া রমণীর দুই হস্ত চাপিয়া ধরিল। পরমুহূর্ত্তে ফুলবিবি উভয় মণিবন্ধে কি একটী কঠিন পদার্থের সমাবেশ অনুভব করিল। ভীতা, হতাশোন্মত্তা রমণী বুঝিল, কৌশলে বাবর আলি তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিয়াছে। নিকটে আলোক জ্বালিবার উপকরণ ছিল, বাবর আলি আলোক জ্বালিলে, ফুলবিবি দেখিল, সে তাহার কৃতান্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

বাবর ছুরিখানা উর্দ্ধে তুলিয়া কহিল, "দেখিতেছিস্, আমার হাতে এ কি?"

ফুলবিবি অনেক দিন হইতেই, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সুতরাং পাষণ্ড বাবর আলির হস্তে উদ্যত ছুরিকা দেখিয়া, কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না। বরং দৃঢ়তার সহিত কহিল, "উহার ভয় রাখিলে, এখানে আসিতাম না।"

বাবর পুনরায় ছুরিখানা তাহার মুখের নিকট ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কহিল, "এখনও যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, নচেৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব।"

ফুলবিবিও পূর্ব্ববৎস্বরে কহিল, "মরিব, তবু একটী কথাও প্রকাশ করিব না।"

"তবে তাই মর!" বলিয়া, বাবর আলি হতভাগিনীর গ্রীবাদেশ ঈষৎ অস্ত্রক্ষত করিয়া দিল। পরোপকাররতা স্নেহময়ী ফুলবিবি মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিল না—নিমিষের জন্য তাহার ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত হইল না। স্নেহময়ী—পাষাণময়ী প্রতিমার মত অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

বাবর আলির উদ্দেশ্য ছিল, ভয় দেখাইয়া, প্রথমতঃ তাহার নিকট হইতে, কথাগুলি সব বাহির করিয়া লইবে, তাহার পর, খুন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে কিন্তু ফুলবিবির দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা দর্শনে সে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে জেলেখা আছে, তোকে কে বলিল ?"

ফুলবিবি। কেহ বলে নাই।

বাবর। সে এখানে আছে ?

ফুলবিবি। জানি না।

বাবর। জান্‌বি এখনি। যখন ইহার আমূল তোর হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া দিব, তখন জান্‌বি, জেলেখা কোথায়!

ফুলবিবি। সে কাজ ত আর তোমার নূতন নয়।

বাবর শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "নূতন নয়! কেন? আর কবে, কাহাকে, কোথায় খুন করিয়াছি? কে বলে?"

ফুলবিবি। আমিই বলিতেছি।

বাবর। কাহাকে খুন করিয়াছি?

ফুলবিবি। জহর দত্তকে।

তাহার মুখ দিয়া, এই কথা বাহির হইবামাত্র, পিশাচ তাহার গণ্ডমূলে সবলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। ফুলবিবি সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, কক্ষতলে লুটাইতে লাগিল। বাবর সেই অসহায়া অবলাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইল,—ঠিক সেই সময়ে, মুক্তদ্বার কক্ষে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া, ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইল। যিনি আসিলেন, তিনি এখন জহর দত্তের প্রেতাত্মা।

বাবর আলি শিহরিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল। প্রেতাত্মা সহজ স্বরে কহিলেন, "আবার আজ রাত্রে তুই আর একজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিস্!"

সহসা বাবরের নষ্ট সাহস ফিরিয়া আসিল। ছুরিকাহস্তে তাহাকে আক্রমণার্থ ছুটিল। প্রেতমূর্ত্তি তাহার দিকে একবার দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিলেন মাত্র। পরক্ষণে বাবর আলি বিকট চীৎকার করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িল এবং ছুরিকা ফেলিয়া, উভয় করে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! এ কি হইল! আমি যে, চোখে কিছু দেখিতে পাই না!"

ইত্যবসরে ফুলবিবি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে

ভূতের ভয় ছিল না। সে ধীরে ধীরে, জহর দত্তের মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল। মূর্ত্তি আলোকটী নিবাইয়া দিয়া, ফুলবিবিকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এ দিকে বাবর আলি অন্ধকার কক্ষে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ফিরিতে, সহসা যেন তাহার বোধ হইল, এইবার সে দেখিতে পাইবে। তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। নিকটেই দিয়েশালাই ছিল, আলোক জ্বালিল। বাস্তবিকই তাহার সাময়িক অন্ধতা দূর হইয়াছে। দেখিল, কক্ষে সে একা। জহর দত্ত বা তাহার প্রেতাত্মা এবং ফুলবিবি দুই জনই চলিয়া গিয়াছে।

বাবর অনেকক্ষণ একাকী সেই কক্ষে দণ্ডায়মান রহিল। সহসা তাহার ওরূপ দৃষ্টিহীনতার কারণ কি ভাবিতে লাগিল। অপরে হয়ত এই ঘটনাটীকে ভৌতিককাণ্ড ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে, বাবর কিন্তু তাহার অন্য কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে পড়িল, দ্রব্যগুণেও ক্ষণিক অন্ধতা উৎপাদন করিতে পারা যায়। এই কথা মনে পড়িবামাত্র, তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, ও যে জহর দত্ত বা তাহার প্রেতাত্মা নয়—অপর কোন চতুরচূড়ামণি তাহার বেশ ধরিয়া, তাহাদের উপর চালাকি খেলিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

বাবর ধীরে ধীরে, সে মহল বন্ধ করিয়া, নীচে নামিয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই, ইয়াকুবও আসিয়া, তথায় উপস্থিত হইল।

তাহার অনুপস্থিতিকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বাবর সকলই বলিল। শুনিয়া ইয়াকুব কহিল, "তাহা হইলে, গুপ্তপথও জানিতে পারিয়াছে?"

বাবর। পারিয়াছে বৈ কি। আমি ত প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছি, ফুলবিবি—সহজ মেয়েমানুষ নয়—তাহাকে রাখিলে, পদে পদে বিঘ্ন ঘটাইবে।

ইয়াকুব। এখন আমাদের প্রধান ভয়, ঐ ভূতটাকে এবং ফুলবিবিকে। যাহা হউক, আজ রাত্রে একটা সাবাড় হইবে।

বাবর। কোন্‌টা?

ইয়াকুব। ভূতটা। কেনারামের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইবে।

বাবর কোন কথা কহিল না। নীরবে বসিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উকিল বাড়ীতে।

প্রতাপ বাবু সন্ধ্যার পর, পূর্ব্বদিনের মত জহর দত্তের বেশ ধরিয়া, জেলেখার বাড়ীতে প্রবেশ করেন এবং বাবর আলি বাটী হইতে বহির্গত হইবামাত্র, পাঠাগারের মধ্য দিয়া, গুপ্ত-দ্বারের সাহায্যে, নিষিদ্ধমহলে উপস্থিত হন। ফুলবিবির মত গুপ্তপথের সন্ধান করিয়া লইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় নাই, সেই জন্য তাহার অনেক পূর্ব্বেই, তিনি তথায় উপস্থিত

হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যখন আলোক লইয়া, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, সেই সময়ে ফুল-বিবি তথায় উপস্থিত হয় এবং তাঁহারই আলোক দেখিয়া, ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া, দণ্ডায়মান হয়। প্রতাপ বাবু বাবর আলির উপস্থিতিও লক্ষ্য করেন এবং ফুলবিবিকে রক্ষা করিবার অভিলাষে তাহার নিকটেই উপস্থিত থাকেন।

সে বাড়ীতে উপস্থিতক্ষেত্রে ফুলবিবির অবস্থান আর নিরাপদ নয় ভাবিয়া, তাহাকে লইয়া, আজিম উদ্দিনের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় তাহাকে রাখিয়া, কেনারাম উকিলের বাটীর অভিমুখে যাত্রা করেন।

খালধারের নিকট কেনারাম বাবুর বাটী। রাত্রিকালে সে অঞ্চলে বড় একটা লোকের চলা-ফেরা থাকে না। নিকটের মধ্যে অপর কাহারও বসত বাটী নাই। আসে পাশে বা তফাতে দুই চারিখানি ব্যবসাদারের যে আড়ৎ আছে, সন্ধ্যার পর তাহারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া, যে যাহার বাসায় চলিয়া যায়। সুতরাং এ রকম স্থান যে, কেনারাম উকিলের সংকল্প সিদ্ধির প্রধান উপযোগী—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতাপ বাবু এ সকল জানিয়া শুনিয়াও, তথায় যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না! উকিল বাবুর বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, তাঁহার সহিত একটা মাতালের সাক্ষাৎ হইল। সে তাঁহার সহিত দুই চারিটা কি কথাবার্ত্তা কহিয়া, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। তিনিও কেনারামের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া, প্রতাপ বাবু বরাবর উকিল

বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। কেনারাম বাবু অস্থির-ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, জহর দত্তের নকল মূর্ত্তিকে সহসা তথায় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "আমি আসিয়াছি।"

কেনারাম বাবু মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া, নিজে একখানি চেয়ারে বসিলেন এবং একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "না—আমি দাঁড়াইয়াই থাকিব।"

কেনারাম। যাহা অভিপ্রায় কিন্তু তোমার এখানে কি আবশ্যক?

প্রতাপ। তুমিই না কাল আমাকে আসিতে বলিয়াছিলে?

কেনারাম। বলিয়াছিলাম। তুমি না আমার কতকগুলি গুপ্তকথা জান?

প্রতাপ। জানি।

কেনারাম। কিছু অর্থ পাইলে, তুমি তাহা আর প্রকা করিবে না?

প্রতাপ। তুমি নিজেই ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলে? তুমিই আমাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়াছিলে? আমি টাকার কথা তুলি নাই।

কেনারাম। আচ্ছা, তাহাও স্বীকার করিলাম। এখন কথা হইতেছে, তুমি আমার গোপনীয় বিষয় কতদূর জান, প্রথমে দেখা আবশ্যক।

প্রতাপ। কিছুমাত্র না। আমি তোমার কোন্ কোন্ বিষয় জানি, তুমি কি তাহা জান না?

কেনারাম। জানি, সে অতি তুচ্ছ, আমি তাহার জন্য তোমাকে পাঁচ টাকা দিতে পারি।

প্রতাপ বাবু একটু হাসিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, উহাতে কি তোমার মন উঠিতেছে না?"

প্রতাপ। না।

কেনারাম। তাহা হইলে, আমি শুনিতে চাই, তুমি আমার কি কি বিষয় জ্ঞাত আছ!

প্রতাপ। প্রথমতঃ উইল জালের বিষয়।

কেনারাম। কাহার উইল জাল?

প্রতাপ। ফেরোজ উদ্দিনের—জেলেখার পিতার।

কেনারাম। তাহার পর?

প্রতাপ। জেলেখাকে তাহার পৈত্রিক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং তাহাতে তোমার কতখানি যোগাযোগ আছে, তাহাও আমি জানি।

কেনারাম। কৈ—আমিত এ সব সংবাদ কিছুই জানি না!

প্রতাপ। তাহা না জানিতে পার,—আমি কিন্তু জানি,—কেমন করিয়া ঔষধের সাহায্যে তাহাকে মৃতবৎ করিয়া, কবরস্থ করা হয়,—তাহার পর, কবরে অন্য লাস রাখিয়া, কেমন করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয়—সমস্তই আমি জানি। সে এখনও জীবিত,—তাহাও জানি।

কেনারাম। ওঃ! তাহা হইলে, তুমি অনেক সংবাদ রাখ দেখিতেছি। এ সকল কথা প্রকাশ হইলে, বিস্তর লোকের জেল হইবার কথা।

প্রতাপ। জেল কেন, ফাঁসিও হইতে পারে!

কেনারাম এতক্ষণ বেশ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, এইবার ফাঁসির নামে তাঁহার হৃদয়টা যেন কেমন কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আর কি জান?"

প্রতাপ। জহর দত্তের হত্যায় তোমার কতখানি সংশ্রব, তাহাও জানি।

উকিল বাবু পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শুষ্কস্বরে কহিলেন, "যদি জহর দত্ত খুন হইয়া থাকে, তবে তুমি কে?"

প্রতাপ। সে সংবাদ তোমার আপাততঃ শুনিয়া কাজ নাই।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। অবশেষে উকিল বাবু কহিলেন, "তোমার সকল কথাই শুনিলাম, এইবার তুমি কি চাও, কি পাইলে, এ সকল বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিবে না বল?"

প্রতাপ। ফেরোজ উদ্দিনের প্রকৃত উইল।

কেনারাম। অতিরিক্ত! অসম্ভব!

প্রতাপ। আরও চাই।

কেনারাম। আর কি?

প্রতাপ। সুস্থ এবং অক্ষতদেহে জেলেখার সমর্পণ!

কেনারাম। তোমার কথা শুনিলাম—এইবার আমার বক্তব্য শোন।

প্রতাপ। বল।

কেনারাম। তুমি দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারার

বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ, আমি তোমাকে এখনি জেলে দিতে পারি।

প্রতাপ। অনুগ্রহ করিয়া আর অতদূর করিবেন না।

কেনারাম। এ ঠাট্টা বিদ্রূপের জায়গা নয়। আমিও তোমার জন্য সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

প্রতাপ। আজ্ঞা,—তাহা না রাখিলে, উকিলি-বুদ্ধির আর বাহাদুরি কি?

কেনারাম। পার্শ্বের ঘরে সাক্ষী আছে—তাহারা তোমার কুৎসা রটনা, অসৎ প্রস্তাব সকল শুনিয়াছে।

প্রতাপ। তাহার পর?

কেনারাম। তুমি যে একজন প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী একখানা কাগজে লিখিয়া, নাম সহি করিয়া দিবে।

প্রতাপ। যদি না দিই।

কেনারাম। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে হাজতে পাঠাইব।

প্রতাপ। এত শীঘ্র? দুইদিন পরে যাইলে হইবে না?

কেনারাম বাবুর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সবেগে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একটা চপেটাঘাত করিবামাত্র, পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া, তিনজন ষণ্ডাকৃতি লোক বাহির হইয়া আসিল।

কেনারাম প্রতাপ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ইহাঁরা পুলিসকর্ম্মচারী!"

প্রতাপ। এখানে কেন?

কেনারাম। তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে। জমাদার—তুমি ইহাকে থানায় লইয়া যাইতে পার?

একজন লোক প্রতাপ বাবুর দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, বিদ্যুৎগতিতে তিনি লোকটার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলেন। লোকটা যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, ছটফট করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখে কালিমা পড়িল এবং যন্ত্রণার শত চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। প্রতাপ বাবু তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। হতভাগ্য কাতরভাবে কক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

ব্যাপারখানা কি বুঝিতে না পারিয়া, উকিল বাবু অপর লোক দুইটাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুকুম চালাইলেন। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আহত ব্যক্তি কহিল, "খবরদার—উহার গায়ে হাত দিও না!"

বিরক্ত হইয়া, কেনারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সে ব্যক্তি কহিল, "আমাদের নিকট এখন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা নাই। আপনি কেবল ধরিতে হুকুম দিতেছেন মাত্র। আপনি তাহাকে ধরিয়া, থানায় পৌঁছিয়া দিন, আমরা তাহাকে হাজতে লইয়া যাইব।"

কেনারাম যে ভীরু নন, পাঠক তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রতাপ বাবুকে ধরিবার জন্য স্বয়ং গাত্রোত্থান করিলেন কিন্তু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, পূর্ব্ববৎ কৌশলে তাঁহারও হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিলেন। উকিল বাবুও পূর্ব্বোক্ত লোকটার মত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন একটা অনলপ্রবাহ সবেগে ধাক্কা মারিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপ বাবু তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলেন, তিনি নিতান্ত দুর্ব্বলের মত, যন্ত্রণা-ব্যথিতদেহে একখানা কেদারার উপর বসিয়া পড়িলেন।

প্রতাপ বাবুর অধরে বিদ্রূপের হাসি প্রকাশ পাইল। শান্ত স্থিরস্বরে কহিলেন, "কাহার গায়ে হাত দিতে আসিয়াছ, এখনও বুঝি জানিতে পার নাই?"

কেনারাম বাবু নীরব। অপরিচিতের এ প্রকার অমানুষিক শক্তির কারণ কি, নীরবে ভাবিতে ভাবিতে, সহসা তাঁহার মনে পড়িল,—ওটা বৈদ্যুতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। লোকটার বস্ত্রের মধ্যে ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি বা তাড়িৎ যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। কৌশলে তাহারই সঞ্চালনের এই ফল। কিন্তু লোকটা কে? জহর দত্ত নয়,—কারণ স্বচক্ষে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রেতাত্মা, ভূত? না,—তাহাও নহে! এ যে, তাঁহারই মত রক্তমাংসধারী দেহী জীব, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে লোকটা কে? ইয়াকুব আলি যে, এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে একজন ডিটেক্টিভকে আনিয়াছে,—তাহা তিনি জানিতেন না—জানিলে, এ ব্যক্তিকে, নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিতে হইত না।

কেনারামের প্রকৃতি বড়ই ক্রূর। সহজে সে বশ্যতা স্বীকার করিবার পাত্র নহে। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তোমার কৌশল মন্দ নয়! আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি।" তাহার পর লোক তিনটাকে কহিলেন, "তোমরা এখন যাইতে পার!" এই মৌখিক আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে কি বলিয়া দিলেন। তাহারা প্রস্থান করিল।

প্রতাপ বাবু প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "না করিলে, উপায় নাই!"

কেনারাম। তুমি কত টাকা চাও?

প্রতাপ। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি।

কেনারাম। আমি তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিব, তুমি এ সব প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দাও।

প্রতাপ। তুমি একটা মস্ত ভুল বুঝিয়াছ!

কেনারাম। কি?

প্রতাপ। তুমি নিজে যেমন খুনে, জালিয়াৎ এবং প্রতারক, আমাকেও সেইরূপ ভাবিয়াছ!

কেনারামের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে আন্তরিক ক্রোধ দমন করিয়া রাখিলেন। লোকটা যেই হউক, সে যে তাঁহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর এবং ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে যে বিপন্ন করিতে পারে, তাহা তাঁহার বেশ ধারণা জন্মিয়াছে। তাহাকে বাটী হইতে জীবিত প্রস্থান করিতে দেওয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। যে পর্য্যন্ত না, সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকটার ঔদ্ধত্য সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। সেই জন্য সে কটুক্তি গায়ে না মাখিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে, তুমি কোনরূপ বন্দোবস্তে সম্মত নও?"

প্রতাপ। কে বলিল নই?

কেনারাম। কি চাও?

প্রতাপ। প্রকৃত উইল এবং জেলেখাকে।

কেনারাম। উইল জাল হয় নাই—জেলেখা যমের নিকট।

প্রতাপ। যমকে ফেরৎ দিতে বল!

কেনারাম। ফেরৎ দিবে কি না জানি না, তোমায় কিন্তু লইতে আসিতেছে।

এই সময়ে পুনরায় কক্ষদ্বার মুক্ত হইল এবং সেই লোক তিনটা আর একজন নূতন লোককে সঙ্গে লইয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের হস্তে শাণিত দীর্ঘ ছুরিকা এবং লাঠি!

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র, কেনারামের সাহস বাড়িয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া,দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে, বলিতে লাগিলেন, "এইবার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আনিয়াছ ত, ধর লোকটাকে, পিছমোড়া করিয়া বাঁধ,—ঘাড়ে ধরিয়া, মাটীতে ফেলিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। উত্তমরূপে পুরস্কৃত করিব।"

নূতন লোকটা লাঠি বাগাইয়া, সদম্ভে কহিল, "জুয়াচোর! পাজি! চল, থানায় চল্!"

প্রতাপ বাবু নিতান্ত ভীতের ন্যায় কহিলেন, "কৈ, তোমাদের পরওয়ানা কৈ? কিসের জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করিবে?"

লোকটা লাঠিগাছটা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এই দেখ্ আমার পরওয়ানা! পুলিসের সহিত চালাকি!"

লোক কয়জন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। তিনি একটা দেওয়ালের উপর পৃষ্ঠ সংন্যস্ত করিয়া, গুণ্ডাদের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই হস্তে দুইটা পিস্তল শোভা পাইল। পিস্তল দেখিয়া, লোক কয়টা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রাবৃটের জলদ গর্জ্জনের ন্যায় কুলিশকঠোরস্বরে আদেশ হইল, "একপদ অগ্রসর হইলেই, বা একটা হাত তুলিলেই মৃত্যু নিশ্চিত!"

তাঁহার কণ্ঠস্বর তখনও প্রতিধ্বনিমুখে ধ্বনিত হইতেছিল,—সে স্বর বায়ুস্তরে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই, পুনর্ব্বার সশব্দে কক্ষদ্বার মুক্ত হইল এবং পাঁচজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঁচজনের পাঁচরকম বেশ। একজন ভদ্রলোক কিন্তু মাতাল, অপর মুটে, তৃতীয় পথভিখারী, চতুর্থ জটাধারী, পঞ্চম উৎকলবাসী।

কেনারামের মুখ দিয়া এতক্ষণ কথা বাহির হইতেছিল না। এই লোকগুলাকে সহসা তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, কুপিতস্বরে কহিলেন, "কে তোমরা? এখানে কেন? অনধিকার প্রবেশের চার্জ্জ দিয়া এখনই চালান দিব জান?"

প্রতাপবাবু কহিলেন, "আমার কয়জন বন্ধুমাত্র!"

কেনারাম দেখিলেন, বিপদ বড় শক্ত। লোকটা বড় সহজ নয়। তাঁহার বুকটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

প্রতাপ বাবু পুনরায় কহিলেন, "আমিও তোমার মত লোকের এখানে বন্দোবস্ত না করিয়া আসি নাই! তুমি যেমন আমাকে গ্রেপ্তার করিতে জাল-পুলিসের লোক আনিয়া রাখিয়াছ,—আমি সেইরূপ কয়জন খাঁটি পুলিস বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম!"

তাহার পর পুলিসকর্ম্মচারী কয়জনকে কহিলেন, "এই লোক কয়টাকে তোমাদের হেপাজাতে থানায় লইয়া যাও!"

কেনারাম লজ্জায় অধোবদন, ভয়ে আড়ষ্ট। গুণ্ডা কয়জন বলপ্রকাশ বৃথা ভাবিয়া, সহজেই ধরা দিল। একজন পুলিস কর্ম্মচারী উকিল বাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া, হাতকড়া পরাইতে

উদ্যত হইল, বাধা দিয়া প্রতাপবাবু কহিলেন, "থাক, তোমরা ঐ কয়জনকে লইয়া যাও, ইহাকে আমি লইয়া যাইব।"

তাহারা "যে আজ্ঞা।" বলিয়া, বন্দী কয়জনকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব। একজন অচঞ্চল দৃষ্টিতে অপরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতেছেন, অপর বিনত-বদনে ক্ষিতিলগ্ননেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অপরিচিত যে, কোন পুলিসকর্ম্মচারী, সে বিষয়ে কেনারামের এক্ষণে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তাহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

প্রতাপ বাবু ডাকিলেন, "কেনারাম বাবু!"

উকিল বাবু চমকিয়া উঠিলেন। মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না,—কেবল মুখ তুলিয়া, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। তাঁহার সে দাম্ভিকতা, সে আত্মগর্ব্ব—সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

প্রতাপবাবু পুনরায় কহিলেন, "তোমার লীলা খেলার দৌড় যতদূর, তাহা ফুরাইয়াছে,—এইবার গোটা দুই কাজের কথা কহিবে কি?"

কেনারাম। প্রথমতঃ শুনিতে চাই তুমি কে? এবং কি জন্যই বা আমায় উত্যক্ত করিতেছ?

প্রতাপ। উত্যক্ত করিতে আসি নাই,—শলাপরামর্শ—জানিতে আসিয়াছি। আমি কে? আমায় চিনিবে কি?

কেনারাম। কি নাম তোমার?

প্রতাপ। প্রতাপচাঁদ রায়—কলিকাতায় থাকিতাম, সম্প্রতি মল্লিকপুরের এলেকায় আসিয়াছি।

কেনারাম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন করিয়া বসিয়া পড়িলে যে?"

কেনারাম। এখন আমায় কি করিতে চান?

প্রতাপ। আপনি আইন-ব্যবসায়ী উকিল,—আপনার অপ-রাধের গুরুত্ব হিসাবে আপনার কি হওয়া উচিত, আমাকে কি বলিয়া দিতে হইবে?

কেনারাম অধোবদন। যেরূপ লোকের হাতে পড়িয়াছেন, তাঁহার নিকট অপরাধ গোপন করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা মাত্র এবং তাহাতে যে, কোন ফল দর্শিবে না,—তাহা তিনি বেশ মনে মনে বুঝিয়াছেন। বরং অপরাধ স্বীকার করিয়া, তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিলে, সুফলের প্রত্যাশা আছে। তাই তিনি কহিলেন, "প্রতাপবাবু! আমার এখন উপায় কি? আমি কি আপনার নিকট কোন প্রকার দয়ার প্রত্যাশা করিতে পারি?"

প্রতাপ। আশা দিতে পারি না। আপনি যদি এ গর্হিত পথ ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে, যথাসাধ্য আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখিব। এরূপ একটা জীবন নষ্ট করিবার অভিপ্রায় নাই। এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব,—তাহার প্রকৃত উত্তর দিবেন কি?

কেনারাম। যতদূর জানি, প্রকৃত বলিব।

প্রতাপ। জহরদত্তের হত্যায় আপনার কোন সংস্রব আছে কি না?

কেনারাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধই নাই। তবে তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছিল, জানিয়াও সতর্ক করিয়া দিই নাই। তাহার কারণ আমার কতকগুলি গোপনীয় কথা সে জ্ঞাত ছিল,—সে সকল প্রকাশিত হইলে, লোকের নিকট আমাকে অপদস্থ হইতে হইত,—সেই জন্য ভাবিয়াছিলাম, যদি পরের দ্বারা শত্রু নিপাত হয়, মন্দ কি। সেই জন্য তাহার রক্ষাকল্পে আমি হস্ত প্রসারিত করি নাই।

প্রতাপ। কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ?

কেনারাম। বাবর আলি।

প্রতাপ। ইয়াকুব আলির সহিত এ হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধ কি ?

কেনারাম। তাহারই পরামর্শে এ কাণ্ড ঘটিয়াছে।

প্রতাপ। জাল উইল কে প্রস্তুত করে ?

কেনারাম। আমার মুহুরি জহর দত্ত। সে সকল হাতের লেখা জাল করিতে পারিত!

প্রতাপ। উইল "প্রবেট" হইয়াছে ?

কেনারাম। না।

প্রতাপ। উহাতে আপনি সাক্ষী আছেন ?

কেনারাম। আছি,—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ আমার অপরাধ!

প্রতাপ। জেলেখা বাঁচিয়া আছে ?

কেনারাম। আছে।

প্রতাপ। কোথায় ?

কেনারাম। তাহা জানি না। যাহারা পাপী—তাহারা এক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলেও, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না।

জহর দত্ত ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত জানিত, সেই জন্য তাহাকে খুন করিয়াছে,—এইবার আমার পালা। আমি অনিচ্ছাসত্বেও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। আমার অপরাধ যাহা বলিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায়। আমার জীবন মৃত্যু আপনার একটী কথার উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রতাপ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কেনারাম বাবু! আমি আপনার জন্য দুঃখিত হইতেছি। বাস্তবিকই আপনার এই নৈতিক অধঃপতনে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হইয়াছে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই মন্দ না হইয়া, ভাল হইতে পারে। আপনার মত লোক লেখাপড়া শিখিয়া, যদি প্রলোভনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারে, জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়াইয়া, তাহা যদি কেবলমাত্র পরের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্যই নিয়োজিত করে,—তাহা হইলে, তাহা অপেক্ষা নিরক্ষর থাকা ভাল,—কারণ মূর্খের হিতাহিত জ্ঞানের অভাব হইলেও, অনেক সময়ে তাহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল। আপনি যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে রক্ষা পান,—ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারিবেন কি ?"

কেনারাম বাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি বদ্ধদৃষ্টিতে সদাশয় প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। প্রতাপ বাবুর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তাঁহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পহুঁছিল। তিনি বুঝিলেন, এ অশ্রুজলে কপটতার লেশমাত্র নাই। তিনি কহিলেন, "আমি যথাসাধ্য আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব,—কিন্তু যদি আপনি আমার সৎপরামর্শে অবহেলা করিয়া, পুনরায় ইয়াকুব আলির

সহিত চক্রান্তে যোগ দেন বা তাহাদিগকে সাবধান করিবার চেষ্টা করেন, কোন মানবীয় শক্তি আপনাকে আমার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

কেনারাম বাবু বিনীত স্বরে কহিলেন, "আমাকে এবার রক্ষা করুন, দেখিবেন আমি আর কখনও কুপথে পা দিব না। আর ইয়াকুব প্রভৃতিকে সতর্ক করিবার কথা কি বলিতেছেন— বরং তাহাদিগকে আপনার ফাঁদের মধ্যে আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিব।"

প্রতাপ বাবু সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

খুনের চেষ্টা।

প্রতাপ বাবুর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, কেনারাম বাবুও বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং বরাবর ইয়াকুব আলির আবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর এক ব্যক্তিও ছায়ার মত অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ইয়াকুব বৈঠকখানাতেই বসিয়াছিল। বাবর কোথায় গিয়াছিল। কেনারাম বাবু উপস্থিত হইবামাত্র, ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কতদূর করিয়া আসিলেন?"

কেনারাম। কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছি।

ইয়াকুব। সত্য বলিতেছেন?

কেনারাম। কখনও কি তোমার নিকট আমার কথা অন্যথা হইয়াছে ?

ইয়াকুব। লাস ?

কেনারাম। খালের জলে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর ভূত—আর দু চারদিন থাকিলে, সকলেরই ঘাড় ভাঙ্গিত !

ইয়াকুব। আমিও তাই অনুমান করিয়াছি,—সেই বেটাই বটে। প্রথম হইতেই আমাদের বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কেনারাম। উহাকে ইহার মধ্যে আনিয়াছ—আমার কিছু বল নাই ত। যাহা হউক, আজ নিশ্চিন্ত হইয়া, নিদ্রা যাইতে পারিব। তোমার প্রধান কণ্টক ত নিপাত করিয়া দিলাম, এইবার আমার পুরস্কারটা হইয়া যাউক না কেন ?

ইয়াকুব। পাইবেন—আগে সকল গোলযোগ মিটিতে দিন।

কেনারাম বাবুর অজ্ঞাতে ইয়াকুব আলির চক্ষু দুইটী একবার হিংস্র ব্যাঘ্রাদির মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রধান অন্তরায় গোয়েন্দা প্রতাপ রায় মরিয়াছে—জহর দত্ত গিয়াছে—এইবার কেনারামের পালা।

কেনরাম বাবুর পশ্চাৎ দ্বারের দিকে ছিল। বাবর আলি শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। কেনারাম তাহার কিছুই জানিলেন না,—তিনি ইয়াকুব আলির সহিত যেমন কথা কহিতেছিলেন, তেমনি কহিতে লাগিলেন।

বাবর আলি সহসা একখানা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছুরিকা বাহির করিয়া, কেনারামকে হত্যা করিবার জন্য যেমন হস্তোত্তোলন করিল, অমনি "গুড়ুম" করিয়া, একটা পিস্তলের শব্দ হইল,

সঙ্গে সঙ্গে বাবর আলির রক্তাক্ত অবশ হস্ত হইতে ছুরিখানা কক্ষতলে পড়িয়া গেল।

এই আকস্মিক শব্দে তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন। কেনারাম বাবু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইবামাত্র, বাবর আলিকে দেখিতে পাইলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। ক্ষিপ্রহস্তে একটা দোনলা পিস্তল বাহির করিয়া, ইয়াকুব আলির মস্তক লক্ষ্য করিয়া, একটা আওয়াজ করিলেন। ইয়াকুব একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া, পড়িয়া গেল। উন্মত্ত কেনারাম বাবরের দিকে ফিরিয়া, দ্বিতীয়বার পিস্তল ছুঁড়িলেন। গুলিটা কিন্তু তাহার গায়ে লাগিল না—মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বাটীর বাহির হইবামাত্র, একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একটী অপরিচিত লোক। কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি? কি চাও?"

অপরিচিত কহিলেন, "আমার নাম প্রতাপচাঁদ রায়—আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে চাই!"

সহসা কেনারামের চমক ভাঙ্গিল। জড়িতস্বরে কহিলেন, "কেন—কেন? করিয়াছি কি আমি?"

প্রতাপ। ইয়াকুব আলিকে হত্যা করিয়াছেন।

কেনারাম। উপায় ছিল না—তাহাকে গুলি না করিলে, আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। সে আমায় খুন করিত।

প্রতাপ বাবু তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, সে খুন হয় নাই।"

কেনারাম। খুন হয় নাই! বলেন কি? স্বচক্ষে তাহাকে কক্ষতলে পড়িতে দেখিলাম!

প্রতাপ। কেবল চালাকি মাত্র—গুলি তাহার গায়ে লাগে নাই।

কেনারাম। ভালই হইয়াছে। আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিলাম। আমার লক্ষ্য ঠিক ছিল না কিন্তু প্রথম গুলি কে করে?

প্রতাপ বাবু হাসিলেন। কেনারাম বাবু কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আপনার কৃপাতেই তাহা হইলে, আজ আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে। আপনার লক্ষ্যকে বলিহারি যাই।"

প্রতাপ। ক্ষমা করিবেন, আপনার উপর আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। আপনি যে, এখানে আসিবেন, তাহা জানিতাম। এখানে আসিলে, প্রলোভনের সম্মুখে পড়িলে, আপনি কতখানি হৃদয়ের দৃঢ়তা বজায় রাখিতে পারিবেন, তাহাই দেখিবার জন্য, আমিও এ পর্য্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলাম। আসিয়াই বুঝিলাম, আপনার সমূহ বিপদ। আপনাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বাবর আলি যখন পশ্চাৎ হইতে আপনাকে খুন করিবার জন্য ছুরি উত্তোলন করে, আমি গুলি করিয়া, তাহার হাতখানা অবশ করিয়া দিই। নচেৎ উপায় ছিল না। তাহাকে আহত না করিয়াও, তাহার উক্ত কার্য্যে বাধা দিতে পারিতাম কিন্তু তাহাতে আমার অন্য সংকল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিত।

কেনারাম। তাহাদের বিশ্বাস, আমি সত্য সত্যই আপনাকে হত্যা করিয়াছি।

প্রতাপ। ভালই হইয়াছে।

উভয়ের মধ্যে আর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। যে যাঁহার আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গুলজার বিবি।

পরদিবস বেলা নয়টার সময়, প্রৌঢ় প্রতাপ বাবু এক দিব্য নব্য যুবকের বেশ ধরিয়া, স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথটী কিছু অপ্রশস্ত,—সম্মুখের দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসাতে, তিনি রাস্তার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। গাড়ী পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটী মাত্র স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটীর উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র, তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

রমণী মুসলমানী। পোষাকে পরিচ্ছদে, হাবে ভাবে অনেকটা পশ্চিমদেশীয় বাইজির মত। তাহাকে ঠিক যুবতীও বলা যায় না—অথচ প্রৌঢ়া বলিলেও, তাহার অবমাননা করা হয়। তাহার সে অতুল রূপরাশিতে যৌবনের চাঞ্চল্য কিংবা প্রৌঢ়াবস্থার গাম্ভীর্য্য,—কিছুই নাই। পূর্ণ সলিলা নদী কাণায় কাণায় ভরিয়া, স্থিরভাবে বহিয়া যাইতেছে,—এখনও ভাটা আরম্ভ হয় নাই।

প্রৌঢ় প্রতাপবাবু কি রূপসীর রূপ দেখিয়া মজিলেন—না, তাহার ঐ কর্ণবিশ্রান্ত নয়ন-কুবলয়ের কটাক্ষজালে বিভ্রান্ত হইয়া, গন্তব্য পথ ছাড়িয়া—সুন্দরীর অনুসরণ করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন?

জেলেখার ফটোচিত্রে তাহার গলায় একগাছি রত্নখচিত হেমহার দেখিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ফুলবিবি ঐ হারের উল্লেখ করিয়া বলে, ওরূপ হার আর কাহারও গলায় সে দেখে নাই। উহার নির্ম্মাণ পারিপাট্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। ঐ শকটবিহারিণী রমণীর কণ্ঠে অবিকল একগাছি সেইরূপ হার দেখিয়া, প্রতাপ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এ কামিনীর সহিত উপস্থিত ঘটনার কি কোন সম্বন্ধ আছে? কে বলিতে পারে নাই। এরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অতি সামান্য ঘটনা হইতে, কত মহা জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

প্রতাপ বাবুর আর গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না। তিনি রমণীর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে দৈবানুকূল্যবশতঃ একখানা খালি গাড়ী সেই পথে আসিয়া পড়িল। তিনি অগ্রগামী গাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

দুই তিনটা রাস্তা পার হইয়া, গাড়ী যখন, জেলেখার বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল, তখন আর প্রতাপ বাবুর আনন্দের সীমা রহিল না।

তাঁহার নির্দ্দেশ মত তাঁহার গাড়ীও কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রমণী বাটী হইতে

বাহির হইয়া, পুনরায় গাড়ীতে আসিয়া বসিলে, গাড়বান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। প্রতাপ বাবুর গাড়ীও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল।

প্রত্যহ একখানি ষ্টীমার দিনে দুইবার করিয়া মোহনগঞ্জ হইতে মল্লিকপুর যাতায়াত করে। প্রাতঃকালে আরোহী লইয়া, মোহনগঞ্জ হইতে বেলা নয়টার মধ্যে মল্লিকপুরের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়,—তাহার পর বেলা এগারটার সময় পুনরায় মোহনগঞ্জে ফিরিয়া যায়। আবার বেলা তিনটার সময় আসিয়া, রাত্রি আটটার সময় যায়।

রমণীর গাড়ী ষ্টীমারের ঘাটে গিয়া লাগিবামাত্র, তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, ষ্টীমারে গিয়া উঠিলেন। প্রতাপ বাবু দেখিলেন, তখনও ষ্টীমার ছাড়িতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তিনি গাড়ীখানিকে বিদায় দিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ষ্টীমার ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি গিয়া, উহাতে আরোহণ করিলেন। রমণী ডেকের উপর বসিয়াছিল, তিনি তাহার অদূরে একখানি বেঞ্চিতে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সে দিন আরোহীর সংখ্যা বড়ই কম। রূপসী এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল, এক্ষণে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পার্শ্বে এক সুন্দর যুবক উপবিষ্ট। যুবকের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর আবদ্ধ। রমণী তাহাতে বিশেষ লজ্জিত বা অসন্তুষ্ট হইল না। সেও যুবকের সুন্দর মুখপ্রতি চাহিল। কিছু সময় এইরূপ চাওয়া চাহিতে কাটিয়া গেল।

বিবি সাহেব কথা কহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু সহসা কোন ভদ্রলোকের সহিত অযাচিতভাবে আলাপ করিতেও, সাহস হইতেছে না। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে চতুরা রমণী ব্যস্তসমস্ত হইয়া, যেখানে বসিয়াছিল, তাহার চতুর্দ্দিকে কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু তাহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেও, আর নীরব থাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। বয়সে প্রবীণ হইলেও, এখন তাঁহার যুবকের বেশ,—এ বয়সে না হউক, অন্ততঃ এ বেশে যুবতীর সহিত আলাপ করিবার এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, পাছে সুলোচনা তাঁহাকে অরসিক ভাবিবে ভাবিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কিছু হারাইয়াছে?"

রমণী শুষ্কমুখে কহিল, "হাঁ মহাশয়! একখানা কাগজ আঁচলে বাঁধা ছিল, এইখানে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে!"

প্রতাপ বাবুও রমণীর সহিত অনুসন্ধানে যোগ দিলেন কিন্তু কাগজ পাওয়া গেল না। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "সম্ভবতঃ বাতাসে উড়িয়া, জলে পড়িয়াছে!"

রমণী কহিল, "তাহাই সম্ভব! যাউক গে - তেমন দরকারী কাগজ নয়।"

কার্য্য সিদ্ধ হওয়াতে, চতুরা সন্তুষ্টভাবে উপবেশন করিল। ভ্রমেও একবার ভাবিল না যে, ধরিতে গিয়া, ধরা দিবার সুবিধা করিয়া দিল।

কথায় কথায়, অনেক কথাই হইল। প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটী কি?"

কথার উত্তর দিবে কি—বিবি সাহেব হাসিয়াই আকুল।

সে মোহন হাসি—সে বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ—সে হাবভাব—যৌবন-বিলাস—তাহার সম্মুখে প্রৌঢ় প্রতাপ বাবু পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। অনেক কষ্টে হাসির বেগ সামলাইয়া সুবদনা কহিল, "নামটী আমার গুলজার।" সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি—আবার কটাক্ষ!

প্রতাপ বাবু যেন সে হাসিতে কতই মজিয়াছেন—সে কটাক্ষে যেন কতই বিভ্রান্ত হইয়াছেন,—এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "তা—উপযুক্ত নামই বটে! এমন রূপ না হইলে কি, প্রেমের বাজার গুলজার হয়! বা—বেশ নাম! যেমন নাম—তেমনি রূপ—সব চাইতে ভাল তোমার ঐ বাঁকা চোখের বাঁকা চাহনি।"

বিবি সাহেব দেখিলেন, ফল ধরিয়াছে। তিনিও কথায় কথায়, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "মল্লিকপুরেই আমার বাড়ী। বাপ ঠাকুরদাদা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন—সেই হইতেই চলে। কাজ কর্ম্ম কিছু করি না—স্ফূর্ত্তি করিয়া, এ দিক ও দিক ঘুরিয়া বেড়াই। মোহনগঞ্জে একটী বন্ধুর বাড়ী—তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। আমার নাম বিনোদ দত্ত।"

তাঁহার কথায় বিবি সাহেব যে, বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাহার চোখের মুখের ভাব দেখিয়াই, প্রতাপ বাবু বুঝিয়া লইলেন। রমণীর, বিশেষতঃ নষ্টপ্রকৃতি ললনার চিত্তরঞ্জন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক—বর্ত্তমানক্ষেত্রে প্রতাপ বাবুতে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। রূপের সহিত ধনসম্পত্তির সংযোগ—তাহার উপর আবার, যদি বাক্-

পটুতা বা রসিকতার রসান পড়ে—তবে সে অস্ত্র বড়ই সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

প্রতাপ বাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহনগঞ্জের কোন্ পল্লী গুলজার করিয়া, আপাততঃ থাকা হয়?"

গুলজার। বাদামতলার প্রমোদকুঞ্জ।

প্রতাপ। ঐ খানেই কি বরাবর আছ?

গুলজার। না—অনেক দেশ বিদেশ গুলজার করিয়া, মল্লিকপুরে আস্তানা পাতিয়াছিলাম, সেখান হইতে কোন কারণবশতঃ সম্প্রতি এখানে আসিয়া আছি।

প্রতাপ। কোন বাবু বোধ হয়, আনিয়া রাখিয়াছেন?

গুলজার। নিশ্চয়! বাবু নহিলে কি, বিবি থাকিতে পারে।

প্রতাপ। মল্লিকপুরে আজ কি করিতে গিয়াছিলে?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিবি কহিল, "যে বাড়ীতে পূর্ব্বে থাকিতাম, সেই বাড়ীর একটী মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

প্রতাপ বাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলে।"

বিবি সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করিল, এবং একবার কজ্জলকৃষ্ণতার কর্ণবিশ্রান্তনয়নে তাঁহার মুখের দিকে এক মর্ম্ম-ভেদী কটাক্ষ সঞ্চালন করিল কিন্তু সে মুখে সন্দেহ করিবার কোন উপকরণ পাইল না। তখন পুনরায় কহিল, "এখানে বোধ হয়, কিছুদিন থাকা হইবে?"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "হাঁ, দুই চারিদিন থাকিব।"

উভয়ের মধ্যে আর বড় একটা কথাবার্ত্তা হইল না। এ দিকে যথাসময়ে জাহাজ আসিয়া, মোহনগঞ্জের ঘাটে লাগিল। জাহাজ হইতে নামিবার সময়, গুলজার বিবি প্রতাপ বাবুকে তাহার বাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য, নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, নিমন্ত্রণের আবশ্যক নাই,—বিনা আহ্বানেই হাজির হইব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ-কুঞ্জে।

মোহনগঞ্জের উত্তরাংশে বাদামতলার গলি অবস্থিত। বহুদিন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে এক প্রকাণ্ড বাদাম গাছ ছিল,—আজি কয়েক বৎসর হইল, ঝড়ে বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও লোকে উহাকে বাদাম তলার গলি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

মোহনগঞ্জের রায়েরা খুব বড় লোক ছিলেন। উক্ত রায় পরিবারের ধনকৃষ্ণ রায় অত্যন্ত সৌখীন এবং বিলাসী লোক। তিনি সহরের উপকণ্ঠে একটী বাগান প্রস্তুত করিয়া, নানা জাতি দেশী ও বিদেশী বৃক্ষে উহার শোভা সম্পাদন করেন। বাগিচার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর বাটী এবং তাহার সম্মুখে একটী পুষ্করিণী খনন করেন। তিনি উক্ত বাগানের নাম প্রমোদকুঞ্জ রাখিয়াছিলেন।

রায়পরিবারের এখন ভগ্নাবস্থা। অর্থাভাবে বাগানের বহু

অংশ অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উহার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী এখন ঐ বাগানবাটী ভাড়া দিয়াছেন। গুলজার বিবি আজ কয়েকমাস হইতে এখানে বাস করিতেছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর, এক দীনবেশ ভিক্ষুক পথশ্রান্ত হইয়া, বাগানের ফটকের নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল।

ফটক খোলা ছিল। ভিক্ষুক কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সম্মুখেই একতলা অট্টালিকা। অট্টালিকার একটী কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার উজ্জ্বল রশ্মি ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতাদির পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কক্ষমধ্যে দুইজন কে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল,—স্বর বড়ই কোমল। যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা যে স্ত্রীলোক, তাহাতে আর আগন্তুক ভিক্ষুকের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহারা কে—তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ—তাহারা কোন জাতি—কক্ষবাতায়ন উন্মুক্ত থাকিলেও, বৃক্ষলতাদির ঘনসন্নিবেশবশতঃ—সে সকল নির্ণয় করিবার তাহার সুবিধা ঘটিল না।

এই সময়ে কিসের একটা শব্দ হইল। ভিক্ষুক চমকিয়া উঠিল। দেখিল, একটা বিকটাকার কুকুর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। গৃহমধ্যবর্ত্তিনী একটী রমণী অপরকে কহিল, "নিশ্চয় কেহ বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, নচেৎ বাগা অমন করিয়া ডাকিবে কেন!"

পরমুহূর্ত্তে গৃহস্বামিনী আলোকহস্তে বাটীর মুক্ত দ্বারে

আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আলোকধারিণী পাঠকের পরিচিতা গুলজার বিবি।

গুলজার বিবি ভিক্ষুককে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, রূঢ়স্বরে কহিল, "কে তুমি? এখানে কি করিতেছ?"

ভিক্ষুক কহিল, "কুকুরটা কামড়াইবে—উহাকে ডাকিয়া লও। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—কিছু খাবার আমায় দাও।"

বিবি সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধৈর্য্য হইয়া কহিল, "এখান হইতে চলিয়া যাও—এত রাত্রে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে! বদমায়েস—চোর! যাও—এখানে কিছু পাইবে না!"

ভিক্ষুক পুনরায় কাতরকণ্ঠে কহিল, "সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই—পেট জ্বলিতেছে—কিছু খাইতে দাও।"

গুলজার। তুমি ত বড় বেয়াদব। বলিতেছি হইবে না, তবু কেন বিরক্ত করিতেছ?

ভিক্ষুক। মারা যাইব—কিছু খাইতে না পাইলে, আমি যাইব না।

গুলজার। জোর নাকি? যাও, নহিলে এখনই কুকুরে তোমায় ছিঁড়িয়া খাইবে।

এই সময়ে সুমিষ্ট কোমলস্বরে কক্ষমধ্য হইতে কে বলিল, "আহা! কিছু দাও উহাকে। সমস্ত দিন খায় নাই বলিতেছে।"

তদুত্তরে গুলজার কহিল, "তুমি বোন যেমন উহার কথায় বিশ্বাস করিতেছ। ও চোর। চুরি করিতে, বাগানের মধ্যে ঢুকিয়াছে।"

ভিক্ষুক। না গো আমি চোর ডাকাত নই। বাস্তবিকই আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না—এইখানে একটু বসি।

ভিক্ষুক বসিবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার বেয়াদবিতে বিবি সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। কুকুরটাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাগা!"

বাগা স্বামিনীর ইঙ্গিত পাইয়া, লম্ফে লম্ফে হতভাগ্য ভিক্ষুকের প্রতি ধাবিত হইল। ভিক্ষুক তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সে নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার মুখে সজোড়ে এক লাথি মারিল। বাগা সে ভীম পদাঘাতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, তিন চারি হাত গিয়া দূরে পড়িল। পরমুহূর্ত্তে বর্দ্ধিতবিক্রমে বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে, পুনরায় আততায়ীর প্রতি দৌড়িল। আগন্তুক পুনরায় আর এক লাথির ব্যবস্থা করিল। বাগা দেখিল, না—এখানে আর কিছু হইবে না। সে রণে পরাভব মানিয়া, লাঙ্গুল কুণ্ডলিত করিয়া, স্বামিনীর পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইল!

বাগার দুরবস্থা দেখিয়া, বিবির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। নিমিষে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "ডাকাত খুনে! কখনই তুই ভিখারী নহিস! নিশ্চয় তুই কোন কুমৎলবে এখানে আসিয়াছিস। শীঘ্র এখান হইতে দূর হ', নহিলে এই ছোরা তোর বুকে বসাইয়া দিব।"

ভিক্ষুক দেখিল, এ বড় সহজ রমণী নয়। কহিল, "ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে কি এমনই করিয়া তাড়াইতে হয়? সমস্ত দিন অনাহারে

থাকিয়া, রাত্রে তোমার এখানে সামান্য খাদ্যের জন্য আসিলাম—তুমি কিনা কুকুর লেলাইয়া দিলে। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, শেষে কিনা ছুরি বাহির করিলে। ভাল, চলিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!”

ভিক্ষুক প্রস্থানোদ্যত হইল। বিবি কি জানি কি ভাবিয়া কহিল, “আচ্ছা ঐখানে দাঁড়া, আমি তোকে কিছু আনিয়া দিতেছি। কিন্তু খবরদার! ওখান হইতে একপাও নড়িস না।”

গুলজার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অমনি ভিক্ষুক-বেশী গাছপালা সরাইয়া, হামাগুড়ি দিয়া, কক্ষবাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল।

গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল। কক্ষতলে বিস্তৃত দুগ্ধফেননিভ শুভ্রশয্যাতলে সরোবরজলে প্রস্ফুট শতদলের মত কে ঐ অনিন্দ্য রূপসী? দেখিয়াই আগন্তুকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিতে পারিল। এ যে জেলেখা!

মনের চাঞ্চল্যে একটু সামান্য অসাবধানতায় একটা গাছের ডাল নড়িয়া উঠাতে, সুন্দরীর চঞ্চল দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। অমনি তিনি বাতায়ন বাহিরে একটা লোকের মাথা দেখিতে পাইয়া সভয়ে চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন। প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধি, ভিক্ষুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুস্বরে কহিল, “অনুনয় করিয়া বলিতেছি, চীৎকার করিও না। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। আমি একটা সংবাদ লইয়া আসিয়াছি!”

কুমারী থামিয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে, সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার নিকট হইতে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ?”

ভিক্ষুক পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল, "তোমার ধাত্রী ফুল বিবির নিকট হই——"

বৃক্ষপত্রের মধ্যে একটা খস্ খস্ শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইট আসিয়া, ভিক্ষুকবেশীর পদতলে পতিত হইল। বেগতিক দেখিয়া, আগন্তুক তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিল।

গুলজার বিবি খাদ্য লইয়া আসিয়া দেখিল, ভিক্ষুক চলিয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া বাতায়নেয় নিকট একটা লোকের মাথা দেখিতে পাইল। নির্ভীকা রমণী পদতলে পতিত একখানা ইষ্টক কুড়াইয়া লইয়া, সজোড়ে মাথা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। বৃক্ষপত্রে বা শাখায় প্রতিহত না হইলে, উহার আঘাত ভিক্ষুকের পক্ষে বড়ই সাংঘাতিক হইত। সে যাহা হউক, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিলে পর, অপর একজন বিবি সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গুলজার জিজ্ঞাসা করিল, "কে মিয়াজান?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞা হাঁ।"

মিয়াজান গুলজার বিবির ভৃত্য। দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বিবি সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে? একটা লোক আসিয়া বড়ই জ্বালাতন করিতেছিল। আমার বোধ হয় লোকটা চোর। যাও ত দেখিয়া আইস, বাগানের আশে পাশে ঘুরিতেছে কি না। লোকটা বড় বদমাইস।"

আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বামিনীর আদেশ পালনে ছুটিল। ফটক হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র দেখিতে পাইল, একটী লোক সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাত্রি অন্ধকার ময়ী,—

আকাশ মেঘাবৃত। লোকটী কে—তাহার আকৃতি কিরূপ—তাহা মিয়াজান লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহা না পারুক, সেই যে, গুলজার বিবির কথিত সেই বদমায়েস—তাহাতে আর তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মিয়াজান লম্ফ দিয়া, পথিকের ঘাড়ের উপর পড়িয়া কহিল, "শালা বদমায়েস! এইবার তোমায় কে রক্ষা করে!" পথিকও হীনবল বা ভীরু নন। তিনি আক্রমণকারীর গলা ধরিয়া দুই তিন হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মিয়াজান তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া, উঠিয়া পড়িল এবং রাগে ফুলিতে ফুলিতে পুনরায় পথিককে আক্রমণ করিল। এবারও পথিক তাহাকে এক ধাক্কায় ভূশায়িত করিলেন। ক্রোধোন্মত্ত মিয়াজান বুঝিতে পারিল না যে, আততায়ী তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বলিষ্ঠ এবং কৌশলী। স্থূলবুদ্ধি মিয়াজান পুনরায় পথিকের প্রতি ধাবিত হইল। পথিক অচঞ্চল। পথিপার্শ্বে একটা পুষ্করিণী ছিল। এবার তিনি উভয় হস্তে মিয়াজানকে ধরিয়া, শূন্যে তুলিয়া, পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলেন।

পুষ্করিণীতে জল অধিক ছিল না। মিয়াজান সহজেই উঠিয়া আসিল। এই সময়ে তাহার প্রভুপত্নী আলোকহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, ভৃত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া, কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা পথিকের প্রতি দৃষ্টিপড়িবামাত্র সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি! বিনোদ বাবু! আপনি এখানে কেন? ব্যাপারখানা কি?"

বিনোদ বাবু যে, বিবি সাহেবের নব পরিচিত জাহাজের সেই আলাপী বন্ধু প্রতাপ বাবু, পাঠক বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হন নাই।

বিনোদ বাবু বা প্রতাপ বাবু কহিলেন, "ব্যাপার কি আমিও ঠিক জানি না। সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। আকাশে মেঘ দেখিয়া, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিবার জন্য এই পথ দিয়া দ্রুত যাইতেছি, এমন সময়ে সহসা এই লোকটা আসিয়া আমায় আক্রমণ করিল? লোকটা কি পাগল না কি?"

মিয়াজান দেখিল, বাবু বিবির পরিচিত। অন্ধকারে লোক চিনিতে না পারিয়া, এই অন্যায় কাজ করিয়া বসিয়াছে। সে যুক্তকরে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুলজার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিয়া, হাস্য করিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "মন্দ নয়! মিয়াজান তাহা হইলে আমাকে সেই বদমায়েস ভিক্ষুক ঠাওরাইয়াছিল!"

এই সময়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষলতা দোলাইয়া, রাস্তার ধুলি উড়াইয়া, ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ সূচিত করিল।

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "ঝড় আসিতেছে, তবে আমি এখন আসি।"

হাসিয়া গুলজার কহিল, "বিলক্ষণ! এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া, কেহ কি রাস্তায় বাহির হয়? আসুন।"

প্রতাপ বাবু দুই তিনবার মৌখিক আপত্তি করিলেন, অবশেষে বিবি সাহেবের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে পড়িয়াই যেন তাহার সহিত, তাহার বাগান বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র খুব প্রবলবেগে ঝড় উঠিল।

জেলেখা তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহার মুখ দিয়া ভয় কি বিস্ময়ের—কিসের ঠিক বলা যায় না—একটী অস্ফুট নিনাদ বহির্গত হইল। গুলজার তাড়াতাড়ি কহিল, "কি হইয়াছে বহিন? অমন করিলে কেন?"

জেলেখা কহিলেন, "ও কিছুই নয়—হঠাৎ মেঘ ডাকাতে প্রাণটা চমকাইয়া উঠিয়াছে!"

প্রতাপ বাবু বুঝিলেন, কুমারীর ও কথাটা ঠিক নয়। মেঘগর্জ্জনে যে, তাঁহার হৃদয় চাঞ্চল্য বা মুখ হইতে সে অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হয় না, ইহা নিশ্চিত। গুলজার প্রতাপ বাবুকে তাহার পরিচিত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল। জেলেখা আর কিছু না বলিয়া, কক্ষবাতায়ন বন্ধ করিয়া, একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

এই সময়ে কঠোর মেঘ গর্জ্জনের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গুলজার প্রতাপ বাবুকে কহিল, "একটু বসুন,—রান্নাঘরের দরজা জানালা খোলা আছে, বন্ধ করিয়া আসি,—নচেৎ সব ভিজিয়া যাইবে।"

গুলজার প্রস্থান করিবামাত্র জেলেখা কহিল, "আপনার কি সাহস! কি সাহসে আপনি এখানে আসিলেন? আমি আপনাকে চিনিয়াছি!"

প্রতাপ। আমায় চিনিয়াছ? কে আমি?

জেলেখা। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনিই না ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া, আমার সহিত কথা কহিয়া গেলেন?

প্রতাপ। আমি! আমাকে কি ভিক্ষুকের মত দেখায়? কি বলিতেছ তুমি?

জেলেখা। কেন বৃথা ভাঁড়াইতেছেন? আমি আপনার চোখ দেখিয়াই চিনিয়াছি! নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, আপনি এখানে আসিয়াছেন!

প্রতাপ। উদ্দেশ্য আবার কি?

জেলেখা। প্রকাশ করিয়া বলুন—আপনি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, নচেৎ আমি সব প্রকাশ করিয়া দিব।

সহসা প্রতাপ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সত্যই জেলেখা! আমি এখানে বিনা উদ্দেশ্যে আসি নাই। আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু বই, শত্রু নই।"

বিস্মিত হইয়া, কুমারী কহিল, "আমার বন্ধু! আপনার সহিত কোন কালেই ত আমার আলাপ নাই। ইহার পূর্ব্বেও, আপনাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া, মনে পড়িতেছে না। তদ্ভিন্ন, আমার জানা-শুনার মধ্যে এমন কোন লোক নাই, যিনি মুহূর্ত্তে এরূপ আশ্চর্য্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন!"

প্রতাপ। সময়ে আমি সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিব। আপাততঃ তুমি গোলযোগ করিয়া, তোমার নিজের স্বার্থের হানি করিও না।

জেলেখা। সমস্ত বিষয়ই আমার কেমন রহস্যময় বলিয়া, বোধ হইতেছে। গুলজারও বোধ হয়, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে,—নতুবা আপনাকে তাহার পরিচিত বলিয়া, পরিচয় দিবে কেন?

প্রতাপ। না, সে আমার প্রকৃত পরিচয় জানে না—বা আমিই যে, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ভিক্ষুকের বেশে আসিয়াছিলাম, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই।

জেলেখা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু এই সময়ে গুল-জার আসিয়া, উপস্থিত হওয়াতে, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

প্রতাপ বাবু ভাবিলেন, বুঝি এইবার সব গোল হইয়া যায়। কিন্তু জেলেখাকে স্থিরভাবে একপার্শ্বে বসিতে দেখিয়া বুঝিলেন, না—আর ভয়ের কোন কারণ নাই।

ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া, গুল-জার কহিল, "আপনাকে আজ এইখানেই রাত্রিবাস করিতে হইবে।"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "যে রকম গতিক, তাহাতে সেই রূপই বোধ হইতেছে।"

রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাঁহারা তিনজনে বসিয়া, কথাবার্ত্তা কহিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া, গুলজার জেলেখাকে লইয়া, ভিন্ন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে গেল,—প্রতাপ বাবু সেই স্থানেই শুইয়া পড়িলেন।

সহসা তাঁহার নিদ্রা আসিল না। শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাকে দেখিয়া ত বন্দিনী বলিয়া বোধ হয় না! কি মোহ-মন্ত্রে ইহাকে এখানে রাখিয়াছে? জেলেখার মনের মধ্যে যে, বিশেষ কোন ভাবনা চিন্তা বা দুঃখ আছে—তাহা ত তাহার বাহ্য আকারে বোধ হয় না! সে যে, বিশেষ সংসারজ্ঞাননভিজ্ঞ এবং অচতুর তাহাও তাহার কার্য্যকলাপে এবং কথাবার্ত্তায় বোঝায় না,—বরং আমার বিশ্বাস, সে খুব চতুরা এবং বুদ্ধিমতী। যাহাই হউক, তাহার সহিত আর একবার

নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইলে, সবই বোঝা যাইবে। আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, আমাকে আরও কতকগুলি বিষয়ের মর্ম্মভেদ করিতে হইবে।”

সে রাত্রি একপ্রকার তিনি জাগিয়াই কাটাইয়া দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শঠের বাহাদুরি।

রাত্রি প্রভাত প্রায়। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। নিশার অন্ধকার অপসারিত করিয়া, ঊষার আলোক ধীরপদবিক্ষেপে ধরণীপৃষ্ঠে নামিয়া আসিতেছে। উপবনবিহারী বিহগকুল সিক্ত-পত্র বৃক্ষশাখায় বসিয়া, দুর্য্যোগময়ী নিশার অবসান হওয়াতে, আনন্দ-প্রফুল্লকণ্ঠে দিনদেবের সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। প্রতাপ বাবু শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং বাগানের মধ্যে আসিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুলিসের কার্য্যে থাকিয়া, এ বয়সে তিনি এরূপ ভাবের ঘটনা অনেক দেখিয়াছেন,—ইহা অপেক্ষা অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন কিন্তু চক্রান্তকারীর চক্রে পড়িয়া, যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া এবং জগতের চক্ষে মরিয়া,—এরূপ স্থির, শান্ত, প্রফুল্লভাবে জেলেখার মত কাহাকেও নির্ব্বাসনে দিনাতিবাহিত করিতে দেখেন নাই। তিনি এই সব বিষয় ভাবিতেছেন আর ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতেছেন, সহসা পুষ্করিণীর প্রান্তবর্ত্তী লতাকুঞ্জে

কোন রমণীর শুভ্রবাসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। রমণী প্রৌঢ়া গুলজার, কি যুবতী জেলেখা, তাহা উষার সেই আলোক-আঁধারের মধ্যে নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, জেলেখা।

জেলেখাও তাঁহাকে দেখিয়া, সেই নিভৃত লতাকুঞ্জের মধ্যে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিল। কুঞ্জাভ্যন্তরে পাষাণ-বেদিকা ছিল। উভয়ে তথায় উপবেশন করিলে, জেলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বলুন, এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?"

প্রতাপ। তোমার অনুসন্ধানে।

জেলেখা। কে পাঠাইয়াছে?

প্রতাপ। ফুলবিবি।

জেলেখা। বিশ্বাস করি না।

প্রতাপ। সত্যই তাই।

জেলেখা। আপনি তাহা হইলে, একজন চর?

প্রতাপ। হাঁ—গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী।

জেলেখা। গোয়েন্দাপুলিস—ডিটেক্টিভ?

প্রতাপ। হাঁ।

জেলেখা। তাহা হইলে, আমাকে খুন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, আপনি জানেন?

প্রতাপ। না।

জেলেখা প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিল। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "তুমি যে, কোন একটী রহস্যপূর্ণ,

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার নায়িকা, তাহা আমি জানি। তুমি যখন মৃতবৎ পড়িয়াছিলে, আমি তোমায় দেখিয়াছি।"

সেই লোমহর্ষণ ঘটনা—সেই অজ্ঞানাবস্থা স্মরণ হওয়াতে, জেলেখা শিহরিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর সহাস্য মুখ বিশুষ্ক এবং মলিন হইয়া গেল। বিষণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যখন মড়ার মত পড়িয়াছিলাম, আমার মুখাবরণ খুলিয়া, আপনাকে দেখাইবার সময়, সে লোকটার মুখ দেখিয়া, আপনার মনে কি কোন সন্দেহ হয় নাই? তাহার মুখের কি কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই?"

প্রতাপ। ঘটিয়াছিল বৈ কি! আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহার মত ধূর্ত্ত, শঠ আর নাই। এ কার্য্য তাহারই—নিজে এই কর্ম্ম করিয়া, এখন সমস্ত অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে।

জেলেখা। হায়! সত্যই আমি কেন মরিলাম না! কেন এ যন্ত্রণা সহিতে আমি বাঁচিয়া রহিলাম!

প্রতাপ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। জেলেখার সে স্বর বড়ই বিষাদমাখা—বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখভরা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মৃত্যুকামনা করিতেছ?"

সুন্দরী সহসা মনের আবেগবশতঃ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ডিটেক্টিভ বাবুর দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া কহিল, "কেন মরিতে চাহিতেছি? মরিলে ভাল হইত, কেন বলিলাম? আপনি কি এখনও বুঝিতে পারেন নাই? আপনার কথা শুনিয়া, আপনার মুখ দেখিয়া, আপনাকে একজন সরলপ্রকৃতির সৎ মনুষ্য বলিয়াই, আমার ধারণা জন্মিয়াছে!"

প্রতাপ। তোমার ধারণা মিথ্যা নয়।

জেলখো। আপনি সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও বলিতেছেন, কেন আমি বলিলাম, মরিলে ভাল হইত?

প্রতাপ। প্রকৃতই যে তোমার মৃত্যু হয় নাই—মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াও যে, তুমি ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছ, তজ্জন্য তোমার বরং আনন্দিত হওয়াই উচিৎ। এখন তুমি ধূর্ত্ত বদমায়েসের ঘৃণিত চক্রান্ত-জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, মর্ম্মাহত বিষণ্ণ বান্ধবের হৃদয় আনন্দধারায় সিক্ত করিতে পারিবে।

জেলেখা। না—না—তাহা কথনই হইতে পারে না। আমি কথনই ইয়াকুব আলিকে বিবাহ করিতে পারিব না। সত্য সে আমার মহোপকার করিয়াছে—আপন জীবন বিপন্ন করিয়া, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—সত্য ইহাতে তাহার কোন স্বার্থ নাই—কিন্তু আমি তাহার পত্নী হইতে পারিব না। তাহাকে আমার বন্ধুত্ব—আমার ভগ্নীস্নেহ লইয়াই, সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমি জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না এ হৃদয় আর কাহাকেও দিতে পারিব না—সুতরাং আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না। যেখানে ভালবাসা নাই—যেখানে হৃদয়ের টান নাই—সেখানে বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রতাপ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। এতক্ষণের পর, সেই নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে আলোকের একটু ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাইলেন। কহিলেন, "আমি তোমাকে ইয়াকুবকে বিবাহ করিবার জন্য কথন অনুরোধ বা পরামর্শ দিব না।"

কুমারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "মহাশয়!

আপনি হয়ত আমায় লজ্জাহীনা ভাবিবেন। ভাবুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। যে জীবন্মৃত—যে আত্মীয় স্বজনের চক্ষে—পরিচিত ব্যক্তি মাত্রের নিকট মরিয়াছে, তাহার আবার লজ্জা কিসের। হায় আমি তাহাকে কতই না ভালবাসিয়াছিলাম! আমার প্রথম যৌবনের ভালবাসার কুসুমচন্দনে কতই না তাহার আরাধনা করিয়াছিলাম! কিন্তু তাহার এই কি পারিণাম? যাহাকে আমার দেবতা বলিয়া জ্ঞান ছিল, যে আমার চক্ষে সরলচিত্ত সাধুর আদর্শ—যাহার হৃদয় দয়ামমতার উষ্ণ প্রস্র-বণ—যাহাকে আমি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম, তাহার কি এই ব্যবহার? ওঃ সে কি পিশাচ! কি নরকের কীট! যাহাকে আজীবন ভালবাসিবে বলিয়া, শতবার শপথবদ্ধ হইয়া ছিল, শেষে তাহারই প্রাণ লইতে উদ্যত! সে ঘটনা স্মরণ করিতেও আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়—আমার হৃদয়ের যাতনা ভাষায় ব্যক্ত করিতে উপযুক্ত কথা পাই না। যে সংসারে এত ছলনা—যে পৃথিবীতে মিথ্যা প্রবঞ্চনার এত অভিনয়—সেখানে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? এখন আমার মনে হইতেছে, স্বহস্তে আমি আমার জীবনের শেষ করিব। সাধে কি বলিতেছিলাম, আমি মরিলেই ভাল হইত! ইয়াকুব কেন তুমি আমায় বাঁচাইলে?”

প্রতাপ বাবু কুমারীর দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। কোন কথা কহিলেন না। জেলেখা পুনরায় কহিল, “সকলে জানিয়াছে, আমি মরিয়াছি। অত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত যে যেখানে আছে,—শুনিয়াছে আমার মৃতদেহের সমাধি হইয়া গিয়াছে। কেমন এ কথা সত্য কি না?”

প্রতাপ। হাঁ সত্য।

জেলেখা। আজীবন জগতের চক্ষে আমি মরিয়াই থাকিব। যে ব্যক্তি আমার অর্থের লোভে আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে আমার বিষয় সম্পত্তি লইয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ দখল করুক।

প্রতাপ। সহসা কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়। তুমি যাহা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিৎ।

জেলেখা। অনেক ভাবিয়াছি। ইহার অধিক ভাবিলে, আমি পাগল হইয়া যাইব। অদ্যই সন্ধ্যার পর আমি আমার তাবৎ সম্পত্তি তাহার নামে লেখা পড়া করিয়া দিব।

পুনরায় ডিটেক্‌টিভ বাবু কুমারীর মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে চাহিলেন। তাহার কথার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার পর ইয়াকুবকে কি তুমি বিবাহ করিবে?"

জেলেখা। না—কখনই না।

প্রতাপ। যাউক আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! আমি তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

জেলেখা। কেন? এ সন্তোষের হেতু কি?

প্রতাপ বাবু কুমারীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সত্য বলিব কি? ইয়াকুবের মত পাষণ্ড, পিশাচপ্রকৃতির লোক ধরাধামে পূর্ব্বে আর কখনও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।"

জেলেখা শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব

তিরোহিত হইয়া গেল। আরক্তিমগণ্ডে ক্রোধকর্কশকণ্ঠে কহিল, "ওঃ এতক্ষণে বুঝিয়াছি—আপনি আমার শত্রুর লোক! তাহার স্বপক্ষে আমার নিকট ওকালতি করিতে আসিয়াছেন!"

অবিচলিতকণ্ঠে প্রতাপবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার শত্রু? কাহাকে শত্রু ভাবিতেছ?"

জেলেখা। যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছে!

প্রতাপ। পুনরায় বলিতেছি, ফুলবিবি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে।

জেলেখা। কি জন্য?

প্রতাপ। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য।

জেলেখা তীব্র শ্লেষের সহিত কহিল, "আর বোধ হয়, ইয়াকুবের মত নিঃস্বার্থ, সৎসাহসী সদাশয় বন্ধুকে—নীচমনা পিশাচেরও অধম প্রতিপন্ন করিতে?"

প্রতাপ। এ কথা যে সত্য, আমাদের বিশ্বাস ছিল—তুমি নিজেই সহজে অনুভব করিতে পারিয়াছ।

জেলেখা। কি করিয়া এ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিব? সেই হৃদয়বান ব্যক্তি যদি দয়া করিয়া, আমার উদ্ধার সাধন না করিত, জীবন্তে সমাহিত হইয়া, কবরের মধ্যে কি যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইত, বলুন দেখি?

প্রতাপ বাবু হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জেলেখা কহিল, "হায়! ধাইমা কি বিষম প্রতারিতই হইয়াছে!"

প্রতাপ। কাহার দ্বারা?

জেলেখা। যে আমাকে জীবন্তে কবর দিয়া আসিয়াছিল।

প্রতাপ। কে সে? তাহার নাম কি?

শিহরিয়া, মৃণালসদৃশ ভুজবল্লী আন্দোলিত করিয়া, জেলেখা কহিল, "তাহার নাম আমার জিহ্বায় আর এ জন্মে বাহির হইবে না!"

প্রতাপ বাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কুমারী! ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছি। পাষণ্ডের নারকীয় ষড়যন্ত্রের শেষ সফলতা আমি ব্যর্থ করিয়া দিব। জেলেখা! তুমি বুদ্ধিমতী হইলেও, সরলা সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা। আমি তোমার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং তোমার মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিতেছি, ইহার পর চিন্তা করিয়া, আজীবন তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এখন আমি যাহা বলিতেছি শোন,—তুমি ইয়াকুব আলির চক্রান্তে পড়িয়া, তাহার প্রবঞ্চনাপূর্ণ মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদের প্রতি অন্যায় অবিচার করিতেছ।"

আন্তরিক ঘৃণায় সুন্দরীর সুন্দর মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। কহিল, "এখনও কি আপনি বলিতে চাহেন, ফুলবিবি আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছে?"

প্রতাপ। হাঁ।

জেলেখা। আপনিও প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। নচেৎ যে ব্যক্তি আমার জীবন হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার নিরপরাধিতায় আমার বিশ্বাস জন্মাইতে আপনি আসিবেন কেন?

প্রতাপ। আমি প্রবঞ্চিত হই নাই। তুমিই ঘোর প্রতারিত হইয়াছ। নচেৎ যে তোমায় হত্যা করিতে গিয়াছিল, যে তোমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়', তোমাকে পথের ভিখারিণী সাজাইতে বসিয়াছে,—তাহাকে বিশ্বাস করিবে কেন?

জেলেখা হৃদয়ের উদ্বেগবশতঃ প্রতাপ বাবুর হাত ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আপনি কে মহাশয়? সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে?"

প্রতাপ। তোমার নিকট আমার আত্মগোপন করিবার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার নাম বলিলে কি আমায় চিনিতে পারিবে? আমার নাম প্রতাপ চাঁদ রায়!

জেলেখা। প্রতাপচাঁদ রায়—সেই দেশবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ?

প্রতাপ। বিখ্যাত কি অবিখ্যাত সে পরিচয় আমার মুখে ভাল শুনায় না কিন্তু আমিই সেই লোক।

জেলেখা। আপনি ইয়াকুবকে পাষণ্ড বলিতেছেন?

প্রতাপ। এখনও বলিতেছি।

জেলেখা। আমি জানি, আপনার মত লোকের মুখ দিয়া, কখনই এমন কথা বাহির হইবে না—যাহা আপনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

প্রতাপ। প্রকৃতই তাই।

জেলেখা। যদি ইয়াকুব আলি পাষাণ্ড, শঠ হয়, নিশ্চয়ই অপর ব্যক্তি নির্দ্দোষী, সাধু?

প্রতাপ। নিশ্চয়ই! অজাতদন্ত, দুগ্ধপোষ্য কোন বালকের দ্বারা তোমার যেমন কোন অপকার সম্ভবে না—সে যেমন নিষ্পাপ,—উপস্থিত ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিও সেইরূপ নিরপরাধ!

জেলেখা। যাহা বলিলেন, তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন?

প্রনাপ। খুব পারিব।

জেলেখা। কেমন করিয়া, কাহার দ্বারা আপনি প্রমাণ করিবেন?

প্রতাপ। ইয়াকুব আলির দ্বারাই অপরের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া দিব। ঐ ব্যক্তিই তোমার পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া, তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের বিষয় সব বলিবে।

জেলেখার মুখ দিয়া সহসা বাক্য নিঃসরণ হইল না। তাহার তাৎকালিক মুখ দেখিয়া প্রতাপ বাবু বুঝিতে পারিলেন, তাহার হৃদয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা যাতনা হইতেছে। সুন্দরী বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিল, "আপনি বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন! সমস্তই যেন আমার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে!"

প্রতাপ। আজিম উদ্দিনের সততা এবং ন্যায়পরতায় তোমার যে, এতদূর সন্দেহ হইয়াছে, ইহাই আমার বড় আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে।

কুমারী আর আত্মদমন করিতে পারিল না। হৃদয়ের রুদ্ধ-বেগ আর চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। গলদশ্রুলোচনে প্রতাপ বাবুর পদতলে বসিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "মহাশয়! আমার সহিত ছলনা করিবেন না। আজিম উদ্দিন যে নির্দ্দোষী, প্রমাণ প্রয়োগে আমাকে বুঝাইয়া দিন। তাহাকে প্রবঞ্চক, নরহন্তা, দস্যু ভাবিয়া তাহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই ক্ষণেই আমি আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিব!"

প্রতাপবাবু তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া কহিলেন, "জেলেখা তুমি আমার কন্যাপ্রতিম। তোমার সহিত ছলনা-চাতুরি আমার সম্ভবে না। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আজিম উদ্দিন যে, এ ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিষ্পাপ,

তাহা আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদন করিয়া দিব। ইয়াকুব আলি শঠের শিরোমণি—প্রবঞ্চকের গুরু। তাহার মত পিশাচ পৃথিবীতে আর কখনও জন্মে নাই। তাহারই চক্রান্তে পড়িয়া, তোমার প্রণয়ী, তোমার ভাবী স্বামী আজি এই বিপদগ্রস্ত। তাহাকে হত্যাকারী সপ্রমাণ করিবার জন্য, ইয়াকুব এই নারকীয় চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার বন্ধু বাবর আলি নানাপ্রকার দ্রব্যগুণে অভিজ্ঞ। সেই পাষণ্ডই এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেয়। তাহারই ফলে কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার দেহে জীবনীশক্তির গতি রুদ্ধ হয়। ইয়াকুব আমাকেও ষড়যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া, আমারই দ্বারা আজিম উদ্দিনকে দোষী সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি তাহার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হই নাই—আমি তাহার ধূর্ত্ততা ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

এই সময়ে লতাকুঞ্জের বাহিরে কিসের একটা শব্দ হইল। প্রতাপ বাবু লাফাইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কে একজন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

প্রতাপ বাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "কে একজন বাহিরে দাঁড়াইয়া, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া গেল।"

জেলেখা। যাউক—আমি তাহাতে ভয় করি না।

প্রতাপ। আমারও যে বিশেষ কিছু ভয়ের কারণ আছে—তাহা বলিতেছি না। যাউক,—গুলজার বিবি কেমন লোক?"

জেলেখা। খুব ভাল লোক—আমি এখানে যতদিন

আছি, আমার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করে নাই। শুনিয়াছি, ইয়াকুবের কি রকম দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী হয়।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা। ও বাবর আলির রক্ষিতা বেশ্যা। এখন আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই, কবর হইতে উদ্ধার হইবার পর, কি কি ঘটিয়াছে।

কবরের নাম শুনিবামাত্র, পুনরায় জেলেখার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে প্রতাপ বাবু কহিলেন, "তোমার ভয় করিবার কোন কারণ নাই। তোমাকে উদ্ধার করিবার আরও লোক ছিল। তবে তাহারা সময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তাহাদের পূর্ব্বেই, চক্রীরা তোমায় বাহির করিয়া আনিয়াছিল।"

জেলেখা। তাহারা বলিতেছেন—কে কে তাহারা ?

প্রতাপ। আমি এবং তোমার ধাত্রী ফুলবিবি।

জেলেখার চক্ষে জল আসিল। মুখে কোন কথা বলিল না। অশ্রুসিক্ত আঁখিপদ্ম তুলিয়া, কৃতজ্ঞতাভরে একবার প্রতাপ বাবুর স্নেহপ্রবণ মুখের দিকে চাহিল মাত্র।

কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। পরে জেলেখা চক্ষু মুছিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজিম উদ্দিন কি জানে, আমি বাঁচিয়া আছি ?"

প্রতাপ। জানে।

জেলেখা। আমি এতদিন কেন তাহার নিকট ছুটিয়া যাই নাই—ইহাতে সে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই ?

প্রতাপ। তাহার বিশ্বাস—তুমি বন্দিনী! তুমি যে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছ—তুমি যে তাহাকে নরঘাতী—

দস্যু বলিয়া, বুঝিতে পারিয়াছ, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

জেলেখা। যদি আপনার সকল কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমি কি ঘোর চক্রান্তের মধ্যেই পড়িয়াছি!

প্রতাপ। আমি তোমায় যাহা বলিলাম, ইহার মধ্যে বিন্দু বিসর্গও মিথ্যা নাই।

জেলেখা। ওঃ! কি শঠতা! কি প্রবঞ্চনা! যে আমাকে বিষ দিল, যে আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল,—সেই আবার আমার নিকট আমার জীবনরক্ষাকারী বলিয়া, বাহাদুরি লইল!

প্রতাপ। আমি তোমার প্রথম জীবনের দুই চারিটী বিষয় এবং উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি জান, শুনিতে চাই।

কুমারী প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বলিতেছি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ভঞ্জন।

জেলেখা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "আজিম উদ্দিন আমার মামাত ভাই। শৈশব হইতেই আমরা এক সঙ্গে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হই। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসারও বৃদ্ধি হয়। তদ্দর্শনে আমার

পিতা তাহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। আজিম উদ্দিন পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতা যে উইল করিয়া যান, তাহাতে আমার মৃত্যু হইলে, আমার ভাবী স্বামী আজিম উদ্দিন যাহাতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকার পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যান।"

এই স্থানে প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতা যে উইল বা দানপত্র করিয়া যান, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ কি ?"

জেলেখা। না।

প্রতাপ। তবে কেমন করিয়া জানিলে, তাহাতে উক্ত প্রকার লিখিত আছে ?

জেলেখা। আমার খুড়তত ভাই ইয়াকুবের মুখেই এ সমস্ত শুনিয়াছি।

প্রতাপ। সে তোমায় মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তোমার পিতার উইলে আজিম উদ্দিনের কোন সাক্ষাৎ বা নিকট সম্বন্ধ নাই।

জেলেখা। তাহা যদি না থাকে, আমাকে খুন করিবারও তাহার কোন অভিসন্ধি না থাকিতে পারে।

প্রতাপ। সে যে প্রকার সাধুপ্রকৃতি এবং সরলচিত্ত, তোমার মৃত্যুতে তাহার কোন স্বার্থ বা বিশেষ লাভ থাকিলেও, সে কখনই এ প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত না।

জেলেখা। তাহাকে সরলচিত্ত, সাধুপ্রকৃতি কেমন করিয়া বলিতেছেন ? সাধু সরল ব্যক্তিরা কি রমণীর অন্তর, যুবতীর ভালবাসা লইয়া খেলা করে ? না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভঙ্গ করে ?

প্রতাপ। কেন, আজিম উদ্দিন তোমার নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিয়াছে? কিসে সে তোমার নিকট বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে?

জেলেখা। বিবাহ করিয়া।

প্রতাপ। বিবাহ করিয়া! ভাল বুঝিলাম না!

জেলেখা। আজি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যাহাকে আজীবন জীবনসঙ্গিনী করিয়া রাখিব বলিয়া, কতশত শপথ করিয়াছে,—তাহাকে ত্যাগ করিয়া, অন্য রমণীর পাণীগ্রহণ করিলে, সেটা কি পুরুষের পক্ষে বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য হয় না?

প্রতাপ। পাঁচশ' বার হয়। কিন্তু আজিম উদ্দিন আর কাহাকেও বিবাহ করে নাই।

জেলেখা। বলেন কি! বিবাহ করে নাই? আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করিব—কিন্তু এ কথায় আমার প্রত্যয় হইবে না।

প্রতাপ। কেন?

জেলেখা। ইয়াকুবের গল্পের এ অংশ ধ্রুব সত্য। আমাকে মোল্লার নিকট লইয়া গিয়াছিল।

প্রতাপ। কোন্ মোল্লা?

জেলেখা। যে মোল্লা আজিম উদ্দিনের বিবাহ দিয়াছে।

প্রতাপ। সে আজিম উদ্দিনকে কি প্রকারে চিনিল?

জেলেখা। আজিম উদ্দিন গোপনে উক্ত মোল্লার বাটীতে একটী কামিনীকে আনিয়া, বিবাহ করিয়া যায়। আজিম উদ্দিনের ফটোগ্রাফ দেখিবামাত্র মোল্লা সাহেব চিনিতে পারিলেন।

যে কামিনীর সহিত বিবাহ হইয়াছে—তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। সেও সকল কথা স্বীকার করিয়াছে।

প্রতাপ বাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুমারী কিছু অপ্রতিভ হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতাপবাবু কহিলেন, "একে তুমি সরলা, তাহাতে প্রেমবিমূঢ়া,—তাই শঠের এ চাতুরি ধরিতে পার নাই। তুমি অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। আজিম উদ্দিনের হৃদয় জেলেখাময়—তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, মনের যাবৎ অনুরাগ এক জনেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সে ভালবাসায়—সে অনুরাগে আর দ্বিতীয়ের অধিকার নাই।"

কুমারীর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। চক্ষে জল আসিল। বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিল, "আপনার কথায় আমার অন্তরের অন্ধকার যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া—সেখানে সত্যের আলোক প্রতিভলিত হইতেছে। আজ আপনি আমার মহোপকার করিলেন। সত্যই আজীবন আমি আপনার চরণে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিলেও, এ ঋণের কণামাত্র শোধ করিতে পারিব না।"

প্রতাপ। সে জন্য তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না। তাহার পর কি হইল বল? তোমার দয়ার্দ্রচিত্ত খুড়তত ভাইটী তোমার মৃতবৎ প্রতীয়মান হইবার কি কারণ নির্দ্দেশ করিল বল?

জেলেখা। ইয়াকুব আমাকে বলিয়াছে, আজিম উদ্দিনের প্রদত্ত একটী লেবু খাইয়াই, আমি ঐরূপ হইয়াছিলাম। তাহার

পর বাবর আলি কি একটা প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া, আমার জীবন সঞ্চার করে।

প্রতাপ। ওঃ পাপিষ্ঠদের কি গভীর চক্রান্ত!

জেলেখা। কিন্তু আজিম উদ্দিন আমাকে যে, একটা লেবু দিয়া গিয়াছিল, এ কথা সত্য। সেই লেবু খাইবার পর, কবর হইতে উদ্ধার হওয়া পর্য্যন্ত—এই যে সময়, ইহার মধ্যে কি ঘটিয়াছে,? না ঘটিয়াছে, আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না।

প্রতাপ। আচ্ছা লেবু খাইবার পর, আর কোন ঘটনাই কি তোমার মনে পড়ে না। তাহার পর আর কোন কার্য্যই কি তুমি কর নাই?

জেলেখা। কেবল একবার একটী ফুল শুথিয়াছিলাম মাত্র।

প্রতাপ। ফুলটী কোথায় পাইয়াছিলে? কে দিয়াছিল?

জেলেখা। কেহ দেয় নাই। আমার শয়ন কক্ষে বিছানায় পড়িয়াছিল।

প্রতাপ। সেই ফুলেই তীব্র হলাহল ছিল। তাহার আঘ্রাণেই তোমার জীবনীশক্তির গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। বাবর আলি ঐ বিষ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

জেলেখা। ওঃ কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!

প্রতাপ। এক্ষণে আর একটী বিষয় শোন, তাহা হইলে ইয়াকুব আলির অপরাধ সম্বন্ধে তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে। সে একখানা জাল উইল বাহির করিয়া, তোমার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তোমার বাটীতেই বাস করিতেছি।

জেলেখা স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার

পর কহিল, "এত দূর! আমি স্বপ্নেও তাহার কার্য্যে মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করি নাই। আজিম উদ্দিন খুনে—আজিম উদ্দিন তস্কর—ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইয়াকুবের এই ষড়যন্ত্র। তাহাকে আমার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহার এই চক্রান্ত। আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, আমাকে পথের ভিখারী সাজাইবার জন্য তাহার এই সরলতার অভিনয়। তাহার চক্রান্তে পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, আজিম উদ্দিন আমার অর্থের লোভেই আমাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পাছে পুনরায় সে মহাপাপে লিপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমি আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক তাহাকে দান করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি ইয়াকুবের নামে লেখাপড়া করিয়া দিব, তাহার পর ইয়াকুব আবার উহা আজিমকে লিখিয়া পড়িয়া দিবে,—এইরূপই বন্দোবস্ত হইয়া আছে।

প্রতাপ। এ লেখাপড়া কবে হইবে?

জেলেখা। আজ সন্ধ্যার পর।

প্রতাপ। তাহা হইলে, ইয়াকুব আজ এখানে আসিবে?

জেলেখা। হাঁ।

প্রতাপ। সে কখনই ঐ বিষয় আজিমকে দিত না। সর্ব্বপ্রথমে তোমার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবার জন্য যে জাল বিস্তৃত করিয়াছিল, আমি উপস্থিত হওয়াতে, সে চক্রান্ত ব্যর্থ ভাবিয়া, এখন এই প্রকারে অর্দ্ধেক বিষয় হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।

এতক্ষণে জেলেখার চোখ ফুটিল। সকল বিষয় উত্তমরূপে

বুঝিতে পারিল,—এক্ষণে আর ইয়াকুবের শঠতায় তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া, প্রতাপ বাবুর সহিত জেলেখার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর তিনি উঠিয়া, গুলজারের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। জেলেখা সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

মিয়াজান কোন কার্য্যবশতঃ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া, লতাকুঞ্জে জেলেখা এবং প্রতাপ বাবুকে দেখিয়া, তাহার স্বামিনীকে সকল কথা বলে। তদনুসারে গুলজার কুঞ্জবাহিরে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের অধিকাংশ কথাবার্ত্তা শুনিয়া যায়।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একখানা কাগজে ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক ছত্র লিখিয়া, মিয়াজনকে মল্লিকপুরে পাঠাইয়া দেয়। তাহার পর, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়।

প্রতাপ বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, গুলজার বিবি কহিল, "আর কেন, তোমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ত, এইবার আমার বাড়ী হইতে দূর হও!"

প্রতাপ। কেন? কি করিয়াছি আমি?

গুলজার। কি করিয়াছ তুমি! তুমি শঠ, প্রবঞ্চক!

আর তোমার চালাকি এখানে খাটিবে না। আমি তোমায় চিনিয়াছি।

প্রতাপ। কে বল দেখি?

গুলজার। তুমিই সেই আজিম উদ্দিন—খুনে! ঘাতুক! এখন বাঙ্গালি সাজিয়া, নাম ভাঁড়াইয়া—এখানে আসিয়াছ! আমি কি কিছু বুঝি না!

প্রতাপ। না, বিবি সাহেব! তুমি কিছুই বোঝ নাই। আমি প্রকৃতই বাঙ্গালী। আমি আজিম উদ্দিন নহি। সুতরাং শঠ প্রবঞ্চকও নহি।

গুলজার। তবে কে তুমি?

প্রতাপ। সময়ে জানিতে পারিবে। এখন আর একটা কথা, আজিম উদ্দিন একজন ভদ্রলোক, তাহাকে খুনে ডাকাত বলিয়া, অভিহিত করিতেছ কেন?

গুলজার। কেন, সে খুনে ডাকাত নয়?

প্রতাপ। না।

গুলজার। সে জেলেখাকে বিষ দিয়া, মারিতে যায় নাই? তাহার মত নিষ্ঠুর পিশাচ আর আছে নাকি?

প্রতাপ। সত্যই কি তাহার প্রতি তোমার ঐ রকম ধারণা?

গুলজার। তুমি বুঝি তাহার হইয়া, ওকালতি করিতে আসিয়াছ?

প্রতাপ। তাহার হইয়া ওকালতি করিতে না হউক,—ইয়াকুব আলি এবং তোমার উপপতি বাবর আলির প্রকৃত চরিত্র জেলেখাকে দেখাইতে আসিয়াছি।

গুলজার। ইয়াকুব আলির মত লোকের প্রতিও দোযা-

রোপ করিতে তুমি সাহস কর? তাহার মত সাধু, পরোপকারী আর দ্বিতীয় নাই!

প্রতাপ বাবু একটু হাসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর বাবর আলি কেমন লোক? বোধ হয়, অমন সদাশয়, ধর্ম্মপ্রাণ, সরলচিত্ত লোক তোমার চক্ষে আর কখনও পড়ে নাই?"

গুলজার কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "তাহার সম্বন্ধে ত কোন কথা আমি বলি নাই। আর, কে কেমন লোক, সে খোঁজ তোমার রাখিবারই বা দরকার কি?"

প্রতাপ। আমার ও একটা কেমন রোগের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি পরচর্চ্চা নহিলে থাকিতে পারি না। নচেৎ রামসুন্দর লালা এবং চাঁদ বিবির কথা মনে থাকিবে কেন!

গুলজার বিবির রাগরক্তিম মুখখানি বিশুষ্ক এবং মলিন হইয়া উঠিল। জড়িতকণ্ঠে কহিল, "কাহার কথা?"

প্রতাপ বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "চাঁদ বিবির কথা! জালিয়াৎ রামসুন্দর লালার উপপত্নীর।"

গুলজার ওরফে চাঁদ বিবি আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। প্রতাপ বাবুও সেখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকাতে, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। গুলজার যে, ইয়াকুবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়া গেলেন।

এ দিকে প্রতাপ বাবুর প্রস্থানের পর, জেলেখা এবং গুলজারে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার ফলে প্রতাপ

বাবুর এত পরিশ্রম, এত যুক্তিতর্ক মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। সরলহৃদয়া জেলেখা গুলজারের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, হিতে বিপরীত করিয়া বসিল। পাঠক যথাসময়ে তাহা পরিজ্ঞাত হইবেন।

এ দিকে প্রতাপ বাবু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্নানাহার সম্পাদন করিয়া লইলেন। তাহার পর, টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া, মল্লিকপুরে তারে একটী সংবাদ পাঠাইয়া, ষ্টীমারের ঘাটে গিয়া, হাজির হইলেন। যথাসময়ে জাহাজ আসিল কিন্তু ইয়াকুব আলির মত কোন লোককে নামিতে দেখিলেন না। সেখান হইতে রেল-ষ্টেশনে ছুটিলেন, ট্রেণ আসিল কিন্তু ইয়াকুব আসিল না। এইরূপে একবার ষ্টীমারের ঘাট ও একবার রেল-ষ্টেশন করিতে, দিনমান অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, বাদামতলার প্রমোদকুঞ্জের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, বাগানের ফটকের নিকট একখানা গাড়ী দণ্ডায়মান দেখিয়া বুঝিলেন, ইয়াকুব অন্য কোন উপায়ে,—সম্ভবতঃ নৌকাসহযোগে আসিয়া পৌছিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে চারিজন লোক অবতরণ করিল। গোপনে থাকিয়া প্রতাপ বাবু দেখিলেন, প্রথম ইয়াকুব, দ্বিতীয় বাবর, তৃতীয় মিয়াজান শেষ লোকটীকে তিনি চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার এখন পূর্ব্বদিনের মত ভিখারীর বেশ। তিনি অলক্ষিতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * * * * *

ইয়াকুব প্রভৃতি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গুলজারের নাম ধরিয়া, বিস্তর ডাকাডাকি করিল কিন্তু কাহারও কোন

সাড়াশব্দ পাইল না। তখন তাহারা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বহু অনুসন্ধান করিয়া বুঝিল, গুলজার এবং জেলেখা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের জিনিষপত্র কিছুই নাই—বাগান-বাটী শূন্য!

বাবর কহিল, "গতিক ভাল বোধ হইতেছে না। তাহারা কি সেই লোকটার সঙ্গে গেল, না কোথায় লুকাইয়া আছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

ইয়াকুব মাথা নাড়িয়া কহিল, "অসম্ভব! তাহা হইলে, সে আমাকে সংবাদ দিত না। ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা কারণ আছে। সে লোকটা যে, সেই গোয়েন্দা বেটা—তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই। কোনরূপে গন্ধ পাইয়া, এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে কিন্তু ইহারা গেল কোথা? তাহারা যে, তাহার কথায় ভুলিয়া, তাহার সঙ্গে গিয়াছে, এমন ত বোধ হইতেছে না!"

এ দিকে সকল ঘটনা জ্ঞাত হইয়া, প্রতাপ বাবুরও বিস্ময়ের পরিসীমা নাই। প্রথমতঃ তিনি মনে করিলেন, ইয়াকুবের অনুসরণ করিলে, তাহাদের সন্ধান পাইবেন কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাঁহার সে মৎলব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ইয়াকুব ও বাবর আলিকে সেই স্থানেই গ্রেপ্তার করিতে মনস্থ করিলেন। একবার বাগানের বাহিরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, যে কক্ষে ইয়াকুব প্রভৃতি বসিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র, ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? এখানে কেন?"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "এই বাড়ীর বিবি সাহেবকে খুঁজিতেছি। সন্ধ্যার সময় আসিতে বলিয়াছিলেন। কিছু—"

ভিক্ষুক যে ছদ্মবেশী, ইয়াকুব তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিল। বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া, ভিক্ষুকের পরচুল ধরিয়া টান দিল। প্রতাপ বাবু প্রথম হইতেই, তাহার অভিসন্ধি বুঝিলেও, কোনরূপ বাধা দিলেন না। কারণ আত্মপ্রকাশই এখন তাঁহার আবশ্যক।

ইয়াকুব পরচুল ধরিয়া টানিবামাত্র, প্রতাপ বাবু বামহস্তে তাহার একটা হস্ত চাপিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া, গুড়ুম করিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। এ ঘটনাটী এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাহিত হইল যে, উপস্থিত কেহ কাহাকে সাহায্য করিতে বা কাহারও কোন কার্য্যে বাধা দিতে মুহূর্ত্তমাত্র অবসর পাইল না।

ইয়াকুব হাত ছাড়াইতে না পারিয়া, কর্কশকণ্ঠে কহিল, "আমি তোকে চিনিয়াছি। এখনও বলছি, হাত ছাড়—নচেৎ তোর জীবন লইয়া, বাগান হইতে বাহির হওয়া—ভার হইবে।"

ইয়াকুব বন্ধুবান্ধবের দিকে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া চাহিল কিন্তু কাহারও পদমাত্র অগ্রসর হইবার, কি একটী হস্ত উত্তোলন করিবার সাহস হইল না। প্রতাপ বাবুর ছয়নলা পিস্তলের পাঁচটা নলে এখনও কালান্তকসদৃশ বজ্রাগ্নিভরা!

এই সময়ে বাহিরে কয়েকজনের দ্রুতপদশব্দ শ্রুত হইল। ভয়ার্ত্ত পাষণ্ডেরা চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত অপর দুইজনকে উপস্থিত। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "ইহাদিগকে বাঁধিয়া ফেল"।

বাবর আলি ছুরিকাহস্তে লাফাইয়া উঠিল কিন্তু প্রতাপ বাবুর সহযোগীকর্ত্তৃক পরমুহূর্ত্তে অস্ত্রচ্যুত এবং বন্দী হইল। জান খাঁ এবং অপর গুণ্ডার হাতেও হাতকড়া পড়িল।

প্রতাপ বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া, মল্লিকপুরের তাঁহার দুই সহযোগী ডিটেক্টিভ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ইয়াকুব আলি রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু কহিলেন, "আলি সাহেব! আর কেন সকল অভিসন্ধিই ত ব্যর্থ হইল,—এইবার দিনকতক অদৃষ্টের ফলাফল ভোগ করিয়া আইস!"

ইয়াকুব কহিল, "তুমি বিশ্বাসঘাতক! আমি বিশ্বাস করিয়া, তোমায় নিযুক্ত করিলাম, তুমি কিনা আমার বিরুদ্ধেই শেষকালে দণ্ডায়মান হইলে!"

প্রতাপ। আমি কোনকালেই তোমার কার্য্যে নিযুক্ত হই নাই। তুমি আমাকে প্রথমে লইয়া গিয়াছিলে বটে কিন্তু আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি নাই। প্রথম হইতেই তোমার উপর আমার সন্দেহ—সেই জন্য তুমি অগ্রিম টাকা দিতে চাহিলে, আমি লই নাই।

ইয়াকুব। জেলেখা কোথায়?

প্রতাপ। যেখানেই থাকুক,—শীঘ্রই তাহার প্রণয়াস্পদের নিকট উপস্থিত হইবে।

ইয়াকুব। আমি তোমার সহিত গোপনে দু চারিটী কথা কহিতে ইচ্ছা করি।

প্রতাপ বাবু ইঙ্গিত করিলেন। সহযোগীদ্বয় অপর বন্দী

দুইজনকে লইয়া বাহিরে গেলেন। ইয়াকুব কহিল, "এখন আমায় লইয়া কি করিবে?"

প্রতাপ। চালান দিব।

ইয়াকুব। এখনও আমায় যদি সাহায্য কর, তোমার অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইবে।

প্রতাপ। কি প্রকারে?

ইয়াকুব। জেলেখার সম্পত্তি প্রায় দুই লক্ষ। আমরা আধাআধি ভাগ করিয়া লইব।

প্রতাপ। আমি তোমার মত পাষণ্ড নই।

ইয়াকুব গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কহিল, "তুমি সাক্ষাৎ শয়তান। আমি জেলে যাই আর ফাঁসিকাষ্ঠেই ঝুলি, তাহাতে আমার আক্ষেপ নাই কিন্তু তোমার রক্তদর্শন করিয়া মরিতে পারিলাম না। এই জন্য আমার বড় দুঃখ রহিয়া গেল।"

প্রতাপ। আপাততঃ তাহার ত কোন উপায় দেখি না। এখন আমার দু একটী কথার উত্তর দিবে?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। না দিলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু দিলে অপরের উপকার হইত।

ইয়াকুব। কি?

প্রতাপ। প্রকৃত উইল কোথা?

ইয়াকুব। কেন, উকিলের কাছে।

প্রতাপ। হাঁ, তাহা জানি। কেনারাম সরকারী সাক্ষী হইয়া, তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এখন বল উইল কোথা?

ইয়াকুব দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। তাহার পর কহিল, "জেলেখার বাড়ীতেই আলমারির মধ্যে আছে।"

প্রতাপ। গুলজার বিবি তোমাদের ষড়যন্ত্রে কতখানি লিপ্ত আছে?

ইয়াকুব। সে প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার মধ্যে নাই। তাহাকে আমরা যেমন বুঝাইয়াছি, সে তেমনই বুঝিয়াছে। আমাদের আসল মৎলব সে জানিত না।

প্রতাপ। কেন, বাবর তাহার উপপত্নীকে কোন কথা বলে নাই?

ইয়াকুব। না।

প্রতাপ। জহর দত্তকে কে খুন করে?

ইয়াকুব। বাবর।

প্রতাপ। কবর দিবার কতক্ষণ পরে, জেলেখাকে তাহার কবর হইতে বাহির করিয়া আন?

ইয়াকুব। এক ঘণ্টার মধ্যে।

প্রতাপ। তাহাকে কি উপায়ে মৃতবৎ করিয়া রাখিয়াছিলে?

ইয়াকুব। বাবর একটা ঔষধ আঘ্রাণ করিতে দিয়াছিল।

প্রতাপ। কবরের মধ্যে জেলেখার স্থানে যে লাসটা রাখিয়া আসিয়াছিলে, তাহার আকৃতির সহিত, জেলেখার আকৃতির অত সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল? তাহাকে কোথায় পাইলে?

ইয়াকুব। জেলেখার পিতার এক উপপত্নী ছিল। সে তাহারই গর্ব্ভজাত।

প্রতাপ। তাহাকে খুন করিয়াছিলে ?

ইয়াকুব। না, জ্বরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার কবর হইতে তুলিয়া আনিয়া, তাহাকে জেলেখার কবরে স্থাপন করিয়াছিলাম। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

প্রতাপ। না।

তাহার পর, সকলে মিলিয়া, মল্লিকপুরে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

রাত্রি যখন বারটা, তখন প্রতাপ বাবু বাসায় উপস্থিত হইলেন। এখন জেলেখাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাঁহার কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু সে, রাত্রে আর অনুসন্ধানের কোন সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, তিনি আহারাদির পর, বিশ্রাম করিবার জন্য, শয্যায় শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গুলজার বিবি যে, জেলেখাকে লইয়া, মল্লিকপুরেই আসিয়া, কোন স্থানে লুকাইয়া আছে, ইহা তিনি অভ্রান্ত বুঝিয়াছিলেন।

ভাড়াটীয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরা তখনও ভাড়া খাটিতে

বহির্গত হয় নাই। তিনি প্রত্যেক আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া, সন্ধান লইতে লাগিলেন, গতকল্য কোন্ কোন্ গাড়ী ষ্টীমারের ঘাট এবং রেল ষ্টেশন হইতে আরোহী লইয়া, সহরের মধ্যে আসিয়াছে। অনেকেই উক্ত দুই স্থান হইতে আরোহী লইয়া আসিবার কথা স্বীকার করিল কিন্তু কেহই বলিল না যে, আমি দুইটী স্ত্রীলোককে অমুক স্থান হইতে, অমুক স্থানে আনিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর এক বুড় গাড়োয়ান কহিল, "আমি কাল দুইটী স্ত্রীলোক কে ষ্টীমারের ঘাট হইতে বেলতলার গলিতে রাখিয়া আসিয়াছি।"

প্রতাপ। কি জাতি বলিতে পার?

গাড়োয়ান। মুসলমান।

প্রতাপ। দুই জনই কি বুড়?

গাড়োয়ান। না হুজুর। একজন মধ্যবয়সী, অপর যুবতী। খুব বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হইল।

প্রতাপ। আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া চল, বকসিস মিলিবে।

প্রতাপ বাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট বাটীর সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রতাপ বাবু দেখিলেন, বাটীখানি বেশ্যালয়। এখন তাঁহার কোনরূপ ছদ্মবেশ ছিল না। তিনি বরাবর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে খুজিতেছেন মহাশয়?"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "কাল যে দুটী স্ত্রীলোক আসিয়াছে, তাহারা কোন ঘরে আছে?"

প্রৌঢ়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কৈ এ বাড়ীতে ত কেহ কাল আসে নাই!"

হাসিয়া প্রতাপ বাবু কহিলেন, "কেন লুকাইতেছ, আমি গুলজারের বাবু—আমার সহিত ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সন্ধানে সন্ধানে আমি এতদূর আসিয়াছি—কেন আমায় আর কষ্ট দাও।"

এবার প্রৌঢ়ার মুখে হাসি বাহির হইল। কহিল, "ওঃ তা এতক্ষণ বলিতে হয়। এস আমি দেখাইয়া দিই। মেয়েটা বড় রাগী—আগে আমার এই বাড়ীতেই ছিল। সঙ্গে তাহার আবার কে একটী বোন আসিয়াছে। মেয়েটীকে দেখিতে বেশ - থাকিতে থাকিতে দু পয়সা বেশ উপায় করিতে পারিবে।"

প্রতাপ বাবু কোন উত্তর করিলেন না। দ্বিতলের পার্শ্বের একটী কক্ষদ্বারে আসিয়া, প্রৌঢ়া ডাকিল, "ও গুলজার দরজা খোল। তোর বাবু আসিয়াছে।"

গুলজার দ্বার খুলিতে খুলিতে কহিল, "কৈ মুখপোড়া কৈ?—এ কি!"

প্রতাপ বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সবিস্ময়ে দুই তিন পা হাটিয়া গিয়া কহিল, "এ কি! এ কে?"

প্রতাপ বাবু কহিল, "কেন চিনিতে পারিলে না—আমিই সেই বিনোদ বাবু।"

জেলেখা শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল। গুলজার কহিল, "তুমি এখানে কেন?"

প্রতাপ। তোমাদের অনুসন্ধানে। কিন্তু আগে আমার কথায় উত্তর দাও, কাল তোমরা পলাইয়া আসিলে কেন?

গুলজার। তোমার কথায় বিশ্বাস করি নাই বলিয়া।

প্রতাপ। আজি বিশ্বাস করিবে?

গুলজার। অগ্রে ইয়াকুবকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি তাহার কথায় অবিশ্বাস করি না। সে আমায় মিথ্যা কথা বলে নাই।

প্রতাপ। কাল হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর নাই কেন?

গুলজার। সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। আমি তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারি।

গুলজার। কোথায়?

প্রতাপ। হাজতে।

গুলজার। হাজতে!

যুগবৎ গুলজার এবং জেলেখার মুখ দিয়া বাহির হইল, "হাজতে!"

প্রতাপ বাবু কহিলেন, "হাঁ।"

জেলেখা এতক্ষণ নীরব ছিল, এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি তাহার সকল দোষ স্বীকার করিয়াছে?"

প্রতাপ। করিয়াছে।

জেলেখা। আপনি এখানে আমাদের সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

প্রতাপ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের মত বুদ্ধিহীনা দুইটী রমণীকে এই সহরের মধ্য হইতে খুজিয়া বাহির করিবার আমার যদি ক্ষমতাই না থাকিবে, তবে ইহা অপেক্ষা জটিল মোকদ্দমায় লোকে আমাকে নিযুক্ত করিবে কেন?"

জেলেখা অপ্রতিভ হইল। প্রতাপ বাবু পুনরায় কহিলেন,

"এখন বোধ হয়, আমার কথায় আর কোন সন্দেহ নাই। এইবার আমার সহিত আসিবে কি? না, আবার কোথায় পলাইবে?"

উত্তরে গুলজার কহিল, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন। ইয়াকুব আলি যে, এমন পাষণ্ড তাহা আমি জানিতাম না। তাহার কথায় ভুলিয়াই, আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। জেলেখার কোন দোষ নাই।"

প্রতাপ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে এখন এস। দুইটী হৃদয় তোমাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া, কালযাপন করিতেছে।"

ফুলবিবি এবং আজিম উদ্দিনের কথা স্মরণ হওয়াতে, জেলেখার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তিন জনে সেই গাড়ীতে জেলেখার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কর্ণে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে দলে দলে, জেলেখাকে দেখিতে আসিল।

ফুলবিবি এবং আজিম উদ্দিনের নিকট সংবাদ যাইবা মাত্র তাহারা ছুটিয়া আসিল। সে আনন্দ—সম্মিলন বর্ণনা করা মানব লেখনীর সাধ্যাতীত।

ফুলবিবি জেলেখাকে বক্ষে ধরিয়া অশ্রুপ্লাবনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিল। জেলেখাও মাতৃপ্রতিম ধাত্রীর স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া, সকল অতীত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া গেল।

ফুলবিবি প্রতাপ বাবুকে দেখাইয়া কহিল, "দেখ মা! এই মহাপুরুষের সাহায্যেই আজ আবার আমরা তোমাকে

যমালয় হইতে ফেরৎ পাইলাম। তুমি বাঁচিয়া থাকিলেও আমাদের নিকট মরিয়াছিলে। তোমার উদ্ধারের জন্য, উনি যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম এবং যত্ন করিয়াছেন—কত প্রকারে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছেন, তাহা আর কি বলিব। উহাঁর ঋণ আমরা ইহজীবনে কিছুতেই শোধ দিতে পারিব না।”

এই বলিয়া ফুলবিবি আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু বাধা দিয়াও, তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলীর বিবরণ শুনিয়া যেমন বিস্মিত এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইল, তেমনি ইয়াকুব এবং বাবর আলির পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া, তাহাদের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

আজিম উদ্দিনও পুনঃ পুনঃ প্রতাপ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিচারে ইয়াকুব সুদীর্ঘ কালের জন্য কারাবাসে গেল। বাবর আলির ফাঁসি হইল। জানখাঁ প্রভৃতি খালাস পাইল। কেনারাম সরকারী সাক্ষী হইয়া, অপর দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও, তাঁহার ওকালতনামা কাড়িয়া লওয়া হইল।

গুলজার বিবি বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, তাহার পর হইতে জেলেখার সহিত এক বাটীতে বাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই মাস পরে জেলেখার সহিত আ

উদ্দিনের বিবাহ হইয়া গেল। নব দম্পতীর অধিকাংশ সময় প্রতাপ বাবুর প্রসঙ্গ এবং জেলেখার বিপদকাহিনীর আলোচনায় অতিবাহিত হইত।

যখন তখন আজিম উদ্দিন প্রণয়িনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সোহাগে চিবুক ধরিয়া কহিতেন, অরে আমার—

যমের ফেরৎ।